মাসুদ রানা
কালো ছায়া
দ্বিতীয় খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা
প্রকাশনী

মাসুদ রানা

কালো ছায়া

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

দুষ্প্রাপ্য একটি প্রাণীকে বাঁচাবার জন্যে মরণপণ যুদ্ধে মেতে উঠল মাসুদ রানা ও ডোরা ডারবি। কিন্তু কি আছে উত্তরে, এভাবে শত শত মাইল পেরিয়ে কোথায় পৌঁছুতে চাইছে কালো চিতা?

'তোমাকে ভালবাসি, তাই তোমার বিপদ শুনে স্থির থাকতে পারিনি,' রানাকে শুধু এই কথাটি বলার জন্যে ছুটে এল মিষ্টি কোমল মেয়ে ইভা পুনম, কিন্তু না এলেই ভাল হোত।

সন্ত্রাসী ডেকা বারগাম এবার অগ্নিমূর্তি ধারণ করে নিজেই হাজির হলো রণক্ষেত্রে। ফুয়েল নেই, রসদ নেই, সঙ্গীরাও হারিয়ে গেছে—কোণঠাসা রানা আঁধার দেখছে চোখে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২২৪

কালো ছায়া ২

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

কৃতজ্ঞতায়ঃ শামীম ফয়সাল

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)

facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)

facebook.com/groups/we.are.bookworms

মাসুদ রানা-২২৪

কালো ছায়া

দ্বিতীয় খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984 16 7224 3

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: কবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana-224
KALO CHHAYA
Part-II
By: Qazi Anwar Husain

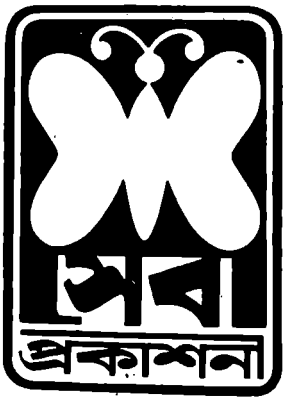

আটাশ টাকা

মাসুদ রানা

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের
এক দুর্দান্ত দুঃসাহসী স্পাই
গোপন মিশন নিয়ে ঘুরে বেড়ায় দেশ-দেশান্তরে।
বিচিত্র তার জীবন। অদ্ভুত রহস্যময় তার গতিবিধি।
কোমলে কঠোরে মেশানো নিষ্ঠুর সুন্দর এক অন্তর।
একা।
টানে সবাইকে, কিন্তু বাঁধনে জড়ায় না।
কোথাও অন্যায় অবিচার অত্যাচার দেখলে
রুখে দাঁড়ায়।
পদে পদে তার বিপদ শিহরণ ভয়
আর মৃত্যুর হাতছানি।
আসুন, এই দুর্ধর্ষ চিরনবীন যুবকটির সঙ্গে
পরিচিত হই।
সীমিত গণ্ডিবদ্ধ জীবনের একঘেয়েমি থেকে
একটানে তুলে নিয়ে যাবে ও আমাদের
স্বপ্নের এক আশ্চর্য মায়াবী জগতে।
আপনি আমন্ত্রিত।
ধন্যবাদ।

বিক্রয়ের শর্ত : এই বইটি ভাড়া দেয়া বা কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

সেবা প্রকাশনী

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড়*ভারতনাট্যম*স্বর্ণমৃগ*দুঃসাহসিক*মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা
দুর্গম দুর্গ*শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ
রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো*মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র
মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন
মৃত্যুর ঠিকানা*ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত*এখনো ষড়যন্ত্র
প্রমাণ কই?*বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ
বিদেশী গুপ্তচর*ব্ল্যাক স্পাইডার*গুপ্তহত্যা*তিন শত্রু*অকস্মাৎ সীমান্ত
সতর্ক শয়তান*নীলছবি*প্রবেশ নিষেধ*পাগল বৈজ্ঞানিক
এসপিওনাজ*লাল পাহাড়*হৃৎকম্পন*প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট
কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ*গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি
জিপসী*আমিই রানা*সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা*হাইজ্যাক
আই লাভ ইউ, ম্যান*সাগর কন্যা*পালাবে কোথায়*টার্গেট নাইন
বিষ নিঃশ্বাস*প্রেতাত্মা*বন্দী গগল*জিম্মি*তুষার যাত্রা*স্বর্ণ সংকট
সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার*স্বর্গরাজ্য*উদ্ধার
হামলা*প্রতিশোধ*মেজর রাহাত*লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা
বেনামী বন্দর*নকল রানা*রিপোর্টার*মরুযাত্রা*বন্ধু*সংকেত*স্পর্ধা
চ্যালেঞ্জ*শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ
কামড়*মরণ খেলা*অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত
শ্বেত সন্ত্রাস*ছদ্মবেশী*কালপ্রিট*মৃত্যু আলিঙ্গন*সময়সীমা মধ্যরাত
আবার উ সেন*বুমেরাং*কে কেন কিভাবে*মুক্ত বিহঙ্গ*কুচক্র*চাই সাম্রাজ্য
অনুপ্রবেশ*যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী*কালো টাকা*কোকেন সম্রাট*বিষকন্যা
সত্যবাবা*যাত্রীরা হুঁশিয়ার*অপারেশন চিতা*আক্রমণ '৮৯*অশান্ত সাগর
শ্বাপদ সংকুল*দংশন*প্রলয়সঙ্কেত*ব্ল্যাক ম্যাজিক*তিক্ত অবকাশ
ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা*অগ্নিশপথ*জাপানী ফ্যানাটিক
সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক*নরপিশাচ*শত্রু বিভীষণ*অন্ধ শিকারী
দুই নম্বর*কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া।

এক

তাঁবুর ভেতর ক্যাম্প বেডে ঘুম ভাঙল মাসুদ রানার। ফ্ল্যাপ তুলে ভেতরে ঢুকল ডেকান, হাতের কফি ভর্তি মগ থেকে ধোঁয়া উঠছে, বেডের নিচে উবু হয়ে বসল সে। তার হাত থেকে মগটা নিল রানা। 'আমাদের পানির কি অবস্থা?' জানতে চাইল ও।

'পানি কোন সমস্যা নয়, স্যার। ম্যাডামের ক্যাম্পে বড় বড় জেরি-ক্যান ছিল, প্যান থেকে সেগুলো ভরে এনেছি। সাবধানে খরচ করলে এক হপ্তা চলে যাবে।'

'খাবার?'

'ম্যাডামের ক্যাম্পে খাবারও প্রচুর ছিল, স্যার। বেশিরভাগই নিয়ে এসেছি আমরা।'

'ওদের খবর কি? দু'দলের কথাই জানতে চাইছি।'

'আসার পথে বড় কোন গাছ দেখলেই ওপরে চড়েছি, স্যার। এখন পর্যন্ত কিছু চোখে পড়েনি।' ডেকানের চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'আমাদের এগোবার গতি খুব ধীর, স্যার। পিছনে মোটা দাগ রেখে যাচ্ছি।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করল রানা। বাতাস ওদের চাকার দাগ মুছে ফেলবে ঠিকই, তবে সময় নেবে এক হপ্তা। এই ক'দিন এমন কি আকাশ থেকেও দেখা যাবে ওগুলো। বস্ বা বারগামের লোকেরা আবার যদি ওদেরকে ধরার চেষ্টা করে, এই ছাপ অনুসরণ করতে উৎসাহ যোগাবে তাদের। গ্যাবোরোন-এর নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে না গিয়ে, চাকার দাগ

তাদের জানিয়ে দেবে, খাঁ-খাঁ মরুভূমির গভীর প্রদেশে ঢুকছে ওরা।

বস্ বা বারগাম এ-ব্যাপারে কি ভাবতে পারে আন্দাজ করার চেষ্টা করল রানা। এক মুহূর্ত পরই মাথা থেকে চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিল। চিতাবাঘটাকে খুঁজে বের করাই এখন একমাত্র কাজ, তারপর ট্রাক চালাবার মত সুস্থতা ফিরে পেলে ব্যক্তিগত হিসাব মেলাবার কথা ভাবা যাবে। কোন টেরোরিস্ট গ্রুপকে শায়েস্তা করার জন্যে কালাহারিতে আসেনি ও, এসেছে মেয়েটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে। কাজটা ওকে দেয়ার সময় কানাডিয়ান ইন্টেলিজেন্স কর্মকর্তা ব্রায়ানের মনে পাপ ছিল ঠিকই, তবে সেজন্যে কোনভাবেই ডারবিকে দায়ী করা যায় না। সুন্দরী নারীর প্রতি যে-কোন পুরুষের দুর্বলতা থাকে, তবে সেজন্যে নয়, মানবিক কারণে ডারবিকে সাহায্য করতে চাইছে ও। পৃথিবীতে কিছু মানুষ থাকে যারা তোমার প্রতি যদি বিরূপও হয়, তাদের জীবনবোধ, দর্শন, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ আর ব্যক্তিত্ব চুম্বকের মত আকর্ষণ করে তোমাকে। ডারবি মেয়েটা সেই প্রকৃতির। মেয়ে না হয়ে ছেলে হলেও তার প্রতি এই আকর্ষণটা বোধ করত রানা।

আপাতত কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার দরকার নেই, যখন যে সমস্যা আসবে তখন সেটার সমাধান করা যাবে। টেরোরিস্ট গ্রুপটাকে খুঁজতে যাবে না রানা, তবে তারা যদি পিছু নেয়, আত্মরক্ষার জন্যেই তাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে ওকে। একই কথা বস্ সম্পর্কে, ওর জন্যে তারা বিপদ হয়ে দেখা দিলে বাধ্য হয়ে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে ওকে। আর ব্রায়ানকে···সুযোগ পেলে এই ভদ্রলোককে একটা উচিত শিক্ষা অবশ্যই দেবে ও।

চোখ নামিয়ে কাঁধটার দিকে তাকাল রানা। ও যখন অজ্ঞান ছিল, ডারবি একটা স্লিং বেঁধে দিয়েছে হাতে। গজ প্যাডটায় এখনও লালচে-মরচে দাগ লেগে রয়েছে। তবে রক্ত শুকিয়ে গেছে, ক্ষতটা এখন আর দপ দপও করছে না।

'আমাকে একটু ধরো, ডেকান···।' বেড থেকে পা নামাল রানা,

ওকে দাঁড়াতে সাহায্য করল ডেকান। মুহূর্তের জন্যে ঝিম ঝিম করে উঠল মাথাটা, মনে হলো হাঁটু দুটো ভাঁজ হয়ে যাবে। তারপর, বাঁ হাত দিয়ে ডেকানের গলা জড়িয়ে, তার গায়ে প্রায় হেলান দেয়া অবস্থায়, ধীরে ধীরে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এল—টলছে, তবে প্রতি মুহূর্তে নতুন শক্তি পাচ্ছে পায়ে। 'চলো, অদ্ভুত প্রাণীটাকে দেখে আসি,' ডেকানকে বলল ও। 'কাছাকাছি ছাপগুলো কোন দিকে?'

'ওদিকে, স্যার, পঞ্চাশ গজ দূরে···।'

লাইমস্টোনের একটা বিস্তৃতির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা। হাত তুলে তাঁবুর পিছনটা দেখাল ডেকান, ওদিকে খানিকটা বালি ঢাকা জায়গা দেখা যাচ্ছে। 'আপনি যেতে পারবেন, স্যার?' তার গলায় সন্দেহ।

'না পারার কি আছে। চলো, দেখতে চাই।'

ডেকানের গায়ে ভর দিয়ে টলতে টলতে এগোল রানা, পাথরের বিস্তৃতিটুকু পেরিয়ে এল, বালির কিনারায় থেমে তাকাল নিচের দিকে। পরমুহূর্তে মৃদু শিস দিল ও।

বালির ওপর এক সারি ছাপ ফুটে রয়েছে, রাতে শিশির পড়ায় ছাপগুলোর কিনারা ভোঁতা হয়ে গেছে, তবে এখনও তাজা আর গভীর। এই আকৃতির ছাপ আগে কখনও দেখেনি রানা। ডারবির বর্ণনা শুনে যত বড় হবে বলে ধারণা করেছিল, এগুলো দেখা যাচ্ছে তারচেয়েও বড়। সামনের ও পিছনের পায়ের দূরত্ব দেখে আন্দাজ করা যায় প্রাণীটি দৈর্ঘ্যে নয় ফুটের চেয়ে কম হবে না। 'ইয়া আল্লা, ডেকান! এ যে দেখছি প্রকাণ্ড একটা বিড়াল!'

'সেই ছেলেবেলা থেকে ট্র্যাকিং-এ আছি, স্যার—ত্রিশ বছর হলো। এরকম আগে কখনও দেখিনি।'

ডেকানের ঘাড় থেকে হাত নামিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। ছাপগুলো শক্ত, প্রতিটি একই রকম, বিশাল এক পরিণত চিতাবাঘের দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপের প্রমাণ বহন করছে। তার মধ্যে কোন দ্বিধা নেই;

বালিতে এলোমেলো কোন দাগও নেই, যা থাকলে বোঝা যেত বাতাস শোঁকার জন্যে থেমেছে। ছাপগুলো চলে গেছে উত্তর দিকে।

'কোন ক্লায়েন্টকে দেখাতে পারলে,' ধীরে ধীরে দাঁড়াল রানা, 'শুধু এই ছাপ দেখেই পাগল হয়ে যেত সে। ঠিক আছে, চলো নাস্তাটা সেরে ফেলা যাক।'

ট্রাকের কাছে ফিরে এসে ওরা দেখল ডারবির ঘুম ভেঙেছে। রানার ড্রেসিংটা বদলে দিল সে। তারপর আগুনের ধারে বসে নাস্তা খেলো ওরা।

'আজ আমাদের প্ল্যানটা কি?' জানতে চাইল রানা।

'সেটা ঠিক করবে ডেকান,' বলল ডারবি।

ট্রাকের পিছনে বাসন-পেয়ালা গুছিয়ে রাখছে ডেকান, ফিরে এসে উবু হয়ে বসল ওদের সামনে। 'এই জায়গাটা মন্দ না,' বলল সে। 'আগুন জ্বালাবার ভাল কাঠ পাচ্ছি। ভাল আড়ালও পাচ্ছি। ছাপগুলো আবার না পাওয়া পর্যন্ত ক্যাম্প সরানোর কোন মানে হয় না। ভোরে একবার দেখে এসেছি, সামনে অনেক দূর পর্যন্ত শুধু পাথর, কিছুই চোখে পড়েনি। আমার মতে, যতদূর সম্ভব পায়ে হেঁটে খোঁজ করা দরকার। ছাপগুলো পাই, তখন এই জায়গা ছাড়া যাবে। তবে ক'দিন লাগবে বলা মুশকিল···ম্যাডামকে আমি আগেই জানিয়েছি।'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'তোমার সঙ্গে আমিও যাব, ডেকান। ফ্লাস্কে কফি আর প্যাকেটে লাঞ্চ নিয়ে বেরিয়ে পড়ব আমরা। রানা, ক্যাম্পে তোমাকে একা থাকতে হবে।'

কথা না বলে শ্রাগ করল রানা। জ্বর নেই, কাঁধের ক্ষতটাও শুকাতে শুরু করেছে, তা সত্ত্বেও ঝোপের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হলে আরও ক'টা দিন শক্তি ফিরে পাবার অপেক্ষায় থাকতে হবে ওকে। তবে ডেকানের সঙ্গে ডারবি না গেলেও পারে, কারণ তার কোন সাহায্যে আসবে না ও। তাছাড়া, চিতাবাঘ কখন কি আচরণ করবে আগে থেকে তা বলা সম্ভব নয়, কাজেই ছাপ খুঁজতে যাওয়াটা বিপজ্জনকও বটে। প্রসঙ্গটা

একবার তুলল রানা, কিন্তু ডারবি নিজের জেদ বজায় রাখল।

সে বলল, 'তিনমাস অনুসরণ করেছি, রানা। এখন আমি তাকে আর কারও হাতে তুলে দিতে পারব না।'

বিশ মিনিট পর ডেকানকে নিয়ে চলে গেল সে। দু'ঘণ্টা ধরে ক্যাম্পটাকে গুছাল রানা, তারপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ল ক্যাম্প বেডে। রাইফেলটা হাতের কাছে থাকল।

সন্ধ্যার খানিক আগে ফিরল ওরা। ইতিমধ্যে তাঁবু থেকে বেরিয়ে আগুন ধরিয়েছে রানা, পানি গরম করেছে। ওদের সঙ্গে কথা বলার দরকার হলো না, বুঝতে পারল লাভ হয়নি কোন। হাসি-খুশি ডেকানকে মনমরা দেখাচ্ছে, ডারবিকে ক্লান্ত আর নিস্তেজ।

'পাথর, স্যার।' কাঁধ থেকে স্মাইজার নামিয়ে বলল ডেকান। 'চারদিকে চার-পাঁচ মাইল পর্যন্ত। মাঝে মধ্যে বালি আছে, তবে সে-সব ঝোপে ঢাকা। চিতাবাঘ কাঁটাবনে ঢুকবে না, পাথরের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে। সারাদিন কোথাও কোন ছাপ দেখিনি আমরা।'

'পাথরের পর জায়গাটা কেমন?' জানতে চাইল রানা।

'কাঁটা-ঝোপ, স্যার। আর অ্যাকেশিয়া। এই ঝোপ বা জঙ্গলের কোথাও ঢুকেছে ওটা। কিন্তু এত ঘন ঝোপ, ত্রিশ গজ চেক করতে এক ঘণ্টা লেগেছে আমার।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রানা। কালাহারির এই বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ওর ধারণা আছে। ছোট ছোট দ্বীপের মত মাথাচাড়া দিয়ে আছে লাইমস্টোন, চারপাশে নদী-নালার মত বালি ঢাকা জমিন, তার ওপর ঝোপ-ঝাড়। সন্দেহ নেই, ঝোপগুলোকে এড়িয়ে যাবে চিতাবাঘ; লাইমস্টোনের ওপর পা ফেলে এগোবে সে, আঁকাবাঁকা একটা পথ ধরে। দ্বীপগুলো যেখানে শেষ হয়েছে, আবার যেখানে শুরু হয়েছে বালি ঢাকা মরুভূমি, ওটার ছাপ পেতে হলে ওখানে খোঁজ করতে হবে। ঘন ঝোপ-ঝাড়ে ঢাকা, ত্রিশ গজের ওপর চোখ বুলাতে এক ঘণ্টা তো লাগবেই।

তারমানে পাথরের কিনারায় তল্লাশি চালাতেই লেগে যাবে ছয় কি সাত দিন। ততদিনে চিতাবাঘের পায়ের দাগ মুছে যাবে।

'ম্যাডাম বলছেন কাল আবার চেষ্টা করতে,' বলল ডেকান। 'উত্তর দিকে দশ-বারোটা খোলা লেন আছে, পাথর থেকে সরাসরি বালিতে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু তাঁকে যেমন বলেছি, আমি কোন আশা দেখছি না। এগুলো এমন প্রাণী, পাথরের ওপর দিয়ে হাঁটার সময় সোজা পথে যায় না। কে বলবে এটা কোন্‌দিকে গেছে। পাথর থেকে বালিতে বেরিয়েছে হয়তো পুব বা পশ্চিম দিয়ে। তা যদি বেরিয়ে থাকে, কোনদিনই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'ঠিক আছে, ডেকান,' বলল রানা। 'সকালে একবার চেষ্টা করে দেখো। যাও, হাত-মুখ ধোও, তারপর কিছু খেতে দাও আমাদের।'

কোন কথা না বলে গরম পানি, তোয়ালে আর কাপড়চোপড় নিয়ে ঝোপের আড়ালে চলে গেছে ডারবি। গরম পানি নিয়ে আরেক দিকে চলে গেল ডেকান। আগুনের ধারে বসে থাকল রানা। একটু পর আবার সেই লম্বা স্কার্ট ও সাদা ব্লাউজ পরে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল ডারবি।

'ডেকান বলছিল আবার কাল বেরুবে তোমরা।'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'কাল। পরশু। তার পরদিন। এভাবে চলবে, যতদিন লাগে।'

'পানি আছে এক হপ্তা চলার মত।'

'সেক্ষেত্রে কোথাও থেকে যোগাড় করতে হবে। আমরা এখানে অচল হয়ে পড়িনি। পশ্চিম দিকে পানি থাকার কথা।'

'গ্যাসোলিনও একটা সমস্যা।'

'ঘাঞ্জি বা মাউন, গাড়িতে দু'দিনের পথ। ফুয়েল যা আছে, যে-কোন একটায় পৌঁছুনোর জন্যে যথেষ্ট—আমি জানি, ট্যাংক আর ম্যাপ চেক করে দেখেছি। ওখানে পানিও পাওয়া যাবে···।' হঠাৎ থেমে মাথা নাড়ল ডারবি। 'এখন তুমি বাধা দিয়ো না তো, রানা। আমি আমার কথা রাখব। ওটাকে খুঁজে পাবার পর তুমি চলে যেতে পারবে। ট্রাক

চালাবার মত সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি, আমার ক্যাম্পও হয়ে উঠবে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তার আগে পর্যন্ত একসঙ্গে থাকব আমরা।'

'কেন ভাবছ আমি ট্রাক চালাতে পারলেই তোমার ক্যাম্প রি-ইকুইপ করা সম্ভব হবে?'

'আমার কাছে ডেকান থাকবে। ট্রাক নিয়ে ঘাঞ্জি বা মাউনে যাবে তুমি, রেডিওর সাহায্যে খবর দেবে আমাদের হাই কমিশনে, তারাই সব ব্যবস্থা করবে।'

'তাহলে সব কথা শোনা দরকার তোমার···।' ব্যাপারটা নিয়ে আজ সারা দিন চিন্তা করেছে রানা। এর আগে গুরুত্বটা আবছাভাবে ধরা পড়েছিল, তেমন গ্রাহ্য করেনি; তাঁবুর ভেতর শুয়ে বসে সময় কাটানোর ফাঁকে ওর মাথার ভেতর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সব। 'প্রথমে তুমি ভেবেছিলে আমাকে টাকা দেয়া হয়েছে, তারপর তোমার ধারণা হয় আমি একটা ষড়যন্ত্রের শিকার। না, তোমাকে উদ্ধার করার বিনিময়ে আমি কোন টাকা নিচ্ছি না। হ্যাঁ, বলতে পার ষড়যন্ত্রেরই শিকার। আমি একটা বিপদে পড়েছিলাম, তোমাদের ফরেন অফিসের এই ভদ্রলোক আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে দায়িত্বটা কাঁধে চাপিয়ে দেন···।'

নিজের কনসেশন লাইসেন্স, ব্রায়ানের প্রস্তাব সম্পর্কে বলল রানা। চুপচাপ শুনল ডারবি—ভুরু কুঁচকে আছে, চিন্তিত। ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক, আগুনের আভায় লালচে দেখাচ্ছে তার মুখ। রানা থামতে সে জানতে চাইল, 'এ-সবের তাৎপর্য কি?'

'ব্রায়ান এখন জানেন যে আমি তাকে ফাঁকি দিয়েছি বা এড়িয়ে যাচ্ছি। জানেন যে বতসোয়ানা থেকে এমনিতেও আমাকে বের করে দেয়া হবে। তিনি সম্ভবত ভাবছেন, তোমাকে বীমা হিসেবে সঙ্গে নিয়ে প্রাণভয়ে সীমান্তের দিকে ছুটছি আমি। তবে তিনি এ-ও জানেন যে কোথাও না কোথাও থামতে হবে আমাকে—ফুয়েল, পানি, রসদ ইত্যাদির জন্যে। তখনই আমাকে ধরার আর তোমাকে উদ্ধার করার

সুযোগ হবে তাঁর। আমাকে সরাসরি ধরার ক্ষমতা বা অধিকার তাঁর নেই, তবে তার প্রয়োজনও নেই। গেম ডিপার্টমেন্ট যে রিপোর্ট পেয়েছে, আমাকে সম্ভবত এরইমধ্যে তারা অবাঞ্ছিত বহিরাগত বলে ঘোষণা করেছে। এখনও যদি না করে থাকে, যাতে করে, তার ব্যবস্থা অবশ্যই করবেন তিনি। মরুভূমি বাদ দিলে বতসোয়ানা খুব ছোট একটা দেশ। যেখানেই আমি থামি—মাউন, ঘাঞ্জি—সেখানেই আমাকে ধরার চেষ্টা করা হবে।'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ডারবি। বোঝার কোন উপায় নেই কি ভাবছে সে।

'দুঃখিত, ডারবি,' আবার বলল রানা। 'দু'জনেই আমরা ভুল বুঝেছি। আমি ভুল বুঝেছি হিসাব মেলাতে পারিনি বলে, তুমি ভুল বুঝেছ সব ঘটনা জানা ছিল না বলে। বিপদ আসলে দু'জনেরই। আমি সরাসরি ধরা পড়লে ওদের হাতে খুন হয়ে যেতে পারি। আর তথ্য পাবার আশায় তোমাকে ওরা এক হপ্তা দেরি করিয়ে দেবে। অর্থাৎ চিতাবাঘটাকে চিরকালের জন্যে হারাবে তুমি।'

আরও কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকল ডারবি, তারপর উঠে দাঁড়াল। 'এ-সব তুমি আমাকে শোনালে কেন, রানা?'

রাত এখন ঘন অন্ধকার। শিখাগুলোকে নিয়ে খেলা করছে বাতাস। ডারবির সাদা ব্লাউজে আগুনের আভা প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন নকশা তৈরি করছে। লালচে আভা আর কালো অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে দীর্ঘ এক নারীমূর্তি। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটি টান টান, যৌবনের রেখাগুলো স্পষ্ট, অথচ কোন লোভ জাগে না। রানার দৃষ্টিতে, ওর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক রহস্যময়ী। আকৃষ্টবোধ করার সেটাই কারণ। 'আমি চাইছি না চিতাবাঘটাকে তুমি হারিয়ে ফেলো।'

'তাহলে তোমার প্রস্তাবটা কি?'

'পুরোপুরি সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত থাকি আমি, তারপর চলে যাব। তোমার ক্যাম্প রি-ইকুইপ করা দরকার, এ-ও সত্যি। মাউন বা ঘাঞ্জিতে

যাব আমরা, থামব বাইরে কোথাও। শুধু বোধহয় আমার নয়, ট্রাকটারও বর্ণনা দেয়া হবে লোকজনকে, কাজেই সাপ্লাই আনার জন্যে একা হেঁটে যাবে ডেকান। তারপর ওর সঙ্গে ফিরে আসবে তুমি। দিন দুয়েক গা ঢাকা দিয়ে থাকব আমি, তারপর কোন গ্রামে ঢুকব। ইতিমধ্যে হারিয়ে গেছ তুমি, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। আমি একটা যোগাযোগের মাধ্যম, এটা গোপন রেখে তোমাদের হাই কমিশনকে যেভাবে হোক জানিয়ে দেব কোথায় তোমাকে পাওয়া যেতে পারে। তারপর তারা যা করার করবে।'

'সত্যিই কি তুমি এ-সব শুধু চিতাবাঘটার জন্যে করতে চাইছ?'

'নয়তো কি। অন্য কি কারণ থাকতে পারে, তুমিই বলো।'

ডারবি কিছু বলল না। অন্য একটা কারণ আছে। যা কিছু ঘটেছে, আজ সারাদিন ধরে তার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কারণটা ধরা পড়েছে রানার কাছে। একা শুধু ও নয়, কারণটা ডারবিও উপলব্ধি করে—তার সঙ্গে চিতাবাঘটার কোন সম্পর্ক নেই।

কারণটা হলো ডারবি স্বয়ং। শুরুতে রানাকে আক্রমণ করেছে সে, লাথি মেরেছে উরুসন্ধিতে, বাধ্য করেছে কাঁধে করে বয়ে বেড়াতে। রানা তখন স্রেফ তাকে একটা পাগল ভেবেছিল। পরে মরুভূমির সঙ্গে বেমানান পোশাক পরা অবস্থায় তাকে হাসতে দেখে, অনর্গল কথা বলতে শুনে, ধারণাটা পাল্টাতে শুরু করে। পাগল নয়, রানা বুঝতে পারে, নেশাগ্রস্ত। বিরল প্রজাতির এক চিতাবাঘ তাকে সম্মোহিত করেছে, এমন দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে যে পথের কোন বাধাকেই বাধা বলে মনে করছে না। সেজন্যেই তাকে ভীতিকর আর বিপজ্জনক বলে মনে হয়েছিল।

কিন্তু আবার সিদ্ধান্ত পাল্টেছে রানা। মেয়েটাকে ভালভাবে বোঝার মত কাছাকাছি এখনও পৌঁছুতে পারেনি ও—চিতাবাঘ তাকে অবশ্যই সম্মোহিত করেছে, সে হয়তো হাফ-ম্যাডও। তবে আরেকটা কথা জানে রানা। ডারবির দৃষ্টিতে রানা একজন শিকারী, একজন খুনী,

তার ক্যাম্প ধ্বংস করার জন্যে দায়ী—ওর প্রতি তার শুধু ঘৃণা হবারই কথা। অথচ পর পর তিন রাত, ওকে নিয়ে যখন যমে-মানুষে টানাটানি চলছে, এক ফোঁটা না ঘুমিয়ে ওর পাশে বসে থেকেছে সে। চেষ্টা করেছে রানা যাতে আরাম পায়, যুদ্ধ করেছে জ্বরের সঙ্গে। ডেকানের ভাষায়, ডারবি না থাকলে রানা বাঁচত কিনা সন্দেহ। রানার নিজেরও তাই ধারণা।

তার এ আচরণের কোন কারণ নেই। যদিও শান্ত সুরে একটা ব্যাখ্যা দিয়েছে ডারবি। কেউ তোমার সঙ্গে থাকলে তোমার দ্বারা যতটা সম্ভব সাহায্য করো তুমি। কথাগুলোর ঠিক কি অর্থ এখনও রানা তা জানে না। শুধু জানে, ওর সঙ্গে এরকম আচরণ আগে কেউ কখনও করেনি—কোন মেয়ে তো নয়ই। ডারবির এই আচরণ ওর মনে গভীর একটা আঁচড় কেটেছে।

কথা বলছে না ডারবি, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানার দিকে।

'আসলে…,' ইতস্তত করছে রানা। '…চিতাবাঘটার গুরুত্ব আমি ছোট করে দেখছি না। হ্যাঁ, আমি একজন শিকারী, সে-কারণে আমার চোখে ওটা একটা সাংঘাতিক লোভনীয় ট্রফি ছাড়া আর কিছু হবার কথা নয়। কিন্তু ওটাকে নিয়ে তুমি যা করছ, এ সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে, কারণ গোটা ব্যাপারটার মধ্যে মহৎ…,' শুরু করার সময় রানা ভেবেছিল আত্মমর্যাদা বজায় রেখে, বিব্রতবোধ না করে শেষ করতে পারবে, কিন্তু মাঝপথে এসে দেখা যাচ্ছে ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না।

'আমি ভাবছি… ।' ভাব দেখে মনে হলো না রানার কথা শুনছিল ডারবি। আগুনটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল সে, ভুরুর মাঝখানে চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছে আবার। '…আমরা যদি আবার ওটাকে খুঁজে পাই, যদি জানতে পারি কি ওটা,' আপনমনে বিড়বিড় করছে সে, 'সত্যি সে তার সঙ্গীকে খুঁজছে কিনা, তাহলে কি হবে? আমাদের হাতে চলে আসবে শ্বাসরুদ্ধকর একটা গল্প। তুমি কি জানো, রানা, যাদেরকে

"টেলিভিশন পারসোনালিটি" বলা হয়, আমিও তাদের একজন?'

মাথা নাড়ল রানা। ব্রায়ান ওকে বলেননি। তবে মেয়েটা সম্পর্কে এখন সম্ভব-অসম্ভব সব কিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত হয়ে আছে ও।

'টিভির প্রতি আমার কোন মোহ নেই। আমি কি করছি সে-সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল জাগাবার জন্যে ওটাকে আমি ব্যবহার করি মাত্র। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে টিভি অত্যন্ত শক্তিশালী একটা মাধ্যম—ওটাকে আরও অনেক কাজে ব্যবহার করা যায়।'

'ঠিক বুঝলাম না···।'

থামল ডারবি, বসল আবার, রানার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল—আগুনের আভা লেগে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। 'ভাগ্য যদি সহায় হয়, রানা, আর ঘোষণা করার সময় তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকো, সারা দুনিয়ায় হৈ-চৈ পড়ে যাবে। দেখবে, পাবলিসিটি কাকে বলে! যার রয়েছে নতুন একটা প্রজাতি আবিষ্কারের কৃতিত্ব, তার লাইসেন্স কেড়ে নেয়া বা দেশ থেকে বিতাড়িত করার তো প্রশ্নই উঠবে না, তার বদলে ওরা তোমাকে হিরো বানাবে···।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল রানার। ওর আসল পরিচয় জানে না বলে ডারবি ভাবছে এ-ধরনের পাবলিসিটির লোভ দেখালে ওকে তার সঙ্গে রাখা সম্ভব হবে। চুপ করে থাকল ও, চেহারা নির্লিপ্ত। পাবলিসিটির লোভ দেখিয়ে ওকে সঙ্গে রাখতে চাইছে সে, আসল কথাটা বলতে পারছে না—রানাও যেমন বলতে পারেনি। তারপর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, নিশ্চিত হবার জন্যে, 'তুমি কি বলতে চাইছ তোমার সঙ্গে আমি থাকব?'

দ্রুত মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'এ-ধরনের গল্প যখন তৈরি হয়, রানা, গল্পটার মধ্যে একটা রোমান্টিক ভাব থাকতে হয়—এখানে যেটার অভাব বোধ করছি। কারণটা হলো, আমি একা; একা একটা মেয়ে। গল্পটার মধ্যে কোন পুরুষ চরিত্র নেই। সেজন্যেই তোমাকে বলছি···।'

'কিন্তু আমার সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানো না তুমি···।'

'তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাওয়ার সেটাই তো আসল কারণ,' হঠাৎ হেসে উঠল ডারবি। 'সব যদি জানাই থাকল, তাহলে আর রোমান্টিক ভাব কিভাবে সৃষ্টি হবে। আমি তোমাকে বুঝতে চাই, রানা। সেজন্যেই চাইছি তুমি আমার সঙ্গে থাকো···এবার একেবারে পথের শেষ মাথা পর্যন্ত।'

বাতাস পাওয়া আগুনের হিসহিস শব্দ শুনছে রানা। দূর থেকে ভেসে আসছে তরুণ কোন পুরুষ হাতির ডাক।

দুই

পরবর্তী দুটো দিন খুব একঘেয়ে কাটল রানার। দু'দিনই ভোরবেলা নাস্তা খেয়ে বেরিয়ে গেল ডারবি আর ডেকান, ফিরে এল সন্ধের দিকে। মাঝখানে দীর্ঘ সময়টা একা রানার কাটতেই চায় না। এখনও দুর্বল, ওদের সঙ্গে যাবার প্রশ্ন উঠল না। সারা দিন ক্যাম্পের সামনে হাঁটাহাঁটি করল, আড়ষ্ট ভাবটুকু দূর করার জন্যে ধীরে ধীরে ঘোরাল কাঁধটা, ক্লান্ত হয়ে পড়লে ট্রাকের ছায়ায় বা তাঁবুর ভেতর বিশ্রাম নিল। শুয়ে বসে তাকিয়ে থাকল আকাশের দিকে, শকুন আর ঈগল দেখল।

দিনে দু'বার চিতাবাঘের ছাপ দেখতে গেল রানা, বালির ওপর ডেকান যেগুলো ওকে দেখিয়েছিল। বড় আকারের ছাপগুলো এখনও আছে, তবে আগের চেয়ে অনেক নরম আর অগভীর হয়ে উঠেছে, শিশির আর বাতাস লেগে ভেঙে পড়ছে কিনারা। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায়, ইতিমধ্যে ডারবি আর ডেকান বৃথাই তিন দিন ঝোপ-জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়েছে, রানা উপলব্ধি করল, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আবার

যদি নতুন ছাপ খুঁজে পাওয়া না যায়, চিতাবাঘটাকে দেখতে পাবার আশা ছেড়ে দেয়াই ভাল।

ডারবির আত্মবিশ্বাস আগের মতই অটুট। সারাদিন তল্লাশি চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে, নিস্তেজ আর হতাশ লাগে দেখতে, কিন্তু হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে কোত্থেকে যেন প্রাণশক্তি আর দৃঢ় মনোবল ফিরে পায়। রানার পাশে আগুনের ধারে বসবে, কথা বলবে অনর্গল, ওর শিকার করা চিতাবাঘ সম্পর্কে হাজারটা প্রশ্ন করবে, নিজে যেগুলোর ওপর গবেষণা করেছে সেগুলো সম্পর্কে বলবে, ঘুরে-ফিরে সব সময় ফিরে আসবে কালো চিতাবাঘ প্রসঙ্গে, যেটার খোঁজ পাবার চেষ্টা করছে সে। প্রকাণ্ড এক কালো ছায়া, এখনও উত্তরদিকে যাচ্ছে। জানা নেই ঠিক কোথায় যাচ্ছে বা কেন যাচ্ছে।

তখন তার চেহারাটা দেখার মত হয়। আগুনের আঁচ পেয়ে গরম হয়ে ওঠে দুধ-আলতা মুখ, উজ্জ্বল চোখের তারায় ঝিলিক দিয়ে যায় হাসি, মুকুটের মত সোনালি চুল স্তূপ হয়ে থাকে কাঁধে। তখন ওর দিকে তাকিয়ে রানার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে না যে এই মেয়েটাই দক্ষিণ আফ্রিকান এজেন্টদের দিকে শটগান তাক করে ঠাণ্ডা মাথায় গুলি করেছিল। রানার কাছে এখনও সে অদ্ভুত এক নারী, রহস্যের একটা আধার—সেই সঙ্গে, চোখ ধাঁধিয়ে দেয়ার মত রূপসীও বটে।

চিতাবাঘটার সঙ্গে লেগে থাকার তার এই অটল জেদই শুধু দু'জনকে এক করে রেখেছে। রানা উপলব্ধি করে, এটা ডারবির সাধনা। ওর খুব দেখার ইচ্ছে, এই সাধনায় ডারবি সফল হয় কিনা।

চারদিনের দিন সকালে ছকটা হঠাৎ করেই বদলে গেল। রোজকার মত নাস্তা খেয়েই ডেকানকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ডারবি। দু'ঘণ্টা পর ট্রাকের চাকা পরীক্ষা করছে রানা, ফিরে এল ওরা। রানা ভাবল, তাহলে বোধহয় নতুন ছাপ পাওয়া গেছে। তারপর সরাসরি ওর সামনে এসে দাঁড়াল ডেকান। 'মানুষ, স্যার,' বলল সে।

স্থির হয়ে গেল রানা, চাকার পাশে ধীরে ধীরে সিধে হলো। 'কোন্

দল?'

'না, স্যার।' মাথা নাড়ল ডেকান। 'দুটোর একটাও নয়। হলুদ মানুষ, স্যার—বুশম্যান।'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা, স্বস্তিবোধ করল। 'কোথায় দেখলে?'

'আন্দাজ দেড় মাইল পশ্চিমে।' হাত তুলে পশ্চিম দিকটা দেখাল ডেকান। 'আমরা বেরুবার সময় ঠিক করি আজ অন্য দিকটা দেখব, সেজন্যেই পশ্চিমে রওনা হই। ঝোপের ভেতর ফাঁকা একটা জায়গায় বেরিয়ে আসি, ছোট দুটো শেলটার দেখতে পেলাম। লোকজন নেই, আমাদের আওয়াজ পেয়ে ছুটে পালিয়েছে। তবে চামড়া আর তামাক দেখে বুঝলাম এখানে তারা খানিক আগেও ছিল। চার-পাঁচ জোড়া পায়ের দাগ রয়েছে, সব তাজা।'

কয়েক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। তারপর ট্রাকের পিছন দিকে চলে এল। চিনি ভরা দুটো ছোট ব্যাগ আর কয়েক প্যাকেট সিগারেট বের করে ধরিয়ে দিল ডেকানের হাতে। 'চেষ্টা করে দেখো ডেকে কাছে আনতে পারো কিনা। বলো এরকম আরও অনেক আছে আমাদের।'

জিনিসগুলো নিয়ে দ্রুত চলে গেল ডেকান।

'কি করতে চাইছ তুমি?' ধীর পায়ে হেঁটে রানার পাশে চলে এসেছে ডারবি।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকাল রানা। 'বুশম্যানদের সম্পর্কে কতটুকু কি জানো তুমি?'

'সামান্যই জানি। এখনও দেখিনি, তবে জানি যে ওরা যাযাবর। এক কালে বিরাট এক উপজাতি ছিল, সংখ্যায় কমে গিয়ে অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। আজ পর্যন্ত একজনও চোখে পড়েনি, তাই ধরে নিয়েছিলাম ওরা বোধহয় নেই-ই।'

'উপজাতি নয়, জাতি,' বলল রানা। 'হ্যাঁ, সংখ্যায় তারা কমে গেছে···।'

বুশম্যানদের সম্পর্কে ডারবিকে বলল রানা। আকারে খুব ছোট ওরা, ঠিক যেন বাচ্চা ছেলেমেয়ে। এপ্রিকট ফলের মত গায়ের রঙ, উঁচু চোয়াল, মঙ্গোলদের সঙ্গে মিল আছে চেহারায়। কালো মানুষরা তো এদিকটায় এসেছে এই সেদিন, তারও শত শত বছর আগে মহাদেশটার দক্ষিণ অর্ধাংশের পুরোটা জুড়ে বসবাস করত তারা। বাস করত ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে, পরস্পরের প্রতি ছিল অঢেল ভালবাসা, একজন তার জিনিস নির্দ্বিধায় ব্যবহার করতে দিত অপরজনকে। তারা ছিল যেমন নম্র তেমনি ভদ্র; ঋতু, বৃষ্টি, সূর্য আর চাঁদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে শিকার করত বটে, তবে পশুদের সঙ্গে তাদের দয়া-মায়ার একটা সম্পর্কও ছিল। বন্ধু, ভাই আর আত্মীয়দের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ ছিল তারা, এত মধুর ছিল তাদের সম্পর্ক, মানুষের অন্য কোন সমাজে যা কখনও দেখা যায়নি।

প্রথমে ওরা সংখ্যায় ছিল প্রায় দশ লাখের মত। তারপর উত্তর থেকে এল কালো উপজাতি বান্টুরা, এসেই গোগ্রাসে গিলে ফেলার মত দখল করে নিতে শুরু করল জমি। আরও পরে এল সাদা চামড়ার লোকজন, বান্টুদের চেয়েও নিষ্ঠুর আর লোভী। বুশম্যানরা শক্তিধর এই দু'দলের মাঝখানে পড়ে ছোট হতে শুরু করল আকারে। মানুষ নয়, তাদেরকে গণ্য করা হলো পশু হিসেবে। খেলার ছলে, আনন্দ পাবার জন্যে, গুলি করে মারা শুরু হলো তাদের। তাদের জমি বা এলাকা ছিল অচিহ্নিত, সীমানাবিহীন; সব কেড়ে নিয়ে পরিষ্কার করা হলো। নিজ বাসভূমে নিহত হলো তারা, অল্প কিছু যারা বাঁচল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে পালিয়ে চলে এল কালাহারির গভীরে—কালাহারি এমন বৈরী আর নির্দয় মরুভূমি, কালো বা সাদা চামড়ার লোক তাদের পিছু নিতে সাহস পেল না।

কিভাবে যেন এই প্রতিকূল পরিবেশেও টিকে গেল বুশম্যানরা। প্রতি বছরই কমে যাচ্ছে, তবে এখনও একেবারে অস্তিত্ব হারায়নি। সোয়ানা উপজাতির লোকজন তাদের সুন্দরী মেয়েদের কিনে আনে, রেখে দেয়

ক্রীতদাসী হিসেবে। শেষ যে এলাকায় তারা শিকার করত সেটা তুলে দেয়া হয়েছে সাফারির জন্যে কনসেশন কোম্পানীগুলোর হাতে। এমনকি মরুভূমির কিনারা পর্যন্ত দখল করা হয়েছে, সেচের মাধ্যমে ঘাস ফলানোর আওতায় আনার জন্যে।

এভাবেই, ধীরে ধীরে পরিকল্পিতভাবে প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে একটা জাতিকে। অল্প যে ক'জন আজও টিকে আছে, ফেরারি আসামীর মত পালিয়ে বেড়াতে হয় তাদের।

'দুঃখজনক, অমানবিক,' বলল রানা। 'তবে কাহিনীর এখানেই সমাপ্তি। ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘোরাবার সাধ্য কারও নেই। ওরা তোমার চিতাবাঘের মত নয়, ডারবি। সোয়ানাদের সঙ্গে মেলামেশা করছে ওরা। আরও পনেরো-বিশ বছর যেতে দাও, খাঁটি রক্ত আছে এমন বুশম্যান একটাও তুমি খুঁজে পাবে না।' একটু থেমে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। 'তোমার ভাগ্য বলতে হবে, ওদের একটা গ্রুপকে দেখতে পেয়েছ।'

'বুঝলাম,' বলে ডারবিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সে জানতে চাইল, 'তুমি কি ভাবছ ওরা আমাদের কোন উপকারে আসবে?'

'ডেকান খুব ভাল একজন ট্র্যাকার,' বলল রানা। 'তবে বুশম্যানরা···ওদের কোন তুলনা হয় না। শুধু শিকার করে বেঁচে থাকে তো, পশুদের অনেক গুণ আর বৈশিষ্ট্য পেয়ে গেছে। আমরা যেখানে পায়ের ছাপ দেখতে পাব না, ওরা পাবে। এত অস্পষ্ট গন্ধ, আমরা পাচ্ছি না, ওদের নাকে ঠিকই ধরা পড়বে। বললেও সম্ভব বলে বিশ্বাস করবে না তুমি—শূন্যতার ভেতর অনেক জিনিস স্পর্শ করতে পারে ওরা, সেরকম বৃষ্টি আর বাতাসের ভেতরও। ডেকান যদি ডেকে আনতে পারে ওদের, জানা যাবে কোথায় আছে চিতাবাঘ।'

ডারবি আর রানা ট্রাকের পাশে বসে অপেক্ষায় থাকল। তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। তারপর দৃষ্টিপথে আবার দেখা গেল ডেকানকে। ক্যাম্প

ঘিরে থাকা নিচু ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে এল সে, ওদের মত বসে পড়ল—ওদের সঙ্গে ট্রাকের ছায়ায় নয়, কয়েক গজ দূরে খোলা জায়গায়, মধ্য গগনের সূর্যের নিচে সাদা বালি যেখানে জ্বলছে।

'আমি মাঝখানে থাকব,' শান্ত, নিচু গলায় বলল রানা। 'তুমি বসবে আমার ডানে।'

দাঁড়াল ওরা, ডেকানের দিকে এগোল। খোলা জায়গায় পাশাপাশি বসে থাকল তিনজন। বেশ কিছুটা সময় পেরিয়ে গেল। কিছুই ঘটছে না। রোদে পুড়ে যাচ্ছে শরীর। একটু বাতাস নেই, চারদিকের ঝোপ স্থির হয়ে আছে। মাথায় ওপর জ্বলন্ত আকাশ। রানা অনুভব করল, আড়াল থেকে ওদেরকে লক্ষ করা হচ্ছে। স্থির ঝোপের কোথাও থেকে, ছোট ছোট চোখে পলক নেই। ওদেরকে দেখছে, ট্রাকটাকে দেখছে, বোঝার চেষ্টা করছে ওরা বন্ধু, না কি শত্রু।

তারপর এক দিকের ঝোপ ফাঁক হয়ে গেল। ডালপালাগুলো এমন নিঃশব্দে নড়ল, কয়েক সেকেণ্ড কেটে যাবার পর রানা দেখতে পেল ওখানে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার আগে কিছু টেরই পায়নি। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসে গুঁড়ি মেরে বসে থাকল সে। খুদে একজন মানুষ, পাখির মত সরু হাড়, চামড়ায় সোনালি আভা। শুধু কোমরে সামান্য কাপড়, বাকি শরীর খালি। কাঁধের কাছে খাড়া হয়ে রয়েছে কয়েকটা তীর, হাতে একটা ধনুক।

পকেটে হাত ভরে এক প্যাকেট সিগারেট বের করল রানা, ছুঁড়ে দিল লোকটার দিকে। খপ করে ধরে ফেলল লোকটা, তারপর হাততালি দিল—সংক্ষেপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এটাই তাদের রীতি। তারপর আগের মতই নিঃশব্দে আরও একজন লোক বেরিয়ে এল ঝোপ থেকে। তাকেও এক প্যাকেট সিগারেট দিল রানা। এই লোকটাও তীক্ষ্ণ শব্দে একবার হাততালি দিল। অপেক্ষা করছে রানা, কিন্তু আর কেউ ঝোপ থেকে বেরুল না।

'ওদেরকে এখানে আসতে বলো,' ডেকানকে নির্দেশ দিল ও।

ডাকল ডেকান, লাফ দিয়ে সিধে হলো লোক দু'জন, ফাঁকা জায়গাটুকু এক ছুটে পেরিয়ে এল। নয় বছরের বাচ্চাদের মত খাটো তারা। কাছাকাছি এসে গুঁড়ি মেরে বসেছে, রানা আন্দাজ করল, প্রথম লোকটার বয়স হবে ত্রিশ, দ্বিতীয় লোকটার কিছু কম।

'ওদেরকে তুমি কি বলেছ?' জানতে চাইল ও।

'বলেছি ছাপ খুঁজছি আমরা, স্যার,' জানাল ডেকান। 'বলেছি ওরা যদি আমাদের সঙ্গে কিছুটা সময় থাকে, অনেক জিনিস উপহার পাবে।'

'ঠিক আছে। আগে ওদেরকে দেখাও কিসের ছাপ্ অনুসরণ করছি আমরা।'

বুশম্যান দু'জনের সঙ্গে আবার কথা বলল ডেকান, তারপর ওরা পাঁচজনই উঠে দাঁড়াল। বালির বিস্তৃতি লক্ষ্য করে হাঁটছে ওরা, লোক দু'জন আবার আগের মত হালকা পায়ে ছুটল। ছাপগুলোর কাছে পৌঁছে থামল সবাই। বালির ওপর হাঁটু গেড়ে পরীক্ষা করল তারা ছাপগুলো, তারপর নিজেদের মধ্যে দ্রুত কথা বলতে শুরু করল। দেখে মনে হলো, খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। কথার মধ্যে বিস্ময়সূচক আওয়াজই বেশি, জিভ আর টাকরা সংযোগে বিচিত্র শব্দও থাকল, আর থাকল মৃদু শিস।

'ওদের নিজেদের আলাদা ভাষা আছে,' ডারবিকে বলল রানা। 'পৃথিবীর কোন ভাষার সঙ্গে তার কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। ওদের একটা শব্দও আমি বুঝি না, ওরা ছাড়া আর কেউ বোঝে কিনা তা-ও বলতে পারব না। তবে ওদের মধ্যে অনেকেই সেৎসোয়ানা বলতে পারে। ডেকান হয়তো চেষ্টা করলে বোঝাতে পারবে···।'

ডেকানের দিকে তাকাল রানা। 'কি বলছে ওরা?'

লোকগুলোকে জিজ্ঞেস করল ডেকান, তারপর রানার দিকে ফিরে বলল, 'বলছে বিরাট একটা পশু, স্যার। মাদী চিতাবাঘ। চার রাত আগে, এক সন্ধ্যায় এখান দিয়ে হেঁটে গেছে। বলছে খুব খিদে পেয়েছিল তার, তিন কি চারদিন কিছু শিকার করেনি সে।'

'কি বলে!' ডারবির গলায় অবিশ্বাস। 'চারদিনের পুরানো ছাপ দেখে

বলে দিচ্ছে···?'

রানার ঠোঁটে মৃদু হাসি, মাথা ঝাঁকাল। 'আরও অনেক কিছু বলতে পারবে। আকৃতি, বয়েস, কি ভাবছিল ওটা, রেগে আছে, নাকি নার্ভাস। বিশ্বাস করো, ওটার কোন নাম থাকলে তা-ও ওরা বলে দিতে পারত। তবে এখন শুধু আমরা জানতে চাই কোথায় আছেন ম্যাডাম···।'

আবার ডেকানের দিকে ফিরল ও। 'ওদের বলো, আমাদেরকে চিতাবাঘের কাছে নিয়ে যেতে পারলে আরও সিগারেট আর চিনি পাবে, আমি ওদেরকে বড় একটা হরিণও শিকার করে দেব।'

ডেকানের মুখে প্রস্তাবটা শুনে আবার কিছু বিস্ময়সূচক ধ্বনি ছাড়ল ওরা, ঘন ঘন শিস দিল, পরস্পরের হাত আঁকড়ে ধরল। এক মুহূর্ত পর ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল দু'জন, পরস্পরের মাঝখানে দূরত্ব কখনই তিন ফুট ছাড়াল না—লাইমস্টোনের মেঝের প্রতিটি ইঞ্চি পরীক্ষা করছে।

পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেল। হঠাৎ দীর্ঘ শিসের আওয়াজ শোনা গেল, একশো গজ দূরে ঝোপের পিছনে এক হলো খুদে মূর্তি দুটো। তারপর হাঁটু গেড়ে বসল তারা, সারাক্ষণ কথা বলছে। খানিক পর থামল, ছুটে ফিরে এল ওদের সামনে। প্রথমজন, বয়েসে বড়, মুঠোর ভেতর কি যেন একটা ধরে আছে। হাতটা রানার সামনে তুলে খুলল সে।

তাকাল রানা। লোকটার হাতের তালুতে একটা মাত্র চুল। ছোট, মিহি, চকচকে—পুরোপুরি কালো। ভাল করে দেখল ও, তারপর মুখ তুলল, তাকাল ডারবির দিকে। 'তোমার চিতাবাঘকে পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে···।'

রানার কথা শেষ হয়নি, ওকে হতভম্ব করে দিয়ে অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসল মেয়েটা। হঠাৎ ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, দু'হাতে গলাটা জড়িয়ে ধরে খুব জোরে চুমো খেল গালে।

তিন

প্রচণ্ড রাগে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল, ডান হাত শক্ত করে ঘুসি মেরে বসল দেয়ালে। রক্ত গড়াতে শুরু করল আঙুলের গিঁট থেকে, চামড়া উঠে গেছে। পুরো বাহুতে ছড়িয়ে পড়ল ব্যথা, কিন্তু গ্রাহ্য করল না বারগাম। গ্রাহ্য করল না, কারণ ব্যথার চেয়ে রাগটাই বেশি—শেঙ্গির ওপর, বাকি সবার ওপর, তবে সবচেয়ে বেশি নিজের ওপর।

তার বোঝা উচিত ছিল, ওরা এ-ধরনের একটা ব্যবস্থা নেবে। সাদা চামড়ার লোক, পাল্টা আঘাত হানার জন্যে প্রস্তুত হয়েই থাকে। প্যারাস্যুট যোগে লোক নামায়নি, তার লোকদের কর্ডনও করেনি, কিংবা বিরাট গ্রাউণ্ড ফোর্স পাঠিয়ে হামলা করেনি। এ-সব সম্ভাবনা বিবেচনা করে দেখেছিল সে, বাতিল করে দিয়েছিল সবগুলো, কারণ সে জানত প্রতিপক্ষও এগুলো বাতিল করবে। এ-সবের বদলে কি করেছে ওরা? না, কোন সাদা চামড়ার লোককে পাঠায়নি, পাঠিয়েছে শ্যামলা এক বিদেশীকে, সঙ্গে দু'জন ভাড়াটে কালো। রাতের অন্ধকারে অকস্মাৎ হামলা চালিয়েছে। শেঙ্গি সতর্ক থাকলে এই হামলাও ব্যর্থ হত। ক্যাম্পের চারদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা ছিল না। শেঙ্গি একটা গাধা, গোটা ব্যাপারটাকে হালকাভাবে নিয়েছিল সে। তার ধারণা ছিল কোন রকম বিপদ ঘটার সম্ভাবনা নেই। সে নিজে উপস্থিত থাকলেও হামলাটা সফল হতে পারত না।

কিন্তু জরুরী কাজ ছিল, শহরে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে বারগাম। সে-ও ধরে নিয়েছিল, মুক্তিপণ হিসেবে অস্ত্র আর গোলা-বারুদ

দিতে বাধ্য কানাডা সরকার। ওগুলো কোথায় ফেলতে বলা হবে অর্থাৎ ড্রপ-সাইট বাছাই করার কাজটায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছে তাকে।

আঙুলের গিঁটগুলো চুষল বারগাম, থুথু আর রক্ত ফেলল মেঝেতে, তারপর ঘুরল। করোগেটেড ছাদের নিচে ভন ভন করছে মাছি। ইঁটের দেয়ালে পলেস্তারা কবেই উঠে গেছে, ফাটল ধরেছে এখানে সেখানে, সেই ফাটল থেকে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে প্রস্রাব ও পচা আবর্জনার গন্ধ। ধুলোর ওপর দিয়ে অন্ধকার কোণে ছুটে গেল একটা ইঁদুর। টেবিলের পিছনে একটা কাঠের বাক্সে বসে রয়েছে গামবুটি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে জিন-এর গন্ধ বেরুচ্ছে। তার পাশে এখনও অপেক্ষা করছে বাকুতা।

তরুণ বাকুতার চেহারায় সব সময় উত্তেজনা আর উদ্বেগের ছাপ ফুটে থাকে। তবে বারগামের মতই আত্মনিবেদিত সে। শহরের বাইরে জঙ্গলের ভেতর ওদের রিসিভার আছে, সেটা অপারেট করে সে। ওই রিসিভারই ক্যাম্পের সঙ্গে বারগামের একমাত্র যোগাযোগ। সাধারণত একটা কিশোর ছেলে জঙ্গল থেকে রিপোর্ট নিয়ে আসে হপ্তায় একবার। ছেলেটা এই মুহূর্তে দরজার বাইরে পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু আজ সকালে রেডিও মেসেজ পেয়ে ঘাবড়ে যায় বাকুতা, তাই নিজেই ছুটে চলে এসেছে।

কানাডা সরকার একটা জুয়া খেলেছে জিতেও গেছে—ভদ্রমহিলাকে ছিনিয়ে নিয়েছে তারা। কিন্তু তারপর নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটেছে। সেটা এমন অদ্ভুত আর অপ্রত্যাশিত, মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছে না বারগাম। 'এ-সব তুমি সরাসরি শেঙ্গির কাছ থেকে শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জ্বী,' বলল বাকুতা। 'সে রিলে করেনি, খোলা লাইনে সরাসরি কথা বলেছে।'

'সে নিশ্চিত, পুরোপুরি নিশ্চিত, এর অন্য কোন ব্যাখ্যা নেই?'

মাথা নাড়ল বাকুতা। 'বলছে নেই।'

হামলায় দু'জন লোক মারা গেছে, আহত হয়েছে আরও দু'জন। তবে শেঙ্গি, বারগামের ডেপুটি, বাকি লোকদের নিয়ে পালাতে পেরেছে। গোলাগুলি থামার পর কয়েক ঘণ্টা ঝোপের ভেতর লুকিয়ে ছিল তারা। তারপর দুপুরের দিকে সাবধানে ফিরে আসে ক্যাম্পে।

ক্যাম্পে পাওয়া যায়নি মিস ডারবিকে। তবে প্যানের ওপর পায়ের দাগ দেখে শেঙ্গি বুঝতে পারে, তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে মাত্র তিনজন লোক এসেছিল। পায়ের ছাপগুলো দক্ষিণ দিকে চলে গেছে। অনুসরণ করার কথা ভেবেছিল শেঙ্গি, তবে চিন্তাটা বাতিল করে দেয়। বাতিল করে সঙ্গত কারণেই। সবাই তারা শহুরে আফ্রিকান, ট্র্যাকিং-এর কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া, হামলায় তিনজন লোক অংশগ্রহণ করলেও, হামলাকারীরা হয়তো তাদের ব্যাক-আপ টিমের কাছে ফিরে যাচ্ছে—সেটা হয়তো আরও বড় একটা দল, কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করছে। এ-সব কথা ভেবেই পিছু নেয়নি সে। রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করার সময় বেঁধে দেয়া আছে, তখনও আটচল্লিশ ঘণ্টা বাকি। ক্যাম্প থেকে যতটুকু পারা যায় রসদ নিয়ে আবার ঝোপের ভেতর ফিরে আসে তারা, ক্যাম্পের ওপর নজর রাখার জন্যে দু'জনকে রেখে।

দু'দিন পর, রেডিও কল আসার ঠিক আগে, তারা দু'জন ছুটতে ছুটতে ফিরে আসে। ক্যাম্পে একটা ট্রাক দেখা গেছে, চালিয়ে এসেছেন সেই ম্যাডাম অর্থাৎ মিস ডারবি, পাশে একজন কালো লোক। ট্রাকের পিছনে আরেকজন লোককে দেখা গেছে, শ্যামলা—দেখে মনে হয়েছে জ্ঞান নেই। ঝোপের কিনারায় গা ঢাকা দিয়ে কি ঘটে দেখার জন্যে অপেক্ষা করে তারা। কালো লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাম্প থেকে তাঁবু ও অবিশিষ্ট রসদ সংগ্রহ করেন ম্যাডাম, তারপর ট্রাক নিয়ে চলে যান যেখানে শেষবার দেখা গিয়েছিল চিতাবাঘটাকে।

'ঠিক আছে,' বলল বারগাম। 'সেটের কাছে ফিরে যাও, শেঙ্গিকে বলো খোলা লাইনের পাশে যেন দাঁড়িয়ে থাকে। এক ঘণ্টার মধ্যে

তাকে আমি নির্দেশ পাঠাব। ছেলেটাকে বলো, নেকটারকে ডেকে দিক।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল বাকুতা।

মেঝেতে পায়চারি শুরু করল বারগাম। কি করা যায় ভাবছে। আন্দাজ করার চেষ্টা করছে আসলে কি ঘটেছে। বিদেশী লোকটাকে সাপে কামড়াতে পারে, কিংবা হয়তো কোন দুর্ঘটনার শিকার। সাপের কথা মনে পড়তে গা শিরশির করে উঠল তার। কিন্তু গ্যাবোরোন বা মরুভূমির কিনারায় কোন গ্রামের দিকে যাচ্ছে না কেন তারা? তাছাড়া, হামলা করার সময় তিনজন লোক ছিল, বাকি লোকটা কোথায় গেল? হতে পারে ট্রাক আসলে দুটো ছিল, একটা নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেছে সে। কিন্তু তাহলে অসুস্থ বিদেশী লোকটা দ্বিতীয় ট্রাকে না থেকে প্রথম ট্রাকে রয়েছে কেন, যে ট্রাকটা ফেরত এল কালাহারিতে? মিলছে না, কোনভাবেই মেলানো যাচ্ছে না। অবশেষে হাল ছেড়ে দিল বারগাম। সে শুধু জানে শেঙ্গির ধারণাই ঠিক—মিস ডারবি আবার তাঁর চিতাবাঘের পিছু নিয়েছেন।

'আমাকে দেখাও এখন তারা কোথায় আছে···।' টেবিলের পাশে এসে দাঁড়াল বারগাম।

ঢেকুর তুলল গামবুটি, ম্যাপটার ভাঁজ খুলে কাঁপা আঙুল রাখল এক জায়গায়। 'ক্যাম্পটা এখানে,' বলল সে। 'তবে ধরে নিতে হবে চিতাবাঘটার পিছু নিয়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে ওরা। ঠিক বলতে পারছি না, তবে সম্ভবত এখানে কোথাও আছে।' ফাঁকা মরুভূমির আরেক জায়গা স্পর্শ করল আঙুল দিয়ে।

'আর তারা যদি এভাবে উত্তর দিকে যেতেই থাকে?'

'আরও দুশো মাইল গেলে মাউনে পৌঁছুবে,' বলল গামবুটি।

'কি রকম জায়গা সেটা?'

কাঁধ ঝাঁকাল গামবুটি। 'ডেল্টার কিনারায় ছোট্ট একটা শহর। সাদা চামড়ার লোকজন হবে শ দুয়েক, গ্যাস স্টেশন আছে, মুদি দোকান

আছে, দু'চারটে বারও আছে, আর আছে কয়েকটা কনসেশন কোম্পানীর হেডকোয়ার্টার···।'

'হুম,' গম্ভীর আওয়াজ করল বারগাম।

'তুমি কি তোমার ম্যাডামকে আবার জিম্মি করার কথা ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল গামবুটি।

বারগাম জবাব দিল না।

গামবুটি কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করার পর আবার বলল, 'শোনো তাহলে, বারগাম। মাউনে মানুষ, ফার্ম, কুকুর, গরু-ছাগল, ট্রাক ইত্যাদি আছে। মাউনের পর, ওপারে, পানি পাবে তারা, দ্বীপ পাবে—যদিও সাংঘাতিক দুর্গম, তাদের পালিয়ে বেড়াতে সুবিধেই হবে। তুমি যদি ম্যাডামকে আবার ধরতেই চাও, ধরতে হবে মাউনে পৌঁছুনোর আগেই। একবার যদি ডেল্টায় পৌঁছুতে পারে, তাকে তুমি কোনদিনই খুঁজে পাবে না।'

কথা শেষ করে জিনের বোতলটা টেবিল থেকে তুলে নিল সে। এই সময় দরজায় শব্দ হলো।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বারগাম।

ভেতরে ঢুকল নেকটার। তার নড়াচড়া সব সময় ধীর, কথা বলে খুব কম, মুখে দাড়ি। শক্ত-সমর্থ কাঠামো, চোখ দুটো একজন ফ্যানাটিকের। বারগামের ধারণা, তার দলে নেকটারই সবচেয়ে যোগ্য লোক। প্ল্যানটা যখন তৈরি করা হয় তখন যদি তাকে পাওয়া যেত তাহলে শেঙ্গিকে ওখানে পাঠাতই না সে। নেকটার সে সময় কেপটাউনে দাঙ্গা লাগাতে ব্যস্ত ছিল।

'বিপদে পড়েছি, বুঝলে,' বলল বারগাম। 'তবে উদ্ধার পাবার একটা উপায় এখনও বোধহয় আছে···।'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল নেকটার। কেপটাউন থেকে ফেরার পর অপারেশনটা সম্পর্কে তাকে বলেছে বারগাম, আর আজ সকালের ঘটনা ছেলেটার কাছ থেকে শুনেছে সে।

'ওখানে পৌঁছুতে কি রকম সময় লাগবে ওর?' গামবুটির দিকে তাকাল বারগাম।

ম্যাপটার ওপর আবার চোখ রাখল গামবুটি। 'পথে যদি কোন ট্রাকের লিফট পায়, চব্বিশ ঘণ্টা লাগবে। মানে ঘাঞ্জি রোডে পৌঁছুতে আর কি। ওদেরকে খুঁজে বের করতে হলে আরও একশো মাইল মরুভূমি পাড়ি দিতে হবে ওকে।'

'গোটা ব্যাপারটা এখন তোমাকে সামলাতে হবে,' নেকটারের দিকে ফিরে বলল বারগাম। 'রেডিওতে নির্দেশ দিচ্ছি শেঙ্গিকে, তার দু'জন লোক ঘাঞ্জিতে দেখা করবে তোমার সঙ্গে। রাস্তা থেকে একটা ট্রাক যোগাড় করে নিয়ো···ট্রাক না পাও তো অন্য কিছু। তারা তোমাকে শেঙ্গির কাছে নিয়ে যাবে। তাকে নির্দেশ দিচ্ছি, সে ওই মহিলার পিছনে থাকবে। ওরা আস্তে-ধীরে এগোচ্ছে, চাকার দাগ থাকায় পিছু নিতে অসুবিধে হবে না। শোনো···।'

কিভাবে কি করতে হবে সব বুঝিয়ে দিল বারগাম, বিশদভাবে। ব্যাখ্যা শেষ করার পর কর্কশ গলায় বলল, 'ওই মহিলাকে আমার চাই, বুঝতে পারছ? শেঙ্গির কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তাঁকে তুমি যেভাবে পার আটক করবে। তাঁর সঙ্গে একজন বিদেশী আর একজন কালো আফ্রিকান আছে শুধু, তোমার জন্যে কোন সমস্যাই নয়। মহিলাকে পাবার পর ওদেরকে তুমি কচু-কাটা করবে···।'

থামল বারগাম। রাগে ও ঘৃণায় কাঁপছে সে। পরিস্থিতিটা হঠাৎ করে বদলে গেছে। কালাহারিকে এখন তার একটা রণক্ষেত্র বলে মনে হচ্ছে। যে মহিলার প্রতি তার শ্রদ্ধা ও মোহ ছিল, তিনি এখন ওর বিরুদ্ধে চলে গেছেন, চ্যালেঞ্জ করছেন ওকে। মহিলার কাছে একটা অস্ত্র আছে, সেটা তিনি ব্যবহার করছেন। এই অস্ত্রটা দিয়েই তিনি ওকে বোকা বানিয়েছেন, ঠকিয়েছেন, ব্ল্যাকমেইল করেছেন। অস্ত্রটা হলো তাঁর চিতাবাঘ।

মুঠো দুটো শক্ত হয়ে উঠল বারগামের, মাংসের ভেতর ডেবে গেল

নখ। ধীরে ধীরে নিজেকে সামলে নিল সে। তারপর শান্ত সুরে নির্দেশ দিল, 'ওটাকেও তুমি মেরে ফেলবে···চিতাবাঘটাকে।'

মোটা ঘাড় ও চওড়া কাঁধের ওপর ছোট্ট মাথাটা দোলাল নেকটার। অলসভঙ্গিতে চোখের পাতা ফেলল, তারপর আরেকবার মাথা ঝাঁকাল।

চার

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে হন হন করে আস্তাবলের দিকে এগোল ইভা পুনম। খবর যে খুব খারাপ, বুঝতে পেরেছে সে। বুড়ি চাকরানী মানজুয়েলা তেমন কিছুই তাকে বলেনি, শুধু বলেছে ঘাঞ্জির কাছাকাছি তাদের একটা র‍্যাঞ্চ থেকে এক লোক তার জন্যে জরুরী একটা খবর নিয়ে এসেছে। মানজুয়েলা হয়তো জানেই না খবরটা কি, কিন্তু পুনমের মত সে-ও বুঝে নিয়েছে খুব খারাপ কোন খবরই হবে। কিছু বলার দরকার পড়ে না, কালো লোকগুলোর হাবভাব লক্ষ করলেই সব বোঝা যায়।

আস্তাবলের সামনের উঠানে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা। তাকে দেখে আরও নিশ্চিত হলো পুনম। খারাপ খবর না হলে এরকম মাথা নিচু করে থাকত না। 'কি নাম তোমার?' শান্ত গলায় জানতে চাইল সে, অভয় দেয়ার সুরে।

তাদের ফার্মে কয়েক শো লোক কাজ করে, তাদের প্রায় সবাইকেই চেনে পুনম, কারণ বেতন দেয়া থেকে শুরু করে তাদের ভাল-মন্দ সবই দেখতে হয় ওকে। তবে কিছু লোক আছে চুক্তিতে কাজ করে, আজ আছে কাল নেই, তাদের অনেককে পুনম চেনে না। ওর মনে হলো, এই

লোকটাকে আগে কখনও দেখেনি সে।

'বাউলুসি, ম্যাডাম।'

লোকটার দিকে ভাল করে তাকাল পুনম। পরনে শুধু একটা হাফ-প্যান্ট, খালি পা। মুখটা চওড়া, কপাল থেকে ঘাম গড়াচ্ছে। কান দুটো ছোট আর চ্যাপ্টা। চেহারাই বলে দেয়, সোয়ানা গোত্রের লোক। 'তুমি আমাকে কিছু বলতে চাও?'

'জ্বী, ম্যাডাম।'

'কি?'

মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল বাউলুসি।

'বলো!' তাগাদা দিল পুনম, আশ্বাস দেয়ার সুরে।

'ঘাঞ্জির ওদিকে লোকজন অনেক খারাপ কথা বলছে।'

'তুমি ঘাঞ্জি থেকে এসেছ?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম।'

'তারমানে উত্তরে কাজ করো তুমি, আমাদের র‍্যাঞ্চে?'

'জ্বী, ম্যাডাম।'

'কি খারাপ কথা বলছে তারা?'

'আমার জানা নেই, ম্যাডাম। কারণ সে-সব কথায় আমার কোন কাজ নেই। আমি শুনি আর ভুলে যাই। কিন্তু তারপর এক ছোকরা এসে জিনিসটা দিয়ে গেল আমাকে। ভাবলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনার কাছে এটা পৌঁছে দেয়া দরকার।' বেল্টে আটকানো লেদার পাউচে হাত ভরল সে, কি যেন একটা বের করে বাড়িয়ে ধরল পুনমের দিকে।

জিনিসটা নিল পুনম, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারল। চকচকে তামার একটা চেইন, কব্জিতে পরার জন্যে। বাউলুসির কব্জিতেও একটা রয়েছে, হুবহু একই রকম দেখতে। ওর বাবা কৃষ্ণ আদভানি নন, পুনমই তার কাজের লোকদের সবাইকে একটা করে দিয়েছিল এই চেইন। দিতে হয়েছিল প্রয়োজনে। গোটা এলাকায় গরু চোর গিজগিজ করছে, নিজেদেরকে শ্রমিক বলে পরিচয় দিয়ে ফার্ম ও র‍্যাঞ্চে ঢুকে পড়ে তারা।

এটা বন্ধ করার জন্যেই নিজের লোকদের সনাক্ত করার এই পদ্ধতিটা গ্রহণ করে পুনম। পরে অবশ্য কাজের লোকদের মধ্যে চেইনটা মান-মর্যাদার প্রতীক হয়ে ওঠে।

চেইনের গায়ে খোদাই করা নামটা দেখে পুনমের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। চেইনটা নিকেলের! 'এক ছোকরা দিয়েছে তোমাকে? কোথায় পেল সে?'

'বলল, আরেক ছোকরার কাছে, ম্যাডাম। তাকে জিজ্ঞেস করলে বলবে, সে অন্য একজনের কাছ থেকে পেয়েছে।' আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল বাউলুসি। তার চেহারা বিকৃত হয়ে আছে।

কারণটা বুঝতে পারল পুনম। বাউলুসিও চেইনের নামটা দেখেছে। তার মত সে-ও জানে, নিকেল বা অন্যেরা কোন অবস্থাতেই কব্জি থেকে চেইন খুলবে না। আর না খুললে হারাবার প্রশ্ন ওঠে না। তারমানে চেইনটা নিকেল হারিয়ে ফেলেনি, তার আর চেইনের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে অন্য কোন কারণে। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য একটা কারণই আছে। 'কি ঘটেছে আমাকে বলো,' তীক্ষ্ণ হলো পুনমের কণ্ঠস্বর। একটা হাত বাড়িয়ে বাউলুসির কাঁধ ধরে ঝাঁকাল। 'সব কথা বলো আমাকে! আমি সবটুকু শুনতে চাই।'

'ম্যাডাম, আমি জানি না। লোকজন বলাবলি করছিল, র‍্যাঞ্চের পুবদিকে মরুভূমিতে নাকি বিরাট বন্দুকযুদ্ধ হয়েছে। সাদা মানুষ, কালো মানুষ, দু'দলে। এর মধ্যে নিকেল ছিল কিনা আমি বলতে পারব না। তারপর ছোকরাটা এল। আমি ভাবলাম, নিকেল নিশ্চয়ই মারা গেছে। তাই আপনাকে খবর দিতে ছুটে এসেছি···।'

'আর কি জান তুমি?' চিৎকার করছে পুনম। 'আর কেউ মারা গেছে?'

'আমি জানি না, ম্যাডাম।' চোখ তুলে তাকাল বাউলুসি, পানিতে ভরে গেছে; মুখের পেশী কাঁপছে। 'যা জানি সব আপনাকে বলেছি।'

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল পুনম, তারপর বাউলুসির কাঁধ ছেড়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। এবার বলো, এখানে এলে কিভাবে?'

'ছোকরা কাল দুপুরে এসেছিল, ম্যাডাম। আমাদের একটা ট্রাকে চড়ে সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে যাই আমি, সারারাত ট্রাক চালিয়ে এখানে পৌঁচেছি।'

'তুমি জানো আমাদের স মিল কোথায়?'

'জানি, ম্যাডাম।'

'ওখানে গিয়ে জেমস-এর সঙ্গে দেখা করো, তাকে বলবে আমি তোমাকে দু'হপ্তার বেতন বেশি দিতে বলেছি। ওখানেই অপেক্ষা করবে, তোমাকে পরে আমার দরকার হতে পারে।'

মাথা কাত করে চলে গেল বাউলুসি।

দুপুরের কড়া রোদ গা পুড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু খেয়াল করল না পুনম। তার ঠাণ্ডা আর অসুস্থ লাগছে। নিকেল আর ডেকান, ছোটবেলায় ওদের দু'জনের কোলে-পিঠে চড়ে মানুষ হয়েছে সে। নিকেলদের কুঁড়েঘরে বসে কতবার খাওয়াদাওয়া করেছে। আঠারো বছর বয়েসে ফার্ম আর র‍্যাঞ্চের দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে, নিকেল আর ডেকান সাহায্য করতে রাজি না হলে এই দায়িত্ব নিতই না সে। ওদের দু'জনের মত বিশ্বস্ত লোক তাদের ফার্মে আর আছে কিনা সন্দেহ। আস্তাবলের সামনে থেকে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল সে। ডেকান! মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে ডেকানকেও তো পাঠিয়েছিল! সে কেমন আছে? আর মাসুদ ভাই?

বাড়ির ভেতর ঢুকে ড্রইংরুমে বসল পুনম। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করল। কি বলেছিলেন মাসুদ ভাই? কেউ একজন তাকে লাইসেন্স ফিরে পাবার সুযোগ দিয়েছে। ব্যস, এইটুকু, সব কথা খুলে বলেননি। তবে অনুরোধ করেছিলেন, কেউ যেন কথাটা জানতে না পারে। ব্যাপারটা যদি অফিশিয়াল কিছু হয়ে থাকে, গোপনীয়তার দরকার হবে কেন?

বন্দুকযুদ্ধ? মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে? মাসুদ ভাইয়ের সঙ্গে কার? শ্বেতাঙ্গদের? কি নিয়ে যুদ্ধ? মাসুদ ভাই কালাহারিতে কি করছেন?

অসংখ্য প্রশ্ন, এর যেন কোন শেষ নেই। অসহায় বোধ করছে পুনম। একটা ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, মাসুদ ভাই সাংঘাতিক কোন বিপদে পড়েছেন, তাঁর সঙ্গে ডেকানও। ওঁদের হয়তো সাহায্য দরকার।

বেল বাজিয়ে মানজুয়েলাকে ডাকল পুনম। 'দেখে এসো তো বাবা কি করছে। লোকজন না থাকলে বলবে আমি আসছি।'

দশ মিনিট পর, বাবার অফিসে বসে আছে পুনম। চেইনটা নেড়েচেড়ে দেখলেন কৃষ্ণ আদভানি, কোন কথা না বলে মেয়ের সব কথা শুনলেন, তারপর মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলেন চুপচাপ।

বাবার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে বিচলিত বোধ করল পুনম। তার মনে হলো, বাবা যা জানেন সে তা জানে না।

'ছেলেটাকে সাহায্য করতে চেয়ে আমি বোধহয় তার ক্ষতিই করে ফেলেছি রে, মা!'

বাবার কথায় সংবিৎ ফিরল পুনমের। 'কেন, বাবা? এ-কথা কেন বলছ?'

'রানা আমাকে বলল, তার এক বন্ধুর জন্যে কিছু অস্ত্র দরকার—দুটো স্মাইজার আর একটা অটোমেটিক রাইফেল। খুবই বিপজ্জনক অস্ত্র, পুনম। রানাকে আমি চিনি, ভেবেছিলাম ওগুলোর অপব্যবহার হবে না। কিন্তু একবারও ভেবে দেখিনি যে ওগুলো ওর জন্যে বিপদ ডেকে আনতে পারে···।'

শক্ত হয়ে উঠল পুনমের শরীর। বন্ধু মানে রানা নিজে, কোন সন্দেহ নেই। পুনমের চাচাতো ভাই খুন হবার পর এ-বাড়িতে প্রচুর অস্ত্র আনা হয়, সেই থেকে সে-সব ব্যবহার করতেও শিখেছে সে। মাসুদ ভাই যেদিন ওর কাছ থেকে একটা ট্রাক ও নিকেল আর ডেকানকে ধার হিসেবে চাইলেন, সেদিন কথাচ্ছলে এ-কথাও বলেছিলেন যে বাবার কাছ থেকে কিছু অস্ত্রও তিনি চেয়েছেন। পুনম তখন ব্যাপারটাকে গুরুত্ব

দেয়নি, ভেবেছিল হান্টিং রাইফেল আর শটগানই দরকার তাঁর। কিন্তু স্মাইজার আর অটোমেটিক রাইফেল স্পোর্টিং গান নয়, ওগুলো সামরিক অস্ত্র, অথচ কালাহারিতে কোন যুদ্ধ হচ্ছে না।

চেয়ার ছেড়ে অফিস কামরায় পায়চারি শুরু করেছেন কৃষ্ণ আদভানি। পুনম জানতে চাইল, 'তুমি তাঁকে জিজ্ঞেস করোনি, অস্ত্রগুলো কেন দরকার?'

'না, ওখানেই তো ভুল হয়েছে আমার। চিন্তাটা আমার মাথায় আসে, তবে অনেক পরে।' পায়চারি থামিয়ে আবার চেয়ারে বসলেন কৃষ্ণ আদভানি। 'খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে রানার বন্ধুর পরিচয় জানতে পারি, সেই সঙ্গে বুঝতে পারি রানাকে আমি সাংঘাতিক বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি। অস্ত্র দেয়ার কথা কাউকে আমি জানাইনি, বিভিন্ন লোকজনকে প্রশ্ন করি বতসোয়ানায় কোথায় বা কেন এ-ধরনের অস্ত্র দরকার হতে পারে।' মুখ তুলে মেয়ের দিকে তাকালেন তিনি। 'তুই কি ডেকা বারগামের নাম শুনেছিস?'

মাথা ঝাঁকাল পুনম।

'ভয়ংকর এক লোক।' কৃষ্ণ আদভানি শিউরে উঠলেন। 'দক্ষিণে গুজব শোনা গেছে, এদিকে একটা হামলা চালিয়েছে সে। হামলা চালিয়ে এক ভদ্রমহিলাকে জিম্মি করেছে, আটকে রেখেছে জঙ্গলে।'

'ভদ্রমহিলাকে?'

'হ্যাঁ। মরুভূমিতে বুনো প্রাণীর ওপর গবেষণা করছিলেন তিনি। এ-কথা শুনে ভাবলাম রানার এই বন্ধু তাহলে বাস্তব সত্য, তাঁর বিপদে পড়াটাও মিথ্যে নয়। এবং হয়তো কেউ তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করার প্রস্তাব দিয়েছে। রানা হয়তো জিম্মি ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করে দিতে রাজি হয়েছে, আর সেজন্যেই তার অস্ত্রগুলো দরকার। নিরেট কোন তথ্য নয়, এ-সবই আমার অনুমান···।'

এরকম আরও অনেক ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে, তবে পুনমের মনে হলো বাবার ব্যাখ্যা সব দিক থেকে ঠিক ঠিক মিলে যাচ্ছে। কর্তৃপক্ষের

কেউ মাসুদ ভাইকে প্রস্তাব দিয়েছেন কনসেশন লাইসেন্স ফিরিয়ে দেয়ার। বিনিময়ে মাসুদ ভাইকে একটা কাজ করে দিতে হবে। কাজটা হলো, এই ভদ্রমহিলাকে ডেকা বারগামের হাত থেকে উদ্ধার করা। বেপরোয়া প্রকৃতির মানুষ,- মাসুদ ভাই প্রস্তাবটা গ্রহণ করেছেন। সেজন্যেই ওর কাছ থেকে নিকেল আর ডেকানকে চান তিনি, বাবার কাছ থেকে চান অস্ত্র।

'কিন্তু তুমি আরও খোঁজ-খবর করোনি কেন?' জানতে চাইল পুনম। 'মাসুদ ভাই বা তাঁর বন্ধু, যিনিই জিম্মিকে উদ্ধার করতে যান, তাঁর তো জানতে হবে কোথায় তাকে আটকে রাখা হয়েছে, তাই না? মাসুদ ভাই বা তাঁর বন্ধুকে যিনিই প্রস্তাবটা দিয়ে থাকুন, তিনি তো তথ্যটা অবশ্যই জানেন। জানার জন্যে তুমি তাঁর কাছে লোক পাঠাওনি কেন?'

'তিনি আমাকে বলবেন কেন? গোটা ব্যাপারটা অস্বীকার করবেন তিনি। আরও খোঁজ-খবর নেইনি, কথাটা ঠিক নয়, পুনম।'

'কি জেনেছ বলো আমাকে।'

'কেন?' ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন কৃষ্ণ আদভানি। 'এ-সব কথা জেনে তুই কি করবি?'

'এটা তোমার কি রকম প্রশ্ন হলো?' পুনমের গলায় মৃদু তিরস্কার। 'এ-কথা নিশ্চয়ই তোমাকে মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই যে আমরা সবাই, আমাদের গোটা পরিবার তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ?'

'না-না, ছি ছি! কি বলছিস! ওর ঋণ আমরা কোনদিন শোধ করতে পারব না। আমি শুধু জানতে চাইছি, তুই কি করবি বলে ভাবছিস।'

'আমি একটা মেয়ে, কিই-বা করতে পারি,' ম্লান গলায় বলল পুনম, নিজেকে সাবধান করে দিল: তোর অভিনয়ে ত্রুটি থাকলে সব ভণ্ডুল হয়ে যাবে, বাবা তোকে বন্দী করে রাখবে বাড়ির ভেতর। 'কি করা উচিত বোঝার জন্যে এ-সব জানতে চাইছি আমি। যদি কিছু করার সিদ্ধান্ত হয়, আমাদের তো লোকজনের অভাব নেই, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন কৃষ্ণ আদভানি। 'ঠিক এভাবে আমি চিন্তা করিনি।

তুই ঠিকই বলেছিস। সত্যিই তো, রানার বিপদে আমাদের চুপ করে বসে থাকা চলে না। শোন, আরও কি জেনেছি বলি তোকে।'

শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল পুনম।

'জিম্মি হবার আগে ভদ্রমহিলার একটা ক্যাম্প ছিল জঙ্গলে। প্রতি মাসে একজন পাইলট তাঁর জন্যে সাপ্লাই নিয়ে যেত। পাইলটকে তুই চিনিস—মি. চার্লি। আমি জানি, কারণ আমাদের কোম্পানীর তিনি একজন নিয়মিত খদ্দের। তিনি অন্তত জানেন ক্যাম্পটা কোথায় ছিল। কে জানে, হয়তো আরও অনেক কিছু জানেন। তুই বরং এক কাজ কর, কাউকে কিছু না বলে মি. চার্লির সঙ্গে দেখা কর। দেখ তিনি কি বলেন। তারপর ভেবে-চিন্তে আমরা দেখব কি করা যায়।'

'ঠিক আছে,' বলে চেয়ার ছাড়ল পুনম। তার মনে হলো, সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না, এখুনি পাইলটের সঙ্গে দেখা করা দরকার। এই সময় কোথায় তাকে পাওয়া যাবে আন্দাজ করতে পারল ও। ক্যাপিটাল ইন-এ সব পাইলটই এ-সময়টায় মদ খেতে আসে।

পাঁচ

আকাশের গায়ে কালো একটা রডের মত দেখাচ্ছে ছড়িটাকে। ট্রাকের কেবিনে বসে আছে রানা আর ডারবি, উইণ্ডস্ক্রীন দিয়ে তাকিয়ে আছে ওটার দিকে। বাঁ দিকে ঘুরে গেল ছড়ি, তারপর আবার মাঝখানে ফিরে এল, হুড থেকে সরাসরি সামনের দিকে তাক করা।

'সোজা চালাও এবার,' বলল রানা।

হুইল ঘোরাল ডারবি. ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল ওরা।

একটা পাথরে লেগে ঝাঁকি খেলো ট্রাক, কাঁধে ব্যথা অনুভব করল রানা, দু'সেকেণ্ড পর আবার সিধে হয়ে বসল। ঘন কাঁটা-ঝোপ আর নল-খাগড়ার ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ওরা। বিশেষ করে নল-খাগড়াগুলো এত লম্বা যে ট্রাকের ছাদ থেকে ছড়িটার সাহায্যে ডেকান পথ-নির্দেশ না দিলে বোঝার কোন উপায় থাকত না কোন্‌দিকে ওরা যাচ্ছে। সামনে কোথাও খুদে বুশম্যান দু'জন আছে বটে, তবে তাদেরকে শুধু ডেকান দেখতে পাচ্ছে। ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটছে তারা।

লাইমস্টোন ছেড়ে চিতাবাঘ বালির রাজ্যে ঠিক কোনখানে বেরিয়েছে, আবিষ্কার করতে দু'ঘণ্টা সময় নেয় বুশম্যানরা। তারপর বেশ কয়েক মাইল দ্রুত এগিয়েছে তারা। পরে আবার পাথর দেখতে পায় সামনে, পায়ের ছাপ খুঁজে পেতে সময় লাগে, ফলে মন্থর হয়ে ওঠে এগোবার গতি। মাইলোমিটারের দিকে তাকায়নি রানা, তবে শেষ বিকেলের দিকে এসে আন্দাজ করতে পারছে সেই সকাল থেকে মাত্র বারো মাইলের মত এগিয়েছে।

হঠাৎ করে নল-খাগড়া ফাঁক হয়ে গেল, ফাঁকা একটা জায়গায় বেরিয়ে এল ট্রাক, ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়ল ডারবি। কয়েক গজ সামনে কিসের ওপর যেন ঝুঁকে রয়েছে বুশম্যানরা। ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল ডেকান, ওরা দু'জনও কেবিন থেকে নেমে এগোল।

'বেবুন, স্যার,' ওদেরকে আসতে দেখে বলল ডেকান। 'ওরা বলছে, তিন রাত আগে মারা হয়েছে এটাকে। ঠিক এখানেই ছিল চিতাবাঘ, তারপর সোজা চলে গেছে।'

বালির ওপর হাড়গুলোর দিকে তাকাল রানা, এরই মধ্যে শুকিয়ে সাদা হয়ে গেছে। এই সময় তীক্ষ্ণ একটা শব্দ করল বুশম্যানদের একজন, তার লম্বা করা হাত অনুসরণ করে বাঁ দিকে তাকাল ও। ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় একটা জঙ্গল দেখা যাচ্ছে, উঁচু শাখায় বসে রয়েছে অনেকগুলো বেবুন, পনেরোটার কম হবে না। ওরা তাকাতেই একযোগে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল।

'তোমার চিতা খুব ব্যস্ততার মধ্যে আছে,' ডারবিকে বলল রানা। 'বেবুন'তার অত্যন্ত প্রিয় ডিনার, অথচ অবশিষ্ট যে-টুকু মাংস ছিল তা লুকিয়ে রাখার গরজ অনুভব করেনি।'

সায় দিয়ে ডারবি বলল, 'তারমানে এখন আর কোথাও থামছে না।'

বালির ওপর দিয়ে সোজা চলে গেছে ছাপগুলো, ভাল করে পরীক্ষা করল রানা। অন্যান্য আরও অনেক ছাপ পড়েছে ওগুলোর ওপর, তারপরও পরিষ্কার চেনা যাচ্ছে। মুখ তুলল ও, আলো নরম হতে শুরু করলেও দিগন্ত থেকে এখনও অনেকটা ওপরে রয়েছে সূর্য। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'হাতে এখনও ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে। চলো, এগোনো যাক।'

রানা আর ডারবি উঠে পড়ল ট্রাকে, ছাদে উঠল ডেকান, বুশম্যানরা আগের মত ছুটতে শুরু করল ঝোপের ভেতর দিয়ে।

সন্ধ্যায় ক্যাম্প ফেলল ওরা। আগুন জ্বেলে রাতের খাবার তৈরি করল ডেকান। সবাই এক সঙ্গেই খেতে বসল, তবে নিজেদের খাবার নিয়ে ট্রাকের পাশে চলে গেল বুশম্যানরা।

'কি ব্যাপার বলো তো, রানা?'

মুখ তুলে তাকাল রানা। আগুনের ওদিক থেকে ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডারবি। ইতিমধ্যে খাওয়া শেষ হয়েছে ওদের, আগুনের আভার ঠিক বাইরে বসে সিগারেট ধরিয়েছে বুশম্যানরা, ক্যাম্পের চারদিকে ছেঁড়া ও বাতিল কাপড়চোপড় ফেলে রাখছে ডেকান। মানুষের গন্ধ পেলে সিংহ নাকি ধারেকাছে আসে না। কথাটা সত্যি কিনা জানা নেই রানার, তবে আজ পর্যন্ত যে-ক'জন ট্র্যাকারের সঙ্গে কাজ করেছে সবাইকে এই কাণ্ড করতে দেখেছে ও।

'ব্যাপার কিছু না,' শ্রাগ করে বলল ও। 'ভাবছি তোমার বন্ধুরা খুব বেশি পিছনে নেই।' বারগামের কথা ভাবছিল ও, সম্ভবত ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছিল।

'মানে?'

'দিনে আমরা দশ কি পনেরো মাইল এগোচ্ছি। পিছনে এমন দাগ রেখে আসছি, একজন অন্ধও দেখতে পাবে। ওরা পিছু নিয়ে আসছে না, এ-কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বোলো না। যদি হামলা করে···।'

'সে রকম কিছু যদি ঘটে, তোমার আর ডেকানের দায়িত্ব আমি নেব। তবে সেরকম কিছু ঘটবে বলে আমি মনে করি না।'

হেসে উঠল রানা। 'ওদের কয়েকজন লোককে মেরে ফেলেছি আমরা, ডারবি। প্রতিশোধ সে অবশ্যই নিতে চাইবে, তোমার সঙ্গে তার সম্পর্ক যা-ই হোক না কেন।'

'তুমি যা-ই ভেবে থাকো না কেন, সে-অর্থে তার সঙ্গে আমার কোনই সম্পর্ক নেই।' আগুনে একটা শুকনো ডাল গুঁজে দিল ডারবি, ওপর দিকে লাফ দিয়ে উঠল শিখাগুলো। 'এক সময় আমার ক্যাম্পে দু'হপ্তা ছিল বারগাম, তাঞ্জানিয়ায়—ব্যস। আমার ধারণা, তাকে আমি বুঝি। আমার যদি ভুল হয়, পরিণতি মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। সেটা তোমাকেও মেনে নিতে হবে, রানা।'

'দুঃখিত,' বলল রানা। 'ডেকানের দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে না, কারণ তার দায়িত্ব আমার। আর পরিণতির কথা যেটা বলছ—তোমার ভুলের খেসারত আমি কেন দেব? সরি, নিজেকে কিভাবে রক্ষা করতে হয় আমার জানা আছে।'

রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল ডারবি। তারপর নিচু গলায় জানতে চাইল, 'তুমি আসলে কে বলো তো?'

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করল রানা, 'কে মানে? আমি একজন শিকারী!'

কথা বলল না, নীরবে শুধু মাথা নাড়ল ডারবি, এখনও রানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

'শুধু বতসোয়ানায় নয়, জিম্বাবুয়েতেও আমার কনসেশন আছে,' ব্যাখ্যা দেয়ার সুরে বলল রানা। 'বলতে পারো, এটাই আমার পেশা।'

'শিকারী বা কনসেশনের মালিক, এমন অনেক লোককে আমি

দেখেছি,' ধীরে ধীরে বলল ডারবি। 'তুমি তাদের কারও মত নও কেন তাহলে? ওরা তো বেশিরভাগই কসাই হয়, সারাদিন মদ খায় আর অবৈধ উপায়ে টাকা রোজগারের ধান্ধায় থাকে। লাইসেন্স হারাবার মত বিপদে যাতে পড়তে না হয় সেজন্যে নানা ঘাটে নিয়মিত ঘুষ দেয় তারা। একটা কনসেশন মালিকের দাপট আর বোলচালই আলাদা, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে সে তো অচেনা একটা মেয়েকে কালাহারিতে উদ্ধার করতে আসবে না। তাহলে?'

কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না রানা, অগত্যা চুপ করে থাকতে হলো।

'তোমার অন্য কিছু পরিচয় আছে, রানা,' ফিসফিস করছে ডারবি। 'যে কোন কারণেই হোক, আমার কাছে গোপন করে গেছ। পরিচয়টা যদি বলতে না চাও না-ই বললে, কিন্তু আমার ধারণা যে মিথ্যে নয় সেটা অন্তত স্বীকার করো।'

আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, মুখ তুলল না।

'জ্বরে যখন প্রলাপ বকছিলে, নিকেলের জন্যে হাউমাউ করে কেঁদেছ তুমি,' বলে যাচ্ছে ডারবি। 'আমি যেতে চাইনি, তবু জোর করে নিয়ে যেতে চেয়েছ রাজধানীতে—শুধুই চুক্তির শর্ত পূরণ করার জন্যে?' মাথা নাড়ল সে। 'তারপর, আমি যখন তোমাকে চিতাবাঘের গল্পটা শোনালাম, ব্যাকুল আগ্রহ ফুটে উঠেছিল তোমার চেহারায়—স্বার্থপর একজন শিকারীর জন্যে যা একেবারেই বেমানান। আরও আছে। আমার তরফ থেকে কোন প্রস্তাব ছিল না, তুমি নিজেই আমার সঙ্গে চিতাবাঘের পিছু নিতে চেয়েছ। এ-সব দেখে আমার ধারণা হয়েছে, তুমি সাধারণ কোন মানুষ নও, রানা। তুমি ওদের কারও মত নও—ওদের শব্দটা আমি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি। তাহলে তুমি কে?' তারপরও রানা কথা বলছে না দেখে উঠে দাঁড়াল সে, আগুনের ধারে পায়চারি শুরু করল।

কিছুক্ষণ এভাবে কাটল, আবার কিছু বলার জন্যে পায়চারি থামিয়ে রানার দিকে তাকাল ডারবি। দেখল, ভুরু কুঁচকে কি যেন চিন্তা করছে

রানা।

উঠে দাঁড়াল রানা, একটা কথা মনে পড়ে গেছে। ট্রাকের কেবিনে উঠল, ড্যাশবোর্ডের শেলফটা বাঁ হাতে হাতড়াচ্ছে। ম্যাপটা খুঁজে পেল, আগুনের ধারে ফিরে এসে হাঁটুর ওপর রেখে ভাঁজ খুলল সেটার।

'কি ব্যাপার, রানা?' জিজ্ঞেস করল ডারবি।

'বিপদ,' বলল রানা। 'মানে বিপদ হবে, এভাবে আমরা যদি উত্তর দিকে যেতে থাকি। তুমি জানো, ডারবি, কনসেশন এরিয়া বলতে কি বোঝায়?'

মাথা নাড়ল ডারবি।

'এদিকে এসো, তোমাকে দেখাই···।'

আগুনের এদিকে এসে বসল ডারবি, রানা ব্যাখ্যা করল।

ক্যাটল র‍্যাঞ্চ, গেম রিজার্ভ আর ছড়ানো ছিটানো মাইনিং সাইট ছাড়া বাকি দেশটা বিরাট সব হান্টিং এরিয়া হিসেবে ভাগ করা আছে, প্রতিটির বিস্তৃতি হাজার হাজার বর্গ মাইল। বেশিরভাগ হান্টিং এরিয়ায় লাইসেন্স থাকলেই শিকার করা যায়, অবশ্য শিকারীর সঙ্গে গেম ডিপার্টমেন্টের একজন রেঞ্জার থাকতে হবে। ছোট আকারের কয়েকটা কনসেশন আছে, সেগুলোর কথা বাদ। তবে দশটা বিশাল কনসেশন, যেখানে সবচেয়ে ভাল শিকার পাওয়া যায়, পাঁচটা সাফারি কোম্পানীকে লীজ দেয়া হয়েছে।

'ছোট কনসেশনগুলোর আয় খুব ভাল নয়, মালিকরা যদি না ঠকায় তাহলে খুব বেশি হলে বিশ-পঁচিশটা পরিবার খেয়েপরে বেঁচে থাকতে পারে। এরকম একটা কনসেশনই ছিল আমার। বড় কনসেশনগুলো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার···।'

'কোন অর্থে?'

'পাঁচটা কোম্পানীর সবগুলোরই মালিক শ্বেতাঙ্গরা—ইউরোপিয়ান, আমেরিকান, জার্মান। ওদের আয়োজন যেমন বিশাল, তেমনি আয়ও করে লাখ লাখ ডলার। ওদের স্থায়ী হান্টিং ক্যাম্প আছে, মক্কেল হিসেবে

পায় ধনকুবেরদের, প্রতিটি মক্কেলের সঙ্গে কয়েকজন করে শিকারী, রেডিও, প্লেন ইত্যাদি থাকে। এদিকে দেখো…,' বলে ম্যাপটা ঘুরিয়ে মাউনের দক্ষিণ দিকে আঙুল রাখল রানা।

'কি ওখানে?'

'এখানে বা এর কাছাকাছি কোথাও রয়েছি আমরা, মাউন থেকে একশো মাইল দূরে। ওখান থেকে আমরা ফুয়েল নেব, রসদ নেব, যেমন প্ল্যান করা হয়েছে। কিন্তু তোমার চিতা যে পথ ধরে যাচ্ছে, তাকিয়ে দেখো ঠিক কোথায় সে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের।'

রানার সচল আঙুলটাকে চোখ দিয়ে অনুসরণ করল ডারবি। মাউনকে ছাড়িয়ে গেল আঙুলটা, নীল রঙ দিয়ে আলাদা করা একটা অংশে থামল।

'ওটা কি একটা কনসেশন এরিয়া?' জিজ্ঞেস করল ডারবি। মাথা ঝাঁকিয়ে রানা বলল, 'মাত্সেবি। ডেল্টার ঠিক মাঝখানে, নগামিল্যাণ্ডে। এটা ইস্ট আফ্রিকার একদল শ্বেতাঙ্গ লীজ নিয়েছে। শিকার করার এটাই মরশুম, পুরোপুরি বুক হয়ে আছে তারা। অতিরিক্ত শিকারী পাবার জন্যে দু'মাস আগে থেকে চেষ্টা করছিল বলে জানি আমি…।' হাঁটুর ওপর থেকে ম্যাপটাকে পড়ে যেতে দিল ও।

'এর তাৎপর্য, রানা?'

'এলাকাটা বিশাল, কাজেই হয়তো ভাবতে পারো আমরা ওদের চোখে ধরা পড়ব না। কিন্তু তোমার চিতা দ্রুত, সোজা একটা খোলা পথ ধরে যাচ্ছে। স্বাভাবিক আচরণ করছে না ওটা। কনসেশনের কেউ ওটার ছাপ একবার শুধু দেখলে হয়, সব কিছু ফেলে ধাওয়া করবে। এলাকায় যে ক'টা বন্দুক আছে, সব ওটার দিকে ঘুরে যাবে। কালো একটা চিতাবাঘ, ডারবি। যে-ই ওটাকে মারবে, শিকার সংক্রান্ত যত রেকর্ড বুক আছে সব ক'টাতে তার নাম উঠে যাবে।'

'কিন্তু কেউ যদি ওটাকে শিকার করতে চেষ্টা করে, আমরা জানতে পারব। ওটা আসলে কি জানার পর কেউ আর মারতে চেষ্টা করবে

না।'

'ডারবি,' মাথা নাড়ল রানা, 'ওদের কনসেশনে তোমার এমন কি ঢোকার অনুমতিও নেই। তাছাড়া, একজন শিকারী আর তার ট্রফির মাঝখানে কখনও দাঁড়াতে চেষ্টা করেছ তুমি?'

'চিতা আর আমার মাঝখানে তুমি একবার দাঁড়াবার চেষ্টা করেছ, রানা।' মুচকি হাসল ডারবি।

'অবশ্যই,' বলে হেসে উঠল রানাও। 'এবং দেখো, কিসের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি আমি। না, ব্যাপারটা অন্য রকম ছিল। পরের বার অন্য লোকের সঙ্গে তুমি জিততে পারবে না।'

'সঙ্গে তুমি থাকলেও জিততে পারব না?'

জবাবে হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে শ্রাগ করল রানা, কথা বলল না।

আবার উঠে দাঁড়াল ডারবি, তাকিয়ে আছে অন্ধকারে, এখন আর হাসছে না। ডেকান আর বুশম্যান দু'জন কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে পড়েছে। রাতের ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করেছে। আকাশে জ্বলজ্বল করছে তারাগুলো। ওদের চারদিকে ঝোপ-জঙ্গলের বিচিত্র সব শব্দ—শিয়াল আর হায়েনা ডাকছে দূরে, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে পেঁচা, ঝোপের ভেতর থেকে কোমল খসখস শব্দ ভেসে আসছে।

মেয়েটার ঠাণ্ডা লাগছে না, জানে রানা, মরুভূমির কোন শব্দও শুনতে পাচ্ছে না, দেখতে পাচ্ছে না তারাগুলোকে—মাথার ওপর জ্বলজ্বল করছে কালপুরুষ। তার মন আবার সেই চিতাবাঘটাকে নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছে। ঘন কালো চকচকে ফার, হাঁটার তালে তাল মিলিয়ে অদ্ভুত এক ছন্দে ফুলে-ফেঁপে উঠছে কাঁধের পেশী, পা ফেলার ফলে বালিতে ওঠা মৃদু আলোড়ন। শুধু এ-সবই দেখতে আর অনুভব করতে পারছে ডারবি।

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, শিখাগুলোর আভায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ, চোয়াল দুটো শক্ত, চোখে গাম্ভীর্য, দৃষ্টি চলে গেছে বহু দূরে, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা ঋজু, বাতাস লেগে শরীরে সেঁটে আছে স্কার্ট আর

ব্লাউজ। তারপর অকস্মাৎ আশ্চর্য একটা অনুভূতি হলো রানার, এর আগে যা কখনও অনুভব করেনি—ডারবি যেন ওর কাছে গচ্ছিত রাখা একটা সম্পদ, তার পুরো দায়িত্ব কে যেন কখন ওর হাতে তুলে দিয়েছে। সেই সঙ্গে স্নেহের মত, প্রায় মমতা অনুভব করল। একটা স্বপ্নের পিছনে ছুটছে সে, চোখের পলক একবারও না ফেলে গোটা কালাহারি চষে ফেলতে চাইছে—প্যানে যুদ্ধ হবার পর একাই বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল। একা একটা মেয়ে কোন অস্ত্র বা পানি ছাড়াই নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিচ্ছিল শুধুমাত্র একটা প্রাণীর জন্যে।

গোটা ব্যাপারটাই পাগলামি, বোঝে রানা, কিন্তু তারপরও অস্বীকার করতে পারে না যে এর মধ্যে মহৎ একটা ব্যাপারও আছে। নিজেও এবার দাঁড়াল, ডারবির কাঁধে মৃদু টোকা দিয়ে নিঃশব্দে হাসল। 'চিন্তা কোরো না,' বলল ও। 'শিকারীদের সঙ্গে তোমার যদি ঠোকর লাগে, আমাকে তোমার পাশেই পাবে।'

চমকে মত উঠল ডারবি, ঘাড় ফেরাল, তারপর হাসল আবার। 'এটা কি একটা জুলজিক্যাল ব্রেক থ্রু? চিতাটা সত্যি তার রঙ বদলেছে?'

'জুলজির কিছুই আমি বুঝি না, ডারবি, কাজেই আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না,' বলল রানা। 'আমি শুধু জানি ওটা যেখানে যাবে তুমি সেখানে যাবে, আর তুমি যেখানে যাবে আমাকেও সেখানে যেতে হবে।'

'আর আমাকে জানতে হবে, তুমি কে।' মাথা সামান্য কাত করে এমন গভীর দৃষ্টিতে তাকাল ডারবি, রানাকে যেন সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে দেখছে সে। 'আচ্ছা, রানা, তুমি যেটাকে আমার চিতা বলছ, সেটা যদি তোমাকে দেখাতে পারি, তখন কি ঘটবে?'

'কি জানি। আমিও হয়তো ওটার প্রেমে পড়ে যাব।'

'তা তুমি পড়বে, আমি জানি। সে-কথা জানতে চাইছি না। এসো, আমাদের মধ্যে একটা চুক্তি হয়ে যাক। আমি যদি তোমাকে ওটা দেখাতে পারি, তুমি আমাকে নিজের পরিচয় দেবে। রাজি?'

এক সেকেণ্ড চুপ করে থাকার পর রানা জানতে চাইল, 'কেন, ডারবি, আমার পরিচয় জেনে কি লাভ তোমার?'

'মানুষ কি শুধু লাভের জন্যে পরিচয় জানতে চায়, রানা? কি লাভ চিতাটার পরিচয় জেনে, বলো?'

'লাভ আবিষ্কারের আনন্দ···।'

'বেশ, মানলাম।' রানার দিকে এক পা এগিয়ে এল ডারবি। 'তাহলে সেই আনন্দ থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত করতে চাইছ কেন?'

প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না রানা, হঠাৎ বুঝতে পেরেছে চিতার কথা নয়, ওর কথা বলছে ডারবি। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'বলব তোমাকে।' তারপর ঘুরে দাঁড়াল ও।

কাল রাতে, রানার জেদে, আবার সেই পুরানো নিয়মে শোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ডারবি শুচ্ছে তার তাঁবুতে, রানা স্লীপিং ব্যাগের ভেতর ট্রাকের পিছনে। আরও ক'টা দিন স্লিংটা ব্যবহার করতে হবে ওকে, যদিও ইনফেকশনের আর কোন চিহ্ন নেই, ক্ষতটা শুকিয়েও যাচ্ছে দ্রুত। 'ভোরে বিড়ালটার পিছু নিতে হলে এবার আমাদের শুয়ে পড়া উচিত। সাবধানে থেকো, ডারবি।'

'তুমিও।'

পিছন ফিরে তাকায়নি রানা, তবু ট্রাকের দিকে হেঁটে আসার সময় অনুভব করল এখনও ওর দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডারবি। ট্রাকের পিছনে উঠে স্লীপিং ব্যাগের ভেতর ঢুকল ও। চোখ বন্ধ করে ঘুমাবার চেষ্টা করছে। সাধারণত চেষ্টা করতে হয় না, ঘুম এসে ভারি করে তোলে চোখের পাতা। আজ রাতে যথেষ্ট ক্লান্ত ও, বুশম্যানদের পিছনে ছুটতে গিয়ে অনবরত ঝাঁকি খেয়েছে ট্রাক, অথচ ঘুম আসছে না। বার বার এদিক ওদিক কাত হলো, মনটাকে ঠিক স্থির রাখতে পারছে না।

এক সময় উঠে বসল রানা, ট্রাকের কিনারা থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল। আগুনের কাছ থেকে নড়েনি ডারবি। যেখানে রেখে এসেছে তাকে ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, টান টান দীর্ঘ মূর্তি, বুকের

ওপর হাত দুটো ভাঁজ করা, তাকিয়ে আছে অন্ধকারে, নৃত্যরত শিখাগুলোর আভা তার স্কার্টে নকশা তৈরি করছে।

কিছুক্ষণ ওদিকে তাকিয়ে থাকল রানা। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। দূর পশ্চিমে কোথাও একটা পুরুষ সিংহ গর্জন করছে, প্রতিটি বজ্রনির্ঘোষ, প্রতিটি প্রলম্বিত গর্জনের শেষ দিকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কয়েকটা আওয়াজ ছাড়ছে। ওই ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দের সংখ্যাই বলে দেয় ওটার বয়েস, প্রতিটি এক বছর।

চিৎ হয়ে শুয়ে গুণতে শুরু করল রানা।

ছাপগুলো তিন দিন অনুসরণ করল ওরা। হুইলের পিছনে ডারবি, পাশে রানা, ছাদের ওপর ডেকান, সামনে ঝোপের ভেতর বুশম্যানরা। তারা দু'জন সব সময় সোজা ছুটছে না, মাঝে মধ্যেই থামছে, ঘন ঘন হাত আর মাথা ঝাঁকিয়ে তর্ক করছে, তারপর ছুটছে।

রানার জীবনে এটাই সবচেয়ে দীর্ঘ ও কঠিন ট্র্যাকিং। এখানে, মধ্য কালাহারিতে, গাছ খুব কম, ঝোপও বেশি নয়, খোলা সমতল প্রান্তরও নেই বললে চলে। চারদিকে শুধু পাথর, কোথাও লম্বা ফালি, কোথাও লাইমস্টোনের চওড়া বিস্তৃতি, তারই মাঝে শুকনো নালা ও সরু ফাটল, আবার কোথাও স্তূপ হয়ে আছে বোল্ডার। পাথরের ভেতর এখানে সেখানে বালি। নরম আর গভীর বালি, এত মিহি যে টয়োটার চাকা ভেতরে ডেবে যায়, ঘোরে, অথচ সামনে এগোয় না। বাধ্য হয়ে রানা আর ডেকানকে নিচে নেমে পিছনের বাম্পার ঠেলতে হয়, রানাকে এক হাতে। হাঁপিয়ে ওঠে ওরা, শরীর থেকে ঘাম ঝরে। তারপর এক সময় মুক্ত হয় চাকা।

মাঝে মধ্যে, প্রথমদিনও, পাথরের ওপর হারিয়ে গেল ছাপগুলো, আটকা পড়ল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বুশম্যানরা বৃত্তাকারে ঘুরে ছাপ খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে, প্রতিবার আকারে বড় হচ্ছে বৃত্তগুলো, ওরা তিনজন ট্রাকের ছায়ায় বসে সেদ্ধ হচ্ছে, কিংবা রোদের ভেতর পায়চারি করছে

অস্থিরভাবে। তবে এক সময় ঠিকই পাখির মত তীক্ষ্ণ শিস আর জিভ ও টাকরা সংযোগে বিচিত্র শব্দ ভেসে আসে। বুশম্যানরা কি পেয়েছে দেখার জন্যে ছুটে আসে রানা। প্রায় ক্ষেত্রেই আবার সেই একটা মাত্র চুল, কিংবা পাথরের গায়ে সামান্য আঁচড়ের দাগ। সেগুলো এতই অস্পষ্ট আর ক্ষুদ্র যে খালি চোখে দেখতে পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। অথচ বুশম্যানরা শুধু যে দেখতে পায় তা নয়, ওগুলোর তাৎপর্যও ব্যাখ্যা করতে পারে। ওগুলো দেখে তারা বলে দিতে পারে কোনদিকে গেছে কালো চিতা, তারপর আবার ছোটে পাশাপাশি।

দু'বার দুটো শিকার দেখতে পেল ওরা। আরও একটা বেবুন, একটা শূয়র। বেবুনের অবস্থা প্রথমটার মতই, শুকনো সাদা হাড় দেখা যাচ্ছে, তবে শূয়রটার হাড়ে এখনও সামান্য মাংস লেগে রয়েছে। ট্রাকটা থামার সময় কালো একটা শকুন ডানা ঝাপটে দূরে সরে গেল। বুশম্যানদের সঙ্গে কথা বলে রানার দিকে তাকাল ডেকান।

'চব্বিশ ঘণ্টা আগের ঘটনা, স্যার,' বলল সে।

মাথা ঝাঁকিয়ে ডারবির দিকে ফিরল রানা। 'আমরা ওটার কাছাকাছি চলে আসছি।'

হেসে উঠল ডারবি, চোখ দুটো ভেজা ভেজা।

সন্ধ্যা হতে যেখানে পৌঁছুল সেখানেই ক্যাম্প ফেলল ওরা। পথে কাঠ আর ডালপালা দেখলেই তুলে নিয়েছে ডেকান, আগুন জ্বেলে খাবার তৈরি করতে বসে যায় সে। ডারবি কাপড় পাল্টায়। সবাই একসঙ্গে খেতে বসে, তারপর আগুনের ধারে বসে গল্প করে কিছুক্ষণ, বেশি রাত না করে শুতে চলে যায়।

মেয়েটাকে যতই দেখছে ততই অবাক হচ্ছে রানা। এ সম্ভব বলে মনে হয় না, অথচ চোখের সামনে যা ঘটতে দেখছে তা অস্বীকার করে কিভাবে ও। কালো চিতার যত কাছে চলে আসছে ওরা, ততই যেন ডারবির রূপ খুলছে, নারী হিসেবে তার বৈশিষ্ট্যগুলো আরও যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। শুধু ডেকান নয়, খুদে বুশম্যানদের প্রতি তার সহানুভূতি

আর স্নেহ যেন উথলে উঠছে। কোথাও বিশ্রামের সুযোগ পেলে রানাকে হতভম্ব করে দিয়ে ওদের তিনজনকে নিয়ে ডারবি এমনকি লুকোচুরিও খেলছে। সুঁই-সুতো, কাপড় আর রোতাম আছে তার সংগ্রহে, সেগুলো দিয়ে ডেকানের জন্যে একটা শার্ট আর বুশম্যানদের জন্যে দুটো আণ্ডারঅয়্যার তৈরি করেছে সে। গাম্ভীর্য, নির্লিপ্ততা, বিষণ্ণতা, এ-সব তার চেহারায় এখন আর দেখাই যায় না; সব সময় হাসছে আর কথা বলছে।

তার সাহসও কম নয়। জেদ ধরেনি, লোভও দেখায়নি, তবে স্পষ্ট করেই বলেছে, 'ইচ্ছে করলে তুমি আমার সঙ্গে তাঁবুর ভেতরও শুতে পারো।' রানা নিঃশব্দে মাথা নাড়ায় দ্বিতীয়বার প্রসঙ্গটা আর তোলেনি সে।

তারপর আরেকটা সত্য উপলব্ধি করতে পারল রানা। রীতিমত একটা ধাক্কা খেলো, এমন তো কখনও ঘটেনি। উপলব্ধিটা হলো, পরিস্থিতির ওপর ওর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, নিয়ন্ত্রণ করছে ডারবি। সে যেখানে নিয়ে যাচ্ছে সেখানেই যেতে হচ্ছে ওকে, সে যা চাইছে তা-ই করতে হচ্ছে ওকে। ও এমনকি ট্রাকটাও চালাতে পারছে না।

তারপর রানা ধীরে ধীরে বুঝল, নিয়ন্ত্রণ ডারবির হাতে থাকলেও, ওর ওপর ডারবির প্রভাবে চ্যালেঞ্জ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ছিটেফোঁটাও নেই। বিদুষী নারী, রুচিশীলা, মার্জিত ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী, কাজেই তার ভাল লাগা প্রকাশ পাচ্ছে পরোক্ষভাবে— ডেকান আর বুশম্যানদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায়, হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে রানার বাঁ কব্জি আঁকড়ে ধরায়, তাঁবুর ভেতর তার সঙ্গে শুতে বলার উদারতায়, রানার ছেঁড়া শার্ট সেলাই করে দেয়ায়, তাড়াতাড়ি শক্তি ফিরে পাবার জন্যে সবার চেয়ে ওকে বেশি খেতে বলার তাগাদায়।

আরও একটা কথা সত্যি। মেয়েটা স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রথম দিকে তার মধ্যে যে নির্লিপ্ত ভাব দেখা গিয়েছিল, সেটার কারণ পুরুষের প্রতি বিদ্বেষ বা কাম-শীতলতা নয়। কারণটা স্রেফ আত্মমর্যাদা। ডারবি কোন

চ্যালেঞ্জকে ভয় পায় না, কারও সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়ও তার কোন আগ্রহ নেই, আবার আত্মসমর্পণেও রাজি নয়। সবচেয়ে বড় কথা, কারও ওপর নির্ভরশীল সে নয়। তার জন্যে এই মুহূর্তে, গত কয়েক মাসের মত, এবং অনাগত ভবিষ্যতেও, কালো চিতাটাই যথেষ্ট। আর কিছু তার দরকার নেই। ভাল লাগার সূক্ষ্ম যে প্রকাশ ঘটছে তার আচরণে, সেটা সচেতন কোন প্রয়াস থেকে উৎসারিত না-ও হতে পারে। আর যদি সচেতন প্রয়াস হয়ও, নিজের লাগাম শক্ত হাতেই ধরে রেখেছে। প্রতিবার একটু করে এগোবে সে।

যদি কখনও কাউকে কিছু দেয়ার দরকার হয় তার, যদি সিদ্ধান্ত নেয় কারও কাছ থেকে কিছু নেয়া দরকার, দেয়া ও নেয়ার কাজটা সে তার নিজস্ব পদ্ধতিতেই সারবে। খোলাখুলি, সরাসরি, কোন রকম ভণিতা না করে, দর না কষে, বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়— ঠিক যেমন পরপর তিন রাত রানার বিছানার পাশে বসে সেবা দান করেছিল।

ট্রাকের পিছনে শুয়ে—মাঝরাত পেরিয়ে যাচ্ছে অথচ ঘুম আসছে না—ঠাণ্ডায় কেঁপে উঠল রানা। ওর ধারণা ছিল সব ধরনের মেয়েকেই ওর চেনা হয়ে গেছে। জানা আছে কিভাবে তাদের ছুঁতে হয়, আদর করতে হয়, সামলাতে হয়। মেয়েদের হাসাতে পারে ও, তাদের মন জয় করার কৌশল শেখা আছে।

কিন্তু এই মেয়েটাকে নয়। সে তার নিজের পথে হাঁটে, নিজের কাছে তার আলাদা কম্পাস আছে, সব সময় দূরে সরে থাকে, নিঃসঙ্গ।

সেদিন রাতে কোন সিংহ গর্জন করছে না যে গুণবে রানা। আকাশের দিকে তাকিয়ে মিল্কি ওয়ে দেখল।

'স্যার।'

তৃতীয়দিন বিকেল, বুশম্যানদের সঙ্গে রয়েছে ডেকান। সেই ভোরবেলা কালো চিতার ছাপ আবার খুঁজে পেয়েছে ওরা, লাইমস্টোন পিছনে পড়ে যাওয়ায় বালির ওপর দিয়ে ছোটার গতি বেড়ে গেছে

ট্রাকের। প্রতি এক মাইল পরপর ছাপগুলো আগের চেয়ে তাজা লাগছে দেখতে। দুপুরের দিকে বুশম্যানরা জানাল, এগুলো তারা কাল রাতের ছাপ অনুসরণ করছে।

ট্রাক থেকে নেমে পড়ল রানা। গত দশ মিনিট ধরে ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছিল ওরা, সামনের ঝোপ এখন অস্বাভাবিক ঘন। বুশম্যানরা কিছুক্ষণ হলো অদৃশ্য হয়ে গেছে। ডারবিকে ট্রাক থামাতে বলেছে রানা, ওরা দু'জন কোথায় আছে দেখতে বলেছে ডেকানকে। ওদেরকে পেলে ট্রাক না পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করাতে হবে।

এই মুহূর্তে ডেকানের গলা ভেসে এল পঞ্চাশ গজ সামনে থেকে। ঝোপের ভেতর দিয়ে সাবধানে এগোল রানা, পিছনে ডারবি।

ডেকান দাঁড়িয়ে রয়েছে বুশম্যানদের পাশে, ছোট একটা ফাঁকা জায়গায়। জায়গাটার ওপর দিয়ে কালো চিতার ছাপ সোজা চলে গেছে, বালির ওপর গভীর ও স্পষ্ট। রানা থামতেই বিচিত্র শব্দ করল বুশম্যান-দের একজন, একটা হাত লম্বা করল।

ছাপগুলো দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করল রানা, ঝোপের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে। আরও ত্রিশ গজ সামনে একটা অ্যাকেশিয়া গাছ। গাছটার দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ও, ভুরু কুঁচকে, তারপর ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল। ঝট করে ডারবির দিকে ফিরল ও, বিজয়ীর উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা।

ও কিছু বলার আগে বাতাসের সঙ্গে ভেসে এল একটা প্লেনের যান্ত্রিক গুঞ্জন।

ছয়

বেশি নিচ দিয়ে উড়ে গেলে সব কিছু ঝাপসা লাগে। ঝোপ যেন বিশাল একটা কম্বল, অসংখ্য ফুটোয় ঝাঁঝরা। যেখানে জমিনকে ঢেকে রেখেছে ঝোপ, সেখান থেকে উঠে আসা তাপ তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু ফুটোগুলো অর্থাৎ বালির খোলা বিস্তৃতি থেকে উঠে আসা গরম বাতাস তীব্র আঘাত করে, ঝাঁকি দিয়ে যায় প্লেনটাকে।

সারা দিনের মত এখনও চারশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ছে ইভা পুনম। আর একটু ওপরে উঠলে বালিতে চাকার দাগগুলো দেখা যায় না। কয়েক মিনিট পরপর ঝাঁকি খেয়ে ওপর দিকে উঠে যায় নাক, একপাশে কাত হয়ে পড়ে প্লেন, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়া ঘোড়ার মত থরথর করে কাঁপতে শুরু করে গোটা ফিউজিলাজ, কন্ট্রোলের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয় পুনমের, সাদা হয়ে যায় আঙুলের গিঁটগুলো।

এই মুহূর্তে ঠিক তাই ঘটছে। কাত হয়ে এমন ঝাঁকি খেতে শুরু করল মনে হলো ভেঙে যাবে। দিক বদলাল পুনম, পশ্চিম দিকে উঠল, বাঁক ঘুরে আবার নামতে শুরু করল, ঝোপের ভেতর সমান্তরাল দাগগুলো খুঁজছে। ঘামে ভিজে গেছে শার্ট, আড়ষ্ট বাহু ব্যথা করছে, ভিজে জিন্‌স্ ঘষা খাচ্ছে উরুতে।

প্লেনটা, স্কারলেট পাইপার অ্যাজটেক, ওর আঠারোতম জন্মদিনে বাবার দেয়া উপহার। কাল গ্যাবোরান থেকে ঘাঞ্জিতে ওদের একটা পারিবারিক র‍্যাঞ্চে উড়ে আসে ও, পাইলট চার্লির সঙ্গে কথা বলার পরপরই। কোথায় বা কেন যাচ্ছে, কাউকে জানায়নি কিছু।

যেমন ধারণা করেছিল, চার্লিকে বারেই পায় পুনম। শুরুতে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে সে, কোন ভদ্রমহিলার ক্যাম্পে রসদ পৌঁছে দেয়ার কথা স্বীকারই করতে চায়নি। পুনম বুঝতে পারে, কেউ তাকে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছে। চার্লিকে একটা প্রস্তাব দেয় ও, তার ইচ্ছে থাকলে প্রতি মাসে ওদের বিভিন্ন র‍্যাঞ্চে ভ্যাকসিন পৌঁছে দেয়ার চুক্তি করতে পারে সে। নিয়মিত আয়ের ভাল একটা উৎস হতে পারে চুক্তিটা, প্রতি বছর নবায়নযোগ্য। চার্লির মত চার্টার পাইলটের পক্ষে এ-ধরনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নয়। ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, এই শর্তে ক্যাম্পের পজিশন পুনমকে জানিয়ে দেয় সে। ওখানে সিরিয়াস ঝামেলা হয়েছে, এ-কথা জানিয়ে পুনমকে ওখানে না যাবার অনুরোধও করে।

পুনম কোন মন্তব্য করেনি। ম্যাপ চেক করে ও, দেখতে পায় ক্যাম্পটা আসলে সেন্ট্রাল কালাহারিতে। তারপর প্লেন নিয়ে সরাসরি চলে আসে ঘাঞ্জিতে। গ্যাবোরোন থেকে ক্যাম্পটা চারশো মাইল, অথচ ঘাঞ্জিতে পৌঁছুনোর পর সন্ধে হতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি ছিল। ঘাঞ্জি থেকে ক্যাম্পটা দেড়শো মাইল। র‍্যাঞ্চ থেকে ফুয়েল নেয় ও, ফার্মহাউসে রাত কাটায়, তারপর ভোরে আবার আকাশে ওঠে।

দু'ঘণ্টা পর একটা স্ট্রিপে ল্যাণ্ড করে পুনম, জঙ্গলের ভেতর জায়গাটা চার্লির জন্যে আগেই পরিষ্কার করা হয়েছে।

নিচু একটা টিলার ওপর ক্যাম্প, গাছপালা দিয়ে ঘেরা। বহুকাল আগে আগুন লেগেছিল জঙ্গলে, তার কিছু ছাই এখনও রয়ে গেছে। আর পাওয়া গেল কিছু পাথর। সাবধানে জায়গাটা পরীক্ষা করল পুনম, কিন্তু কিছুই পেল না, এমনকি মানুষের কোন পায়ের ছাপও নয়। এরপর টিলার চার দিকটায় তল্লাশি চালাল সে, সব দিকে তিন মাইল পর্যন্ত। তারপরও কিছু পেল না। ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল প্লেনের কাছে, ভাবছে বারগাম যদি ভদ্রমহিলাকে জিম্মি করে থাকে, অবশ্যই তাকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলবে। ক্যাম্পটার অবস্থান চার্লি জানে, জানে হয়তো

আরও কেউ, কাজেই বারগাম কোন ঝুঁকি নেবে না। তবে, দূরে কোথাও না হবারই বেশি সম্ভাবনা। পুনম ভাবল, মাসুদ ভাই ট্রাক নিয়ে এসেছেন, নিশ্চয়ই তিনি জানেন কোথায় আটকে রাখা হয়েছে জিম্মিকে। কাজেই বালির ওপর টায়ারের দাগ থাকতেই হবে।

প্লেন নিয়ে আবার উঠল পুনম, আকাশ থেকে তল্লাশি চালাবে।

চল্লিশ মাইল পুবে, বেলা তিনটের সময় টায়ারের দাগ দেখতে পেল পুনম। ছোট্ট একটা মোপানি জঙ্গলের পাশে। এক মাইল সামনে ছোট একটা প্যানও দেখতে পেল। সেটার ওপর দিয়ে বার দুয়েক উড়ল, প্যানের সারফেস সমতল আর শক্ত বলে মনে হলো। ল্যাণ্ড করল নিরাপদেই। তারপর হেঁটে ফিরে এল জঙ্গলটার কাছে, উঁকি দিয়ে বালি ঢাকা খোলা জায়গাটার দিকে তাকাল।

তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে বমি করল পুনম। বালির ওপর বেশ অনেকগুলো হাড় ছড়িয়ে রয়েছে। ভাঙাচোরা, জয়েন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন। বোঝা যায়, শিয়াল, হায়েনা আর শকুনের দল ওগুলো নিয়ে কামড়াকামড়ি করেছে। ওগুলোর সঙ্গে রয়েছে মানুষের মাথার একটা খুলি, রোদে পুড়ে শুকিয়ে গেছে, রঙ হয়েছে বাদামি। খুলিটা যে-কারও হতে পারে, তবে পুনম নিশ্চিতভাবে ধরে নিল ওটা নিকেলের।

ঘুরে দাঁড়াল সে, ঝিম ঝিম করছে মাথা, সারা শরীর কাঁপছে। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলাল, মুখ মুছে আবার তাকাল বালির দিকে। খুলিটার দিকে তাকাচ্ছে না, টায়ারের দাগগুলো পরীক্ষা করছে। মনে হলো অন্তত এক হপ্তা আগের দাগ। ভাল করে পরীক্ষা করতে গিয়ে চমকে উঠল সে। দাগ আসলে এক সেট নয়, দুই সেট। তারমানে ট্রাক একটা ছিল না, ছিল দুটো।

দুটো ট্রাকের চার রকম দাগ। এক জোড়া পুরানো, অপর জোড়া নতুন। ট্রাক দুটোর দাগগুলো দু'দিকে চলে গেছে—ছোট চাকার দাগ গেছে উত্তর দিকে, বড়গুলো দক্ষিণ দিকে। প্রথম দাগগুলো কি টয়োটার? দ্বিতীয়টা, পুনম ধারণা করল, হয় একটা শেভি নয়ত

ফোর্ড—সে জানে, কারণ তাদের ফার্মে শেভি ও ফোর্ড ব্যবহার করা হয়। প্রথম দাগগুলোর পিছু নিয়ে একশো গজের মত এগোল সে, দেখল উত্তর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

ফিরে এল পুনম। ঠিক বুঝতে পারছে না কি ঘটেছে। বাউলুসি বন্দুকযুদ্ধের কথা বলেছে তাকে, তবে কি এই জায়গাতেই সেটা ঘটেছে? অপর ট্রাকে যারা ছিল তারা সম্ভবত হামলা করে মাসুদ ভাইয়ের ওপর, কিংবা মাসুদ ভাই তাদের ওপর। যুদ্ধে মারা যায় নিকেল, তারপর মাসুদ ভাই কালাহারির আরও গভীরে চলে যান। সঙ্গে আছে ডেকান, ধরে নেয়া চলে।

আরও অনেক প্রশ্ন জাগল পুনমের মনে। মাসুদ ভাই ওদিকে কেন যাচ্ছেন? জিম্মিকে তিনি উদ্ধার করতে পেরেছেন কিনা। ভদ্রমহিলা কি ওঁর সঙ্গে রয়েছেন? বারগামের টেরোরিস্টরা উল্টোদিকে চলে গেল···পিছু নেয়নি কেন? কোন প্রশ্নের উত্তরই জানা নেই, শুধু বুঝতে পারছে মরুভূমির আরও ভেতর দিকে কোথাও আছে তার মাসুদ ভাই আর ডেকান।

মানুষটা বেপরোয়া, ভয়-ডর কাকে বলে জানে না—শুধু এইটুকু ভাবতে পারল পুনম, তার চোখে পানি বেরিয়ে এল। বেপরোয়া আর স্বাধীনচেতা, বেপরোয়া আর নির্লোভ। এমন মানুষ জীবনে দেখে তো নি-ই, গল্প-উপন্যাসেও এরকম একটা চরিত্র আজ পর্যন্ত পেল না। মানুষ এমন উদাসীন হয় কি করে বুঝতে পারে না পুনম, এমনই উদাসীন যে কেউ তাকে ভালবাসলেও বুঝতে পারে না! তার বুকের ভেতর একটা ক্ষোভ আছে, আছে অসহায় আক্ষেপ—এত চেষ্টা করেও ওঁকে বোঝাতে পারেনি, ভালবাসে সে। ভালবাসে আজ থেকে নয়, জন্ম জন্মান্তর থেকে। প্রথম যে-বার দেখল, মনে হয়েছিল বীরপুরুষ রাজপুত্র। তখনও সে নাবালিকা, তবে মুগ্ধ হবার মত বড় হয়েছে। সেই থেকেই উনি তার স্বপ্ন।

চোখ মুছে প্লেনের কাছে ফিরে এল পুনম, আবার আকাশে উঠল।

চাকার দাগগুলো স্পষ্ট, অনুসরণ করতে অসুবিধে হলো না। নিচ থেকে উঠে আসা প্রবল তাপই শুধু মাঝে মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করছে। মাইলের পর মাইল পেরিয়ে এল, ক্রমশ স্পষ্ট হলো চাকার দাগ। মাঝে মধ্যে কালো, খুদে বিন্দু চোখে পড়ল, নিভে যাওয়া আগুন। বিন্দুটাকে ঘিরে বার কয়েক চক্কর দিল। অবাক না হয়ে পারছে না পুনম। বিন্দুগুলো যদি তার মাসুদ ভাইয়ের ক্যাম্প-ফায়ার হয়, হিসাবে বলে প্রতিদিন পনেরো থেকে বিশ মাইল এগিয়েছেন তিনি। সেক্ষেত্রে সন্ধের আগেই ওঁর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যাবে।

বিকেল প্রায় পাঁচটার দিকে নিচে ও সামনে হঠাৎ করে কি যেন চকচক করে উঠল। ট্রাকের হুডে রোদ লেগে ঝিক করে উঠেছে। আড়ষ্ট হয়ে গেল পুনমের পেশী, চোখ মিটমিট করল সে, তারপর ভাল করে তাকাল।

প্লেন নিয়ে নিচে নেমে এল পুনম, প্রস্তুতি নিল ট্রাকের কাছাকাছি দিয়ে উড়ে যাবার।

'অস্ত্র, ডেকান, জলদি!' চিৎকার করল রানা।

ছুটে টয়োটার কাছে ফিরে এসেছে ওরা, টেইলগেটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ও। লাফ দিয়ে ট্রাকে উঠল ডেকান, দুটো স্মাইজার আর রাইফেল বের করল, সঙ্গে অ্যামুনিশনের কার্টন।

'ধরো, লোড করো এটা।' ডারবির হাতে খালি একটা ম্যাগাজিন ধরিয়ে দিল রানা। 'দেখো আমি কি করি···।' ধীরে ধীরে, সাবধানে স্লিং থেকে ডান হাতটা খুলল ও, কাঁধ এখনও আড়ষ্ট ও দুর্বল, যতটা দ্রুত সম্ভব আরেকটা ম্যাগাজিনে শেল ভরতে শুরু করল। ওর দেখাদেখি ডারবিও।

'তোমার কি ধারণা? কি ঘটছে?' জিজ্ঞেস করল সে।

থমথম করছে রানার চেহারা। 'উত্তর দিকে যে-সব কমার্শিয়াল রুট গেছে, সেগুলোর কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছি আমরা। ঘাঞ্জি থেকে এদিকে কারও আসার কথা নয়, আর এদিকে গেম ডিপার্টমেন্টের কোন

প্লেন নেই।'

'তাহলে?'

'বাকি থাকল মি. ব্রায়ানের দক্ষিণ আফ্রিকান বন্ধুরা—বস।'

'ওহ্ গড!'

মুখ তুলে আকাশে তাকাল রানা। প্লেনটা এখনও দৃষ্টিপথের বাইরে, তবে প্রতি মুহূর্তে এঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে।

অটোমেটিক রাইফেলটা ওর দিকে বাড়িয়ে দিল ডেকান।

'না,' হাত নেড়ে সেটা সরিয়ে দিল রানা। 'তুমি বরং শটগানে দুটো কার্টিজ ভরো। রিপিটার চালাতে পারব বলে মনে হয় না, তবে কাছ থেকে শটগানটা বোধহয় বাঁ···।'

শটগান লোড করল ডেকান, লাফ দিয়ে ট্রাক থেকে নিচে নামল, তুলে নিল একটা স্মাইজার। টেইলগেটে স্টক ঠেকিয়ে রেখে অপরটায় পুরো একটা ম্যাগাজিন ভরল রানা, তারপর ধরিয়ে দিল ডারবির হাতে। 'ধরে থাকবে কোমরের পাশে, হোস পাইপের মত একদিক থেকে আরেক দিকে ঘোরাবে, প্রতিবার অল্প কিছুক্ষণের জন্যে চাপ দেবে ট্রিগারে—বারবার। কি, পারবে না?'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি।

'গুড।' আবার আকাশে তাকাল রানা। 'ওপর থেকে ওরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না, তবে হয়তো পিছনে ওদের সাপোর্টিং ট্রাক আছে। নাও, এবার বসে পড়ো···।'

ট্রাকের ছায়ায় পাশাপাশি হাঁটু ভাঁজ করে বসল তিনজন, তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। বুশম্যানরা আগেই নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে গেছে ঝোপের ভেতর। অপেক্ষা করছে রানা, আড়ষ্ট লাগছে কাঁধটা, একটা বাহু শরীরের পাশে ঝুলছে, অপর হাত শটগানটাকে পাঁজরের সঙ্গে ঠেকিয়ে ধরে আছে, এমন ভঙ্গিতে ট্রিগার গার্ডে পেঁচিয়ে রয়েছে আঙুল, যেন ওটা একটা রিভলভার।

এঞ্জিনের গর্জন বাড়ছে, কাঁপন তুলছে ঝোপে, বাতাস লেগে নুয়ে

পড়ছে ডালপালা। তারপর মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা, সূর্যের গায়ে টকটকে লাল একটা ঝলক।

'এ কি!' দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। ইতিমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে প্লেনটা, উঁচু ঝোপের আড়ালে। সেদিকেই হাঁ করে তাকিয়ে রয়েছে ও।

'স্যার!' ডেকানও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ঝট করে তার দিকে ফিরল রানা, চেহারায় নির্জলা বিস্ময়। 'দেখতে পেয়েছ, ডেকান? চিনতে পেরেছ?' বতসোয়ানায় এরকম প্লেন একটাই আছে, দু'একবার শখ করে ওটা চালিয়েছে ও। চোখের পলকে মাথার ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তবু রেজিস্ট্রেশন নম্বরটা দেখতে ভুল হয়নি।

'জ্বী, স্যার,' হাসছে ডেকান। 'ওটা আমার মেমসাহেবের প্লেন।'

'তা কিভাবে সম্ভব!' আপনমনে বিড়বিড় করল রানা, আবার আকাশের দিকে তাকাল। প্লেনের আওয়াজ অস্পষ্ট হয়ে গেছে, তবে কান পাততে বোঝা গেল বাঁক ঘুরে ফিরে আসছে আবার ওটা।

'কি ঘটছে, বলবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল ডারবি।

ওদের পাশে সে-ও দাঁড়িয়ে পড়েছে। এঞ্জিনের গর্জন বাড়ল, ঝোপের ডালপালা নুয়ে পড়ল আবার, লাল ঝলকটা দ্বিতীয়বার দেখতে পেল ওরা। চোখ কুঁচকে প্লেনের তলাটায় মনোযোগ দিল রানা, ডানার নিচে—আবার চেক করল নম্বরটা। না, ওর কোন ভুল হয়নি। 'ঠিক বুঝতে পারছি না···।'

চলে গেছে প্লেন, আবার অস্পষ্ট হয়ে গেছে এঞ্জিনের শব্দ।

'প্লেনটা কার তোমরা জানো,' মন্তব্য করল ডারবি।

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'জ্বরে প্রলাপ বকার সময় কার নাম উচ্চারণ করেছিলাম, মনে আছে তোমার? পুনম। ওটা ওর প্লেন।'

'রানার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল ডারবি। কিছু বলতে যাবে, বলা হলো না, আবার ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল প্লেনটা। এবার অনেকটা উঁচু দিয়ে। দু'বার চক্কর দিল পুনম, কাত করল

ডানা, দিক বদলে পশ্চিম দিকে রওনা হলো, তারপর সোজা পথ ধরে হারিয়ে গেল ঝোপের আড়ালে।

'ডেকান, কাছাকাছি কোন প্যান আছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। পুনমের দেয়া সংকেত বুঝতে পেরেছে ও। পাইলট, সে যে-ই হোক, পশ্চিম দিকে কোথাও ল্যাণ্ড করার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মাথা ঝাঁকাল ডেকান। এখানে আসার পথে ট্রাক কেবিনের ছাদে ছিল সে। 'আছে, তবে ছোট, স্যার,' বলল সে। 'আধ মাইলটাক পিছনে।'

'চলো, ওদিকে যাওয়া যাক,' বলল রানা। 'তবে অস্ত্র নিয়ে তৈরি থাকো···।'

কেবিনের মাথায় চড়ে বসল ডেকান, হুইলের পিছনে বসল ডারবি, তার পাশে রানা।

'আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নেই।' ঝাঁকি খেতে খেতে ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে ট্রাক, আগের মতই ছড়ির সাহায্যে ডারবিকে পথ-নির্দেশ দিচ্ছে ডেকান। ডারবির দিকে তাকাতে রানা দেখল, ওর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে মাথা নাড়ছে সে, চোখে প্রশ্ন ও কৌতূহল। 'আমার জানা মতে, মি. ব্রায়ান, বারগাম আর বস্ ছাড়া আর কেউ জানে না আমরা কোথায় আছি। এখন দেখা যাচ্ছে, পুনমও জানে। কি করে জানল, বলতে পারব না। ওটা যে তারই প্লেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে প্লেনে কে বা কারা আছে তা না জানা পর্যন্ত···।'

কাঁচের ওপর দু'বার টোকা মারল ছড়িটা। ব্রেক করে ট্রাক দাঁড় করাল ডারবি।

নিচে নামল ওরা। 'এদিকে, স্যার,' বলে ঝোপের ভেতর দিয়ে ওদেরকে পথ দেখাল ডেকান, বের করে আনল একটা প্যানের কিনারায়। নিচু, গামলা আকৃতির জায়গাটা; সমতল, ফাঁকা, ধুলোময় আর সাদাটে। প্যানের কিনারায় থেমেছে ওরা, মাথার ওপর দিয়ে উড়ে

গেল প্লেনটা। সেটার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা।

পাইলটকে এখনও দেখা যাচ্ছে না, প্যানের সারফেস ল্যাণ্ড করার উপযুক্ত কিনা পরীক্ষা করে দেখছে। আরেকবার খুব নিচে দিয়ে উড়ে গেল সেটা, তারপর ওপরে উঠল, ঘুরল, এবার ফিরে আসছে আরও নিচে দিয়ে, বোধহয় ল্যাণ্ড করবে।

চট করে একবার ডারবির দিকে তাকাল রানা, তারপর ডেকানের দিকে। ওর দু'পাশে গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে তারা, হাঁটুর ওপর স্মাইজার। ওদের সামনে প্যানটাকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে উঁচু আর ঘন ঝোপ-ঝাড়। ঠেলে শটগানটা সামনে আনল ও, তারপর বলল, 'কি ঘটতে যাচ্ছে আমরা জানি না। যে-কোন পরিস্থিতির জন্যে তৈরি থাকো। আমি না বলা পর্যন্ত আড়াল থেকে বেরুবে না।'

দু'জনেই মাথা ঝাঁকাল। প্লেনটা এখন একেবারে নিচে, কাছাকাছি চলে এসেছে, ল্যাণ্ড করার আগে ঝোপগুলোর মাথা প্রায় ছুঁয়ে দিল। ঝোপ পিছনে ফেলে প্যানের কিনারায় চলে এল, উঠে পড়ল ফ্ল্যাপ, নিচু হলো নাক, জমিন স্পর্শ করল চাকা, পিছনে রেখে যাচ্ছে বালির মেঘ। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর থামল ওটা, ওদের কাছ থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে। প্রপেলার থামছে, বন্ধ হয়ে গেল এঞ্জিন, তারপর ককপিট হ্যাচ খুলে গেল।

রানার পেশীতে টান ধরল। দিগন্ত রেখার কাছে সূর্যটা ঠিক ওদের পিছনে, প্যাসেঞ্জার সাইডের জানালাগুলো দেখতে পাচ্ছে ও। মেঝেতে শুয়ে থাকলে আলাদা কথা, পাইলট ছাড়া আর কেউ নেই প্লেনটায়। আর পাইলট হলো পুনম।

ককপিট থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল সে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, ঝুঁকে পা দুটো হাত দিয়ে ডলছে, সম্ভবত সারাদিন প্লেন চালাতে হয়েছে বলে আড়ষ্ট হয়ে গেছে পেশী। নীল জিনস আর সাদা শার্ট ঘামে ভিজে সেঁটে আছে শরীরের সঙ্গে, শেষ বিকেলের হালকা বাতাসে তার কালো চুল উড়ছে।

ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। পুনমকে ডাকার জন্যে মুখ খুলতে যাবে, হঠাৎ করে দেখতে পেল তার পায়ের চারধারে ধুলো উড়ছে। সেই সঙ্গে রাইফেলের পরপর কয়েকটা আওয়াজ শোনা গেল, প্যানের উল্টোদিকের ঝোপ থেকে কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া উঠল আকাশের গায়ে।

মুহূর্তের জন্যে হলেও রানা ধরে নিল হামলা চালিয়েছে প্রতিপক্ষদের কেউ, গুলি করা হচ্ছে ডারবি আর ওকে লক্ষ্য করে। তারপর পুনমকে চরকির মত এক পাক ঘুরতে দেখল ও, আবার স্থির হয়ে টলছে, পরমুহূর্তে আড়াল পাবার জন্যে ছুটল ঝোপের দিকে। ইতিমধ্যে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে রানা। ওদেরকে নয়, গুলি করা হচ্ছে পুনমকে লক্ষ্য করে। 'এদিকে, পুনম, এদিকে!' চিৎকার করল ও।

রাইফেলের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল রানার গলা, শুনতে পেয়ে ঘুরে গেল পুনম, ছুটে আসছে ওদের দিকে—আতঙ্কে বিস্ফারিত চোখ।

'কাভার দাও ওকে, ফর গড'স সেক! ডেকান, ডারবি—ঝোপে গুলি করো। ধোঁয়া লক্ষ্য করে···।'

হাতে শটগান, অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে রানা। একসঙ্গে গর্জে উঠল দুটো স্মাইজার, কান ফাটানো আওয়াজ হলো। পুনম এখন ওদের কাছ থেকে বিশ গজ···, পনেরো গজ···, দশ গজ দূরে। প্রাণপণে ছুটছে সে, কাত হয়ে যাচ্ছে এদিক ওদিক, নরম ও আলগা বালিতে পিছলে যাচ্ছে তার পা। উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা বুলেটগুলো তার চারধারে পড়ছে বৃষ্টির মত।

ওদের নিচে, প্যানের কিনারায় পৌঁছুল সে। এই সময় দূর থেকে ভেসে এল একটা আর্তনাদ। স্মাইজারের ব্রাশ ফায়ার আঘাত করেছে প্রতিপক্ষদের কাউকে। একই সময় বাঁকা হয়ে গেল পুনমের পিঠ, হোঁচট খেলো একবার, ভেঙে পড়ল শরীরটা। শটগান ফেলে দিয়ে ডাইভ দিল রানা, ঢালের ওপর শুকনো ঘাসে পড়ল, গড়াতে গড়াতে নিচে নেমে যাচ্ছে।

হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে রয়েছে পুনম, একটা হাত বালির ওপর ঠেক দেয়া, অপর হাতটা খামচে ধরে আছে ঘাড় আর কাঁধের মাঝখানটা। আঙুলের ফাঁক গলে হু-হু করে বেরিয়ে আসছে রক্ত, সাদা শার্ট লাল হয়ে যাচ্ছে।

'ওঠো, পুনম, ফর গড'স সেক, ওঠো!' ডান হাত দিয়ে তার কোমরটা শক্ত করে ধরার চেষ্টা করল রানা, অনুভব করল ওর ক্ষতে টান পড়ায় ছিঁড়ে গেল মাংস, তারপর কাত হয়ে বাঁ হাত দিয়ে ধরল তাকে।

'মাসুদ ভাই···।' হাঁপাচ্ছে পুনম। 'আমি···।' বালি থেকে একটা হাত তার গলায় উঠে গেল, যেন সোনার চেইনটা খামচে ধরতে চাইছে।

'মাত্র কয়েক গজ, পুনম!' চিৎকার করছে রানা। 'এখুনি আড়াল পেয়ে যাব···।'

দাঁড়াবার চেষ্টা করল পুনম, তারপরই ঢলে পড়ল রানার গায়ে, হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে এল মুখ থেকে। ওদের পাশের জমিন বিস্ফোরিত হলো, বালিতে ভরে গেল ওদের শরীর। রানা দেখল, ওদের সামনে ঢালটা যেন পাহাড়ের মত উঁচু।

'হাঁটো, পুনম, হাঁটো!' কর্কশ শোনাল রানার চিৎকার। 'প্লীজ, প্লীজ!'

কিন্তু ওর গায়ে নেতিয়ে পড়েছে পুনম। চিৎকারটা শুনে মাথা তোলার চেষ্টা করল। 'আপনি যান···আপনি বাঁচুন···।'

সম্ভব নয়, জানে রানা, তবু চেষ্টা করল—দু'হাতে ধরল পুনমকে, হ্যাঁচকা টান দিয়ে তুলে নিল বুকে। আহত কাঁধটায় যেন আগুন ধরে গেল। ঢালে পা রাখল, হড়কে নেমে এল সেটা। পুনমের গা থেকে ঘাম, করডাইট, ধুলো আর রক্তের গন্ধ পাচ্ছে। মাথাটা একটু পিছিয়ে তার চোখের দিকে তাকাল ও। চোখের তারা এখন আর কালো নয়, কেমন যেন ঘোলা হয়ে গেছে। অনুভব করল, ওর নিজের বাহু বেয়ে রক্ত

গড়াচ্ছে। আবার ঢালে পা রাখল, অনবরত টলছে। বিড় বিড় করছে আপনমনে, 'কেন এলে? কেন মরতে এলে···!'

ঢাল বেয়ে উঠে আসছে রানা, বুকে লেপ্টে রয়েছে পুনম। সচেতন, ওর পিঠ এই মুহূর্তে স্নাইপারদের সহজ টার্গেট। ঢালের মাঝামাঝি উঠে এসে আবার হড়কাল পা, পড়ে যাচ্ছে বুঝতে পেরে এক দিকে কাত হয়ে গেল ও, শুকনো ঘাসের ওপর ধাক্কা খেলো বাঁ কাঁধ আর বাহু, পুনমকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরে আছে যে তার গায়ে পতনের আঘাতটা লাগল না। ধীরে ধীরে চিৎ হলো ও, বুকের ওপর পুনম। জমিনে পা বাধিয়ে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে ওপরে উঠছে। তারপর ঝোপের কিনারা থেকে দু'জোড়া হাত বেরিয়ে এসে ধরল ওদেরকে, টেনে নিল আড়ালে।

'ছেড়ে দাও ওকে, রানা।' রানার বুক থেকে পুনমকে নিজের দু'হাতে তুলে নিল ডারবি, ধীরে ধীরে মাটিতে শুইয়ে দিল তাকে। দাঁত দিয়ে কেটে ছিঁড়ে ফেলল তার শার্ট, ক্ষতটা পরীক্ষা করছে।

'কারা ওরা, ডেকান?' ঘামছে রানা, হাঁপাচ্ছে, ঝোপের ভেতর লুকিয়ে বসে আছে। এখনও মাঝে মধ্যে গুলি হচ্ছে, ঝাঁকি খাচ্ছে ওদের দু'পাশের ঝোপ, তবে শত্রুদের প্রধান টার্গেট এখন প্লেনটা।

'লোকগুলো কালো, স্যার,' ধরা গলায় বলল ডেকান। 'দু'তিনবার দেখেছি। আমার ধারণা, আমরা যাদেরকে প্রথম হামলা করেছিলাম।' তার চোখে পানি।

তারমানে বারগামের লোকজন। রানার ধারণাই সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। আবার তারা জড়ো হয়, পায়ের দাগ অনুসরণ করে জঙ্গল পর্যন্ত আসে, তারপর টয়োটার ছাপ ধরে উত্তর দিকে রওনা হয়।

রানা উপলব্ধি করল, পুনম ওদেরকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এভাবে আকস্মিক তার আগমন না ঘটলে নিশ্চয়ই ওরা প্রথমে ঘিরে ফেলত ট্রাকটাকে, হামলা করত রাতের অন্ধকারে। প্লেনটাই তাদেরকে প্ল্যান বদলাতে বাধ্য করেছে। প্লেন দেখে তারা ধরে নেয় আরও লোকজন আসার পথ সুগম হতে যাচ্ছে, তারপর যে-ই দেখল পুনম একা, অমনি

তাকে খুন করার চেষ্টা চালায়।

ঘাড় ফিরিয়ে পুনমের দিকে তাকাল রানা, চোখ বুজল, তারপর অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। রক্ত বন্ধ করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করছে ডারবি, কিন্তু গর্তটা বিশাল, বাহু বেয়ে হড় হড় করে নেমে আসছে রক্ত, মাংস ভেদ করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ভাঙা হাড়, বর্শার সুঁচালো মাথার মত। তাকানো যায় না, তবু আরেকবার তাকাল রানা। চোখ বুজে হাঁপাচ্ছে পুনম। ঝুঁকে তার মাথায় একটা হাত রাখল ও। বুঝতে পারছে, কিছুই করার নেই ওর।

মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে নেবে, এই সময় চোখ খুলল পুনম। রানাকে বোধহয় দেখতে পেল না, চোখ বুজে আবার খুলল। 'মাসুদ ভাই,' ডাকল, কিন্তু এত ক্ষীণ স্বরে যে কেউ তা শুনতে পেল না, রানা শুধু তার ঠোঁট দুটো নড়তে দেখল।

'কিছু বলছ?' পুনমের ঠোঁটের কাছে মাথা কাত করল রানা।

'আ-আমি মরে যাচ্ছি···মরে যাচ্ছি···মাসুদ ভাই?'

'কি বলছ! মরবে কেন!' অভয় দিল রানা, পুনমের মাথায় হাত বুলাল।

'বাঁচান আমাকে···আমি···বাঁচ···চা-ই···।' রক্তাক্ত একটা হাত দিয়ে গলায় কি যেন খুঁজছে পুনম।

তাকে ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল রানা। 'সিরিয়াস কিছু নয়, পুনম, লক্ষ্মী বোন আমার! মন শক্ত করো, প্লীজ! তোমাকে আমি মরতে দেব না···।' হঠাৎ থেমে গেল ও। জ্ঞান হারিয়েছে পুনম।

নড়তে গিয়ে এই প্রথম টের পেল রানা, ওর একটা বাহু আঁকড়ে ধরে রেখেছে পুনম। ধীরে ধীরে, সাবধানে ছাড়াল সেটা। তারপর ডেকানের দিকে ফিরল।

'ম্যাগাজিন আর ক'টা আছে, ডেকান?' জিজ্ঞেস করল ও।

মেটাল ক্লিপ যেগুলো ভরেছিল ওরা সেগুলো ডেকানের বেল্টের সঙ্গে একটা পাউচে রয়েছে। দেখে নিয়ে সে জানাল, 'চারটে, স্যার।'

'দুটো আমাকে দাও, বাকি দুটো তোমার।' ডারবির স্মাইজার তুলে নিল রানা। পুনমের জন্যে আপাতত কিছু করার নেই ওর, এখন তাকে শুধু ডারবিই সাহায্য করতে পারে। প্যানের উল্টোদিকে বারগামের টেরোরিস্টরা মাত্র কয়েকশো গজ দূরে রয়েছে, তাদের কাছে কোন রিপিটার না থাকলেও রাইফেল আছে। তারাই এখন আসল সমস্যা ওদের। মাত্র একজন আহত হয়েছে, বাকি সবাই অক্ষত। 'ওরা ক'জন আমরা জানি না,' বলল ও। 'তবে সব ক'টাকে চাই, ডেকান।'

রানার দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকল ডেকান, তার চোখের পানি ইতিমধ্যে শুকিয়ে গেছে।

'ওরা জানে না আমরা সামনে এগোব,' বলল রানা। 'ধরে নিয়েছে, পিছু হটব। তুমি বাঁ দিকে যাও, আমি ডান দিকে। প্যানের উল্টোদিকে দেখা হবে আমাদের। সামনে যাকেই দেখো, ফেলে দেবে। বুঝতে পারছ তো? যে-ক'জন আছে, সব ক'টাকে চাই, ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে, স্যার...' ডান দিকে মিলিয়ে গেল ডেকানের গলা।

পুনমের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ডারবি, ওদের কথা শুনতে পায়নি। দু'জনকেই একবার দেখল রানা, তারপর স্মাইজার নিয়ে বাঁ দিকে ছুটল।

প্যানের চারদিকের ঝোপগুলো খুব ঘন আর উঁচু। অত্যন্ত সাবধানে এগোচ্ছে রানা, এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে চলে আসছে, তবু পায়ের নিচে থেকে শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ পাচ্ছে ও। তবে গ্রাহ্য করছে না। এই মুহূর্তে কিছুই গ্রাহ্য করছে না ও—তুচ্ছ হয়ে গেছে লাইসেন্স, ব্রায়ানকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছেটা, চিতাবাঘ, এমনকি নতুন করে ছিঁড়ে যাওয়া কাঁধের ক্ষতটাও।

শুধু একটা কথা ভাবছে রানা। পাল্টা আঘাত হানতে হবে। পুনমকে যারা গুলি করেছে তাদেরকে খুন করতে হবে। ছুটছে ও, এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে এঁকেবেঁকে, কাঁটার আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে শরীর, দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অটল, যেন আহত একটা বুনো মোষ।

ও যে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে, জানে। বুঝতে পারছে, শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ শত্রুরা শুনতে পাবে। এখুনি নয়, আরও কাছাকাছি পৌঁছুলে। ততক্ষণে কিছু করার থাকবে না তাদের। মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে ছুটে যাবে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট, ওর হাতে ঘন ঘন ঝাঁকি খেতে থাকবে স্মাইজার, চোখের সামনে দেখতে পাবে বেজন্মা কুকুরগুলো একে একে ধরাশায়ী হচ্ছে। বালির ওপর রক্তের স্রোত দেখতে পাবে ও। সেই রক্ত দেখার জন্যেই মরিয়া হয়ে ছুটছে। খুন চেপে গেছে মাথায়।

বৃত্তের অর্ধেকটা পেরিয়ে এসেছে রানা। দাঁড়িয়ে পড়ল। সূর্যের দিকে একবার তাকিয়ে নিশ্চিত হলো নিজের পজিশন সম্পর্কে। এই মুহূর্তে পুনম আর ডারবির ঠিক উল্টোদিকে রয়েছে ও। এখন পর্যন্ত, মানুষের কিছু তাজা পায়ের দাগ ছাড়া, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। ডেকান ওর ডান দিকে কোথাও আছে—তার দেরি হচ্ছে, কারণ ওর চেয়ে সাবধানে হাঁটবে সে। মাথা তুলে কান পাতল ও।

কয়েক সেকেণ্ড কিছুই শুনতে পেল না। তারপর একটা গোঙানির আওয়াজ, সঙ্গে কাশির শব্দ। আওয়াজটার দিকে সাবধানে এগোল। নিঃশব্দে হাঁটছে, নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ফেলছে। স্মাইজার ট্রিগারে টান টান হয়ে আছে আঙুল। সামনে ঝোপের মাঝখানে ছোট একটা ফাঁকা জায়গা। জায়গাটার ঠিক মাঝখানে শুয়ে রয়েছে এক লোক। কালো, ভ্রূণের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। দু'হাতে চেপে ধরে আছে মুখটা।

নড়ছে না, কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে রানা। গোঙানির শব্দ ছাড়াও, মাঝে-মধ্যে আহত পশুর মত দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ ভেসে আসছে। আর কিছু কানে আসছে না। চারদিকের ঝোপে চোখ বুলাল ও, তারপর সাবধানে সামনে এগোল।

'বাকি সবাই কোথায়?' লোকটার ওপর ঝুঁকল রানা, কোঁকড়ানো চুল মুঠো করে ধরে হ্যাঁচকা টান দিল।

স্মাইজারের একটা বুলেট, সম্ভবত পাথরে লেগে ছিটকে আসে, তার নাকটা ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে, মুখের মাঝখানে রেখে গেছে গভীর একটা রক্তভরা ফাটল। অসহ্য ব্যথা আর আতঙ্কে কাতরাচ্ছে লোকটা, জমিনে ঘষা খেয়ে সরে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল। তার মুখে ঝেড়ে একটা লাথি মারল রানা, চোয়ালের হাড় ভাঙার মত যথেষ্ট জোরে নয়, তবে, দুটো ঠোঁটই থেঁতলে গেল।

করুণা ভিক্ষা চাইছে লোকটা, একটা হাত বাড়িয়ে রানার পা চেপে ধরার চেষ্টা করল।

'আমার প্রশ্নের উত্তর দে,' কর্কশ গলায় বলল রানা। 'বাকি লোকগুলো কোথায়?'

এতক্ষণ পিছিয়ে যাচ্ছিল, রানার পা ধরার চেষ্টায় জমিনে ঘষা খেয়ে এবার এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে লোকটা। আবার লাথি মারার জন্যে এক পা পিছিয়ে এল রানা, এই সময় মাথাটা মাটিতে নামিয়ে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে লাগল। যেখানে নাক ছিল সেখান থেকে নিঃশ্বাসের সঙ্গে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

তার গলায় একটা পা রাখল রানা, খানিকটা চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল। 'কথা বল, শুয়োরের বাচ্চা!'

'তারা চলে গেছে, হুজুর···।' গলা বুজে আছে, ভোঁতা আর অস্পষ্টভাবে বেরিয়ে এল কথাগুলো। দুর্বল একটা হাত তুলে প্যানের পুব দিকটা দেখাল সে।

'কতজন ছিল ওরা?'

মাটিতে মাথা ঘষছে লোকটা, রানার কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

'কত দূরে, কোথায় গেছে?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানি না, হুজুর।'

পিছিয়ে এসে আবার লাথি মারল লোকটার পাঁজরে। কুঁকড়ে গেল লোকটা, কপাল দিয়ে মাটি খোঁড়ার চেষ্টা করছে। 'তাড়াতাড়ি বল,

ওদিকে কোথায় গেছে?' হিস হিস করে উঠল রানা। 'তা না হলে একটা পাঁজরও আস্ত রাখব না।'

'যীশুর কিরে, হুজুর, অমি জানি না,' গোঙাতে গোঙাতে বলল লোকটা।

'জানিস না কেন? সেই অপরাধেই তো মার খাচ্ছিস···।'

রানা আবার পা তুলতে যাচ্ছে দেখে লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, 'আমাদের রসদ দুই কি তিন মাইল দূরে, হুজুর। প্লেনের আওয়াজ শুনে এখানে আমরা আসি। ওরা হয়তো ওখানে ফিরে গেছে···।'

'কতজন ছিলি তোরা?' লোকটা কথা বলছে না দেখে আবার তার চুল ধরে টান দিল রানা।

'আটজন, হুজুর। আমাকে নিয়ে নয়জন।'

'তোদের সঙ্গে বারগাম আছে?'

'না, হুজুর।'

'লিডার কে?'

'নেকটার, হুজুর।'

উত্তরগুলো এখন দ্রুত বেরিয়ে আসছে। রানা ধারণা করল, লোকটা সত্যি কথাই বলছে। এরকম অসহ্য ব্যথায় কাতর বা মৃত্যুভয়ে অস্থির অবস্থায় বানিয়ে মিথ্যে তথ্য দেয়া সম্ভব নয়। 'কি করার কথা তোদের? কাজটা কি ছিল?' জানতে চাইল ও।

'ম্যাডামকে আবার জিম্মি করার নির্দেশ দেয়া হয় আমাদের, হুজুর। প্রথম যখন তাকে আমরা জিম্মি করি, তারও আগে থেকে তিনি একটা চিতাবাঘকে অনুসরণ করছেন। তাই নেকটার নির্দেশ দিল, প্রথমে আমরা ওটাকে মারব, তারপর ম্যাডামকে ধরে নিয়ে যাব।'

'হোয়াট! চিতা বাঘটাকে তোরা মেরে ফেলতে চাস?' অবাক হয়েছে রানা। 'কেন?'

'নেকটার বলল, ওটাই যত নষ্টের গোড়া। ওটাকে মারতে পারলে ম্যাডাম হতাশায় মুষড়ে পড়বেন, তখন তাঁকে ধরা বা সামলানো সহজ

হবে। আমাদের সঙ্গে একজন ট্র্যাকার আছে এবার, ওটাকে খুঁজে পেতে কোন অসুবিধে হবে না।'

'আচ্ছা···।' হঠাৎ স্থির হয়ে গেল রানা। ওর ডান দিকের ঝোপ থেকে খসখস শব্দ ভেসে এল। লোকটার চুল ছেড়ে দিয়ে চোখের পলকে আধ পাক ঘুরল, জমিনে হাঁটু জোড়া ঠেকিয়ে কোমরের পাশে বাগিয়ে ধরল স্মাইজার।

'স্যার···!' নরম সুরে ডাকল ডেকান।

পেশীতে ঢিল পড়ল, ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা। এতক্ষণে পৌঁছে গেছে ডেকান, ওদের আওয়াজ পেয়েছে। 'এদিকে, ডেকান,' ডাকল ও।

খসখস শব্দটা কাছে সরে এল, তারপর ফাঁক হয়ে গেল ঝোপ, বেরিয়ে এল ডেকান। মাটিতে পড়ে থাকা লোকটাকে দেখল সে, তারপর রানার দিকে মুখ তুলল। 'বাকি লোকগুলো পিছিয়ে গেছে, স্যার,' বলল সে। 'পুব দিকে গেছে ওরা। আমি ওদের পায়ের ছাপ পেয়েছি। যে-পথে এসছিল সেই পথেই গেছে। ছাপগুলো এলোমেলো, তাই ক'জন ছিল বুঝতে পারিনি, স্যার।'

'আটজন, ডেকান।' লোকটার কাছ থেকে কি জানা গেছে, ডেকানকে বলল রানা।

'ওর কি ব্যবস্থা করবেন, স্যার?' জানতে চাইল ডেকান, অকস্মাৎ তার চেহারা হিংস্র হয়ে উঠল।

লোকটার দিকে তাকাল রানা। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আতঙ্কিত ও অসহায়, মুখ আর নাক থেকে রক্ত বেরিয়ে এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে বুক। তাকে ওদের আর দরকার নেই। তার কোন গুরুত্বও নেই, বারগামের নগণ্য একজন টেরোরিস্ট, টাকার লোভে যোগ দিয়েছে দলে। তার কাছ থেকে আর কিছু জানারও নেই ওদের, তবে পাশে পড়ে থাকা অস্ত্রটা ওদের কাজে লাগবে। একটা হান্টিং রাইফেল, হয়তো এই রাইফেলেরই একটা বুলেটে আহত হয়েছে পুনম।

'আপনি যান, স্যার,' বলল ডেকান, তার কথায় সংবিৎ ফিরল রানার। 'বিশ সেকেণ্ড পর আসছি আমি। ওর সঙ্গে আমাকে একটু একা থাকতে দিন।'

কথা না বলে ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোল রানা। ডেকান এখন কি করবে জানে ও, জানে লোকটাও।

ডেকানের দিকে তাকিয়ে ফোঁপাচ্ছে সে, কথা বলতে চেষ্টা করলেও পারছে না। প্রস্রাব করছে, ধুলো মাখা শর্টস ভিজে গেল। হাতের স্মাইজার নামিয়ে রেখে রাইফেলটা তুলে নিল ডেকান।

ম্যাগাজিনে দুটো শেল রয়েছে। ব্রীচে একটা ভরল ডেকান, কাঁধে রাইফেল তুলল, লক্ষ্যস্থির করল সময় নিয়ে।

কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল লোকটা। একটা হাত দিয়ে মাটি খামচাচ্ছে।

রাইফেলটা নামাল ডেকান। 'মরার আগে শুনে যা কেন মরছিস,' বলল সে। 'আমার মেমসাহেব তোদের কোন ক্ষতি করেনি। তোরা তার পিছন থেকে গুলি করেছিস। আমার মেমসাহেবের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না।'

কি যেন বলতে চেষ্টা করল লোকটা, ডেকান শোনার অপেক্ষায় থাকল না, নিতম্বের কাছ থেকে গুলি করল। এত কাছ থেকে লক্ষ্য ব্যর্থ হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

গুলি করে লোকটার দিকে তাকালও না ডেকান, ঘুরে দাঁড়িয়ে ব্রীচে আরেকটা শেল ভরল। ব্যারেলটা বালির ভেতর ঢুকিয়ে দিয়ে দ্বিতীয়বার ট্রিগার টানল সে। বিস্ফোরিত হলো রাইফেলের মাজল। রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল সে, ঝুঁকে তুলে নিল স্মাইজার, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মুছে রানার খোঁজে ঝোপের দিকে এগোল।

প্যানের উল্টোদিকে ফিরে এসে ডারবিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ওরা। তার শার্টের আস্তিন ভাঁজ করে কনুইয়ের ওপরে তোলা, এক মুঠো

শুকনো ঘাস দিয়ে হাত দুটো পরিষ্কার করছে।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। ডারবির পায়ের কাছে নিচু ঝোপের ডালপালা নুয়ে রয়েছে, জমিনে রক্তের দাগও দেখা যাচ্ছে, কিন্তু পুনমকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

মুঠোর ঘাস ফেলে দিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল ডারবি। তার মুখে রক্ত নেই, ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে, ঘামে ভিজে গেছে শার্টের কলার। 'পুনম মারা গেছে, রানা,' শান্ত সুরে বলল সে। 'গুলিটা তার ঘাড়ের বড় দুটো শিরাই ছিঁড়ে ফেলেছিল। মারা গেছে কয়েক মিনিট আগে।'

তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, কথাগুলোর অর্থ খানিকটা ধরতে পারছে, খানিকটা মেনে নিতে পারছে না। পুনম আহত হয়েছে, আহত হয়েছে মারাত্মকভাবে, হ্যাঁ; নিজেই তা দেখেছে ও। কিন্তু পুনম মারা যেতে পারে না। এমন সজীব তাজা প্রাণবন্ত একটা অস্তিত্ব হঠাৎ এভাবে শেষ হয় কি করে! এমন সুন্দর একটা শরীর, এমন সুন্দর ও পবিত্র একটা চেহারা, নিষ্কলুষ কোমল মন, মায়াভরা চোখ, যে কিনা ব্যাকুল হৃদয় নিয়ে ওকে সাহায্য করতে ছুটে এসেছিল···রানা বুঝতে পারছে না, তার মৃত্যু হয় কি করে! না, এ অসম্ভব! এ সত্যি হতে পারে না। পুনম তার আঘাত অবশ্যই সামলে উঠবে। ডারবি সাংঘাতিক কোন ভুল করছে।

'আমি দুঃখিত, রানা।' ওর কাঁধে একটা হাত রাখল ডারবি।

এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নামিয়ে দিল ডারবির হাতটা, এখনও মেনে নিতে পারছে না। 'কোথায় সে?' মিষ্টি মেয়েটা, পুনম, যাকে সে কিশোরী দেখেছে প্রথমবার বতসোয়ানায় এসে। ওর দিকে কেমন অদ্ভুত চোখে শুধু তাকিয়ে থাকত। তারপর যখন দ্বিতীয়বার বতসোয়ানায় এল, দেখল অনেক বড় হয়ে গেছে মেয়েটা, চোখাচোখি হলেই লজ্জায় মাথা নত করত। সেই পুনম। ওকে মাসুদ ভাই বলত! কি মিষ্টি গলা! ওই ডাক আরেকবার শোনার জন্যে আনচান করছে বুকটা। 'বলো, কোথায় সে?' চিৎকার করছে রানা।

'দেখতে চেয়ো না, রানা, দেখতে চেয়ো না···।'

'কোথায় সে?' আবার চিৎকার করল রানা। 'দেখতে চাইব না মানে? তোমার কি মাথা খারাপ হলো? পুনমকে আমি দেখতে চাইব না? কোথায়, এখুনি তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে···।'

দু'সেকেণ্ড একদৃষ্টে রানাকে দেখল ডারবি। তারপর ঘুরে দাঁড়াল, ঝোপের ভেতর দিয়ে কয়েক গজ এগিয়ে থামল।

কাত হয়ে একটা ঝোপের গায়ে শুয়ে রয়েছে পুনম। রক্তের ধারা দেখে বোঝা যায়, প্যানের কিনারা থেকে এখানে তাকে টেনে এনেছে ডারবি। হাঁটু মুড়ে বসল রানা। বুলেটের গর্ত সহ ঘাড়টা মাটির সঙ্গে সেঁটে আছে, দেখা যাচ্ছে না, তবে এমন কিছু নেই যেখানে রক্ত লাগেনি। বুট, জিনস, শার্ট, মুখ, চুল—চাপ চাপ রক্ত লেগে রয়েছে সবখানে। হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা, বিড়বিড় করে আপনমনে কথা বলছে, কথা বলছে পুনমের সঙ্গে, জানে না কি বলছে। আকৃতি, কাঠামো, রঙ, চামড়ার লাবণ্য, সবই পুনমের অথচ প্রতিটি জিনিসই এমন বদলে গেছে যে অচেনা লাগছে। আগের সেই নিরেট ভাব নেই, সেই সৌন্দর্য বা মর্যাদাও হারিয়ে গেছে। ঘুমের মধ্যেও যে প্রাণশক্তি ও উত্তেজনার ভাব থাকার কথা, নেই তা। নিস্তেজ, ভাঙাচোরা, খালি লাগছে তাকে। মৃত্যু এত কুৎসিত, এত নিষ্ঠুর আর অবমাননাকর হতে পারে, রানার ধারণা ছিল না।

ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে তার মুখ স্পর্শ করল ও। পুনমের চামড়া এখনও গরম আর ভেজা ভেজা, রোদ আর ঘাম মিশে আছে। রানার হাতে এক গোছা চুল সুড়সুড়ি দিল।

তারপর হঠাৎ মাটির ওপর বসে পড়ল রানা, হাঁটু দুটোর মাঝখানে মাথা নামিয়ে কেঁদে ফেলল।

'ওঠো, রানা···।' বগলের তলায় একটা হাত ঢুকল, শক্ত করে ধরেছে ওকে, টেনে দাঁড় করাল।

মাথাটা ঝাঁকাল রানা, শার্টের আস্তিনে চোখ মুছে আকাশের দিকে তাকাল। বুঝতে পারছে না কতক্ষণ হাঁটু মুড়ে বসে ছিল ওখানে, হয়তো

মাত্র কয়েক মিনিট, কিন্তু এরই মধ্যে দিনের আলো প্রায় শেষ হয়ে গেছে।

'এদিকে এসো···।' হাত আর গলার আওয়াজ ডারবির, অনুভব করল রানা। বাধা দিল না, ডারবির ওপর ছেড়ে দিল নিজেকে, ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে ফিরে আসছে ট্রাকটার কাছে। রোবটের মত চলাফেরা, চোখে শূন্যদৃষ্টি, মনটা ঠাণ্ডা আর ফাঁকা, হাত আর পা অসম্ভব ভারি লাগছে। দৃষ্টিপথে চলে এল টয়োটা, অস্পষ্টভাবে ডেকানের উপস্থিতি টের পেল। চোখ দুটো টকটকে লাল, বিলাপ করছে নরম সুরেলা গলায়, দাঁড়িয়ে আছে টেইলগেটের পাশে।

হুডের ওপর নেতিয়ে পড়ল রানা। চোখে দৃষ্টি নেই।

'রানা···!' কতক্ষণ পর বলতে পারবে না, হঠাৎ খেয়াল হলো ওর হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে ডারবি। যেন অন্য একটা জগৎ থেকে ফিরে আসার চেষ্টা করল রানা, অতি কষ্টে মাথা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল।

'আমার কথা শোনো,' নরম সুর, তবে ব্যাকুল ভাবটুকু স্পষ্ট, যেন জরুরী তাগাদা দিচ্ছে ওকে। 'এভাবে তোমার ভেঙে পড়া চলবে না। তুমি ভেঙে পড়লে কারও কোন লাভ নেই, পুনমের তো নয়ই। তোমার ব্যথা আমি বুঝতে পারছি, রানা। তোমার ব্যথায় আমিও ব্যথিত। এখন আমাদেরকে শক্ত হতে হবে।'

মাথাটা নিচু করে নিল রানা।

'আমাদের এখানে থেমে থাকলে চলবে না, রানা,' আবার বলল ডারবি। 'ডেকান বলল, পায়ের দাগ দেখে বোঝা যায় ওরা নাকি পুব দিকে গেছে। তোমার কি ধারণা, এরপর কি করবে ওরা?'

ভুরু কুঁচকে মাথাটাকে সচল করার চেষ্টা করল রানা। এক দল বেজন্মা তাজা একটা ফুলকে পায়ের নিচে ফেলে থেঁতলেছে। ডেকান তাদের একজনকে খুন করেছে। এখন মনে করতে পারছে না, তবে ডেকান লোকটাকে খুন করতে চাওয়ায় নিশ্চয়ই ক্ষণিকের জন্যে হলেও খানিকটা তৃপ্তিবোধ করেছিল ও। কিন্তু এখন আর কোন অনুভূতি নেই,

এমনকি রাগও নেই। এখন শুধু বিরাট একটা শূন্যতা অনুভব করছে। পুনম বেঁচে নেই, অবিশ্বাস্য এই সত্যটা উপলব্ধি করার পর নিজেকে কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছে ও। যেখানে কোন কিছুরই আর কোন গুরুত্ব নেই।

'রানা, প্লীজ।' ওর হাত ধরে আবার ঝাঁকাল ডারবি। 'কোথায় গেছে ওরা, জানো তুমি? জানো, এরপর কি করবে?'

'মাইল কয়েক পিছনে ফিরে গেছে ওরা, ওখানে ওদের রসদ আছে···।' শব্দগুলো ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল মুখ থেকে, গলায় জোর নেই। এরপর কি করবে ওরা? এখন যেন তার কোন গুরুত্বই নেই। তবু মাথাটাকে খাটাবার চেষ্টা করল রানা।

সংখ্যায় এখন ওরা আটজন। সঙ্গে নতুন একজন লিডার। যোগ্য একজন লোক। যোগ্য হবারই কথা, কারণ আগের চেয়ে ব্যাপারটাকে অবশ্যই অনেক বেশি সিরিয়াসলি নেবে বারগাম। তাদের কাছে কোন অটোমেটিক ছিল না, স্মাইজার থেকে ঝাঁক ঝাঁক গুলি হতে দেখে ঘাবড়ে যায়, আর সেজন্যেই রসদের কাছে ফিরে গেছে। ওখানে সম্ভবত আরও ভাল অস্ত্র আছে তাদের। জানে, প্রতিপক্ষের চেয়ে সংখ্যায় তারা বেশি। কাজেই আবার আক্রমণ করবে। তবে রাতে নয়। অন্ধকারকে খুব ভয় পায় কালোরা, দিশেহারা বোধ করে। তারমানে পরবর্তী আক্রমণটা হবে সকালে। 'কাল সকালে হামলা করবে আবার,' বলল রানা।

'তাহলে তো···' শুরু করল ডারবি।

একটা হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা। আরও কি যেন বলতে চায় ও, মনে করার চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেণ্ড পর বলল, 'চিতাবাঘটাকেও মারবে। বারগামের কাছ থেকে সেই নির্দেশই পেয়েছে ওরা।'

ডারবি হতভম্ব, কথা বলতে না পেরে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে।

আহত লোকটা কি বলেছে ব্যাখ্যা করল রানা। ও থামতে ঘুরে

দাঁড়াল ডারবি, আকাশের দিকে তাকাল। কয়েক সেকেণ্ড কেউ কোন কথা বলল না। তারপর ডেকানের দিকে ফিরল সে, হাত ইশারায় কাছে ডাকল তাকে।

ডারবির সামনে এসে মাথা নত করে দাঁড়াল ডেকান।

'পুনমকে কবর দিতে চাইলে বলো,' রানাকে জিজ্ঞেস করল ডারবি। 'নাকি ভাবছ···?'

মাথা নাড়ল রানা। 'না, আগুন জ্বালা যাবে না। মাটিই দিতে হবে।'

ডেকানের দিকে ফিরল ডারবি। 'আমার ক্যাম্পিং ইকুইপমেন্টের মধ্যে ছোট একটা শাবল আর কোদাল পাবে, বের করো, ডেকান,' বলল সে। 'গর্তটা খুব গভীর করে মাটি চাপা দিলে, তার ওপর পাথর বসালে হায়েনারা কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।' রানার দিকে ফিরল সে। 'এসো, প্লীজ।'

আবার প্যানের কাছে ফিরে এল ওরা। ডেকানের হাত থেকে কোদাল নিয়ে বড় দুটো বোল্ডারের মাঝখানে নরম বালিতে গর্ত তৈরি করল রানা। ডেকান আর ডারবি আশপাশ থেকে ফুটবল আকৃতির পাথর এনে জড়ো করল এক জায়গায়।

ঝোপের ভেতর থেকে লাশটা বুকে তুলে নিল রানা। ওর চোখে এখন পানি নেই, শুধু নিঃশ্বাস পড়ার সময় থরথর করে কাঁপছে গোটা শরীর। গর্তের ভেতর নামানোর সময় ব্যাপারটা খেয়াল করল ও। পুনমের গলায় সোনার চেইনটা নেই। তার গলা থেকে চোখ তুলে ডারবির দিকে তাকাল ও, গর্তের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। ওর দৃষ্টির অর্থ বুঝতে পেরে ডারবি শুধু ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

মাটি চাপা দেয়ার পর কবরের ওপর পাথর সাজাল ওরা। কেউ কোন কথা বলছে না। ট্রাকের দিকে ফেরার সময় রানা আর ডেকানের মাঝখানে থাকল ডারবি, দু'জনের হাত ধরে আছে।

ট্রাকে উঠে প্যাসেঞ্জার সীটে বসল রানা, অসাড় আর নিস্তেজ লাগছে নিজেকে ওর। স্টার্ট দিয়ে টয়োটা ছেড়ে দিল ডারবি।

কোথায় যাচ্ছে ওরা, রানা জানে না। জানার কোন ইচ্ছেও নেই। সব কিছু যেন অর্থহীন হয়ে গেছে। পুনমের কথা ভাবতে চেষ্টা করল। এবার বতসোয়ানায় আসার পর বহুবার দেখা হয়েছে ওর সঙ্গে তার, অথচ সে-সব স্মৃতি বিশেষ মনে পড়ছে না, মনে পড়লেও সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে পারছে না। বারবার শুধু কিশোরী পুনমের ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বিপদ কেটে যাবার পর গোটা পরিবারের সবাই যখন নিরাপদ বোধ করছে, রানা যখন ঘন ঘন ওদের বাড়িতে আসা-যাওয়া শুরু করেছে, পুনম হয়ে উঠেছিল ওর প্রায় সার্বক্ষণিক সঙ্গিনী। তাদের বিশাল ফার্মে কোথায় কি আছে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে ওকে, ডেকান আর নিকেলদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গেছে, ঘোড়ায় চড়ে রানার সঙ্গে জঙ্গলে গেছে শিকার করতে। সে-সব স্মৃতি বিশেষ করে ভোলা সম্ভব নয় এই জন্যে যে রানার কোন বোন নেই, পুনম ওর সেই অভাবটা পুরণ করে দিয়েছিল।

পরে, দ্বিতীয়বার বতসোয়ানায় এসে, পুনমকে অন্যরকম দেখেছে রানা। আট-দশটা বছর তো কম সময় নয়; ইতিমধ্যে বড় হয়ে গেছে পুনম। তরুণী পুনম বড় বড় চোখ মেলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারেনি, চোখাচোখি হলেই নামিয়ে নিয়েছে দৃষ্টি। কারণটা বুঝতে পারেনি রানা, ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি পুনম তার মাসুদ ভাইকে অন্যরকম দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করেছে। দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে, একসঙ্গে সময়ও কাটিয়েছে ওরা, কিন্তু দশ বছর আগের কিশোরী পুনমকে আর খুঁজে পায়নি রানা। মনে মনে শুধু বিস্মিত নয়, একটু বোধহয় আহতও হয়েছিল ও। আর সেজন্যেই ওদের বাড়িতে আসা-যাওয়া কমিয়ে দেয়। পুনমের আচরণে রহস্যময় ও নিষিদ্ধ কিছু আছে, এটা বোধহয় টের পেয়ে যায় ওর অবচেতন মন, আর হয়তো সে-কারণেই তাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া কমিয়ে দেয় রানা। পুনম নানা উপলক্ষ্যে ওকে পাঁচবার ডাকলে একবার হয়তো গেছে।

আজ, এখন, মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি বদলে গিয়েছিল পুনম, সে তার

মাসুদ ভাইকে অন্যরকম দৃষ্টিতেই দেখতে শুরু করে। এরকম যে হয় না তা-ও নয়—কিশোরী একটা মেয়ে তার চেয়ে বয়েসে অনেক বড় কোন লোককে মনে মনে, গোপনে ভালবেসে ফেলে। পুনমের বেলায় হয়তো সেরকম কিছুই ঘটে গিয়েছিল। তা না হলে একা কেন ওকে সাহায্য করতে ছুটে আসবে সে? সন্দেহ নেই, যেভাবেই হোক ওর বিপদের কথা তার কানে গিয়েছিল। মাসুদ ভাইয়ের বিপদ, এ-খবর পাবার পর তার উচিত ছিল বাবাকে সব কথা জানানো। সাহায্য করার ইচ্ছে থাকলে উচিত ছিল ফার্মের লোকজনকে পাঠানো। কিন্তু তা সে করেনি, নিজেই চলে এসেছে, তা-ও আবার একা। অর্থাৎ ব্যাপারটাকে ব্যক্তিগত রাখতে চেয়েছে পুনম। কিন্তু কেন?

সম্ভাব্য উত্তর একটাই হতে পারে। রানাকে ভালবেসে ফেলেছিল সে। ওর বিপদে নিজেকে স্থির রাখতে পারেনি।

কাজটা উচিত হয়নি পুনমের। কথাটা ভাবার সময় আবার ভিজে উঠল রানার চোখ। একা এভাবে আসা তো উচিত হয়ইনি, ওকে এভাবে ভালবেসে ফেলাও উচিত হয়নি বোকা মেয়েটার।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক। দরজা খুলে নেমে পড়ার ইঙ্গিত দিল ডারবি। কথা না বলে, কোন প্রশ্ন না করে, নিচে নামল রানা। আবার তারা সেই ফাঁকা জায়গাটায় পৌঁচেছে, যেখানে দাঁড়িয়ে প্লেনের শব্দ শুনেছিল, যেখান থেকে ঝোপের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল বুশম্যানরা। এখনও তাদেরকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না, তবে চিতাবাঘের ছাপগুলো আগের মতই স্পষ্ট, বালির ওপর দিয়ে সোজা এগিয়ে গেছে।

ডেকান ট্রাকের পিছন থেকে নামতে তার সঙ্গে কথা বলল ডারবি, তারপর আবার রানার সামনে ফিরে এল। 'আমার কথা শোনো, রানা···।' ওর খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে সে। ইতিমধ্যে দিনের আলো নিভে গেছে, তারপরও তার চোখে গভীর একাগ্রতা লক্ষ করল রানা। 'যদি সম্ভব হয়, তোমাকে আমি একটা জিনিস দেখাব। তাতে তোমার বেদনার উপশম ঘটবে না, তবু তোমাকে তা দেখতে বলব আমি, বলব

বুঝতে চেষ্টা করো। তারপর তুমি যা ভাল বোঝো কোরো।'

ঘুরল ডারবি; লম্বা অ্যাকেশিয়া গাছটার দিকে হাঁটছে। ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিকে, ঝোপ ঝাড়ের ভেতর সেটা, যেটার দিকে হাত তুলে বিচিত্র শব্দ করেছিল বুশম্যানরা।

সাত

মাথা উঁচু করল চিতাবাঘ, হাই তুলল। সামনের থাবা দুটো লম্বা করল, তারপর ডালের ওপর ঘষে নিজের বুকের কাছে ফিরিয়ে আনল আবার। কাঠের ওপর গভীর সাদা ক্ষত সৃষ্টি করল নখরগুলো।

প্রায় সারাটা দিনই ঘুমিয়েছে কালো চিতা, নিবিড় ও নির্বিঘ্ন ঘুমের মধ্যে তার পালস রেট অর্ধেকে নেমে আসে। যদিও ঘুমের মধ্যেও তার শ্রবণ-ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে, মস্তিষ্কের অংশবিশেষ থাকে সতর্ক। গাছটার পাশ ঘেঁষে হরিণের একটা পাল হেঁটে গেলে, গরম ও স্থির বাতাসে ওগুলো যে-সব শব্দ করবে তার বেশিরভাগই শুনতে পাবে সে। শব্দগুলো বিপদের কোন সঙ্কেত দেবে না, ফলে সে জাগবেও না।

প্রায় সব ধরনের শব্দেরই রেকর্ড আছে তার ব্রেনে, ঘুমের মধ্যে ওখানে কোন শব্দ পৌঁছুলেই রেকর্ডের সঙ্গে মেলানো হয়, বিপজ্জনক না হলে ঘুমে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি হয় না। ঘুম ভাঙে শুধু খাবার, প্রতিদ্বন্দ্বী আর বিপদের শব্দে। অবশ্য সাধারণত দিনের বেলা আহার যোগ্য শিকারের শব্দ পেলেও তার ঘুম ভাঙে না। চিতা রাতের শিকারী, নিশাচর। প্রচণ্ড খরার কারণে খাবার দুষ্প্রাপ্য হয়ে না উঠলে অন্ধকারেই শিকার করে সে। আর এই প্রচণ্ড গরমে, প্রতিদ্বন্দ্বী, নিজের এলাকায় অন্য

একটা চিতা, তা-ও বিরল ঘটনা। কাজেই বিপদ সঙ্কেত বড় একটা পায় না সে। দাবানল, অসুস্থতা আর বার্ধক্য ছাড়া কালো চিতার কোন শত্রু নেই।

আজকের দিনটা তার অন্যরকম কেটেছে। তিন-তিনবার এমন সব শব্দ কানে ঢুকেছে, অচেনা ও বিভ্রান্তিকর বলে বাতিল করে দিয়েছে তার ব্রেন। প্রথমে ঝোপ থেকে এগিয়ে এসেছে একটা গুঞ্জন, তারপর কর্কশ একটানা গর্জন ভেসে এসেছে আকাশ থেকে, সবশেষে একনাগাড়ে কিছুক্ষণ শোনা গেছে তীক্ষ্ণ বিস্ফোরণের আওয়াজ। এ-সব শব্দ তার ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। রাগে গরগর করে ওঠে সে, একবার গাছের আরও উঁচুতে উঠে যায়, তবে প্রতিবারই আবার ঘুমিয়ে পড়ে সে। গোলযোগের কারণ যাই হোক, গরগর আওয়াজ শুনে কেউ সাড়া দেয়নি দেখে সন্তুষ্টচিত্তে ধরে নেয়, তার বিচলিত হবার মত কোন ব্যাপার নয়।

এখন আবার তার ঘুম ভেঙেছে। এবার ঘুম ভাঙার কারণ কোন শব্দ নয়, সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা হঠাৎ করে কমে যাওয়ায়। ডালটার ওপর দাঁড়াল সে, আবার হাই তুলল, তারপর নিচের ঝোপে চোখ বুলাল।

গত কয়েক হপ্তায় কালো চিতা প্রায় দুশো মাইল এগিয়েছে। এক কি দু'রাত পরপর শিকার করলেও শরীরের ওজন কমে গেছে শতকরা পনেরো ভাগ। নির্দিষ্ট কোন এলাকায় থাকার সময় সুস্থ সতেজ থাকার জন্যে সাধারণত হপ্তায় দুই কি তিনবার শিকার করলেই চলে। মরুভূমি পাড়ি দেয়ার সময় ব্যাপারটা অন্যরকম। এখানে শিকার কখন কোথায় পাওয়া যাবে জানা নেই। শিকার করতে সময়ও লাগে বেশি। শিকার করার পর দীর্ঘ সময় নিয়ে খাওয়ার সুযোগও থাকে না, তাড়াহুড়োর মধ্যে যতটুকু পারা যায় মুখে পুরেই আবার ছুটতে হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটতে হচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে শক্তি।

ওজন কমে গেলেও দেখে সহজে তা বোঝার উপায় নেই। তার গায়ের রঙ যেন গাঢ় হয়েছে, বেড়েছে রেশমি বা চকচকে ভাব, উজ্জ্বল

হলুদ হীরের মত চোখ দুটো আগের চেয়েও বেশি জ্বলজ্বল করে, দৃষ্টি অনেক বেশি প্রখর। পিছনে যে ছাপ রেখে যাচ্ছে সেগুলো এখন আরও গভীর, পা ফেলার গতিও বেড়েছে। রোগা দেখায় বুকের খাঁচার চারদিকে, পায়ের পেশী সরু হয়ে গেছে, কাঁধের পেশী আগের মত ফোলা নয়। এ-সবই দীর্ঘ পদ-যাত্রার মাশুল।

একটা নিয়ম ধরে নিচের ঝোপের ওপর চোখ বুলাল ওটা। হরিণের পাল ছাপ রেখে গেছে, হেঁটে গেছে একটা শিয়াল। না, বালিতে হিংস্র কোন প্রাণীর ছাপ দেখল না সে। কাঁটা-ঝোপের দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ, সন্ধ্যার বাতাস কোন দিকে বইছে বোঝার জন্যে। তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল চিতাবাঘ। গাছটা থেকে ত্রিশ গজ পুবে খাড়া একজোড়া আকৃতি দেখতে পেয়েছে সে। একটা চিনতে পারল, দ্বিতীয়টা নতুন।

বাতাস শুঁকল কালো চিতা, গন্ধ পেয়ে গরগর করে উঠল—সাবধানে, প্ররোচিত করার জন্যে চ্যালেঞ্জ জানাল। আকৃতি দুটো নড়ল না, কোন সাড়াও দিল না। আবার আওয়াজ ছাড়ল সে, এবার বেশ জোরে খেঁকিয়ে উঠল— গভীরস্বরে কড়া হুমকি, শেষ হলো হিসহিস শব্দের সঙ্গে। তবু কোন প্রতিক্রিয়া নেই। আকৃতিগুলোকে আরও কিছুক্ষণ পরীক্ষা করল সে, চেনা আকৃতিটা অচেনা আকৃতির সঙ্গে প্রায় মিশে আছে। এরপর গর্জে উঠল সে, এলাকায় নিজের আধিপত্য ঘোষণা করে গাছ বেয়ে নেমে এল নিচের বালিতে।

আজ দিনের বেলা যে-সব শব্দ শুনেছে, আকৃতিগুলো সেই জাতের—অচেনা, তবে বিপজ্জনক নয়। আত্মসমর্পণের নুয়ে পড়া ভাবও নেই, আবার আক্রমণাত্মক কোন ভঙ্গিও নেই। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাথরের অচল মূর্তি। ওরা যে কোন হুমকি বা প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, এটা বোঝার জন্যে ওইটুকুই তার জন্যে যথেষ্ট।

জমিনে নেমে এসে সামান্য প্রস্রাব করল সে, ঠিক আগে যেখানে একবার করেছিল। প্রস্রাবের দাগ ও গন্ধ যতক্ষণ থাকবে, গাছটার ওপর

তার দাবিও ততক্ষণ থাকবে। তারপর ঝোপের ভেতর দিয়ে উত্তর দিকে এগোল সে।

কালো চিতা জোড়া আকৃতির খুব কাছ দিয়ে হেঁটে গেল। এর আগে শব্দগুলোকে অচেনা ও বিভ্রান্তিকর বলে সনাক্ত করলেও তার ব্রেন বিপজ্জনক নয় বলে রায় দিয়েছিল, তেমনি ওগুলোকেও বিপজ্জনক নয় ধরে নিয়ে অগ্রাহ্য করল সে। শীতকালীন মরুভূমিতে যা কিছু রয়েছে, সন্ধ্যাতারা সহ, তারই একটা অংশ হিসেবে মেনে নিয়েছে ওগুলোকে। একই দৃশ্যপটে কালো চিতা তার নিজের উপস্থিতি সম্পর্কেও এক বিন্দু সচেতন নয়—সচেতন নয় যে তার গা থেকে মড়ার গন্ধ বেরুচ্ছে, দেখতে সে কালো একটা ছায়া, ভেলভেটের মত কোমল অথচ ভীতিকর; বালিতে রেখে যাচ্ছে পায়ের ছাপ; তারার আলো লেগে মাঝে মধ্যে ঝিক্ করে উঠছে হলুদ চোখ।

দর্শক দু'জনের মনে কি প্রভাব রেখে যাচ্ছে, সে-সম্পর্কেও সচেতন নয় সে। শুধু একটা ব্যাপারে সচেতন কালো চিতা। পেটের নিচে অনুভব করতে পারছে, অদ্ভুত এক খিদে। তার উরুসন্ধি উষ্ণ তরল পদার্থে ভিজে আছে, কি এক দুর্নিবার আকর্ষণ টেনে নিয়ে চলেছে তাকে ধ্রুবতারার দিকে।

আট

চারদিকে ঝোপ, ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। ওর পিছনে তাঁবু, ভেতরে ঘুমাচ্ছে ডারবি। ডেকান ট্রাকের মাথায়, কোলের ওপর স্মাইজার নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

দশটার মত বাজে, ওখানে রানা প্রায় দু'ঘণ্টা হলো একা দাঁড়িয়ে। আজ রাতে প্রবল বাতাস বইছে, মাঝে মধ্যে ঠাণ্ডা হিম ঝাপটা লাগায় পানি বেরিয়ে আসছে চোখে। কখনও বা ফুলে উঠছে বুক, কাঁপা কাঁপা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলছে।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত, একে একে সব কথাই মনে পড়ছে ওর। রাগের মাথায় ভুল করে গুলি করে বসল একটা হরিণকে। কনসেশন থেকে ফিরে এল রাজধানীতে, লাইসেন্স হারাবার আশঙ্কায় অস্থির। গেম ডিপার্টমেন্ট লাইসেন্স কেড়ে নিলে ওর নিজের তেমন কোন ক্ষতি হবে না, ক্ষতি হবে কর্মচারীদের, যাদেরকে ও ভালবাসে। এই সময় সাহায্যের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে এলেন কানাডিয়ান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা, ব্রায়ান। আদভানি পরিবারের কাছ থেকে টয়োটা আর অস্ত্র নিয়ে কালাহারিতে চলে এল ও, ডারবিকে টেরোরিস্ট গ্রুপটার কবল থেকে উদ্ধার করার জন্য। প্রথম সাক্ষাতেই তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হলো মেয়েটার সঙ্গে। তারপর কাঁধে গুলি খেয়ে অচল হয়ে পড়ল ও। মারা গেল নিকেল। মনে পড়ছে, অনেক যত্ন আত্তি ও সেবা-শুশ্রুষা করে এ-যাত্রা ওকে বাঁচিয়ে তুলেছে ডারবি। তারপর, অপ্রত্যাশিতভাবে প্লেন নিয়ে হাজির হলো পুনম। টেরোরিস্টদের গুলি খেয়ে সে-ও মারা পড়ল।

শেষ দিকে চোখ বেয়ে পানি গড়াতে শুরু করল। যদিও এই কান্নার কারণ পুনম বা নিকেল নয়। কালো চিতাবাঘ।

মাঝে মধ্যে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে রানার, সত্যি ওটাকে দেখেছে কিনা বুঝতে পারছে না। বাস্তবে দেখেছে, নাকি জ্বরের ঘোরে যে স্বপ্ন দেখেছিল তারই কোন প্রতিচ্ছবি ফিরে আসছে? তারপরই গন্ধটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, আর মনে পড়লেই কুঁচকে উঠছে নাক—থাবার ফাঁক-ফোকরে লেগে থাকা পচা মাংসের গন্ধ। তারপর ছবিটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে, বিশাল এক কালো ছায়া ঢেউ তুলে ঝোপের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, হলুদ চোখে হীরকের উজ্জ্বল দ্যুতি, বালিতে কোমল খসখস শব্দ। বুঝতে পারছে, সত্যি সত্যি দেখেছে। অথচ বিশ্বাস করতে

না পারায় মাথা নাড়ছে আপনমনে।

বহু বছর ধরে শিকার করছে রানা, পৃথিবীর নামকরা প্রায় সব জঙ্গলেই গেছে ও। আফ্রিকাতেই এত বড় হাতি ও সিংহ মেরেছে যে রেকর্ড বুকে লেখা হয়েছে সে-সব ঘটনার কথা। কালাহারিতে, ওর কনসেশনেও মক্কেলদের হয়ে বিরাট সব প্রাণী শিকার করেছে। কিন্তু সে-সব প্রাণীর সঙ্গে এই প্রাণীটার কোন তুলনা চলে না। এটা সম্পূর্ণ অন্য এক ব্যাপার। আর সব প্রাণীর সঙ্গে এটার পার্থক্য আকৃতিতে নয়, ধরনে বা জাতে।

কালো চিতা শিকার নয়। এমন কি এই জগতেরই নয়। নয় এই সময়কার। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল একটা কালো ছায়া, যেমন রহস্যময় তেমনি ভীতিকর, চলাফেরায় কোন শব্দ নেই, মুখে ধারাল দাঁত, থাবায় বাঁকা নখর—ওটা আসলে হারিয়ে যাওয়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা প্রাণী, অকস্মাৎ একটা কিংবদন্তী রক্ত-মাংস-হাড়-পেশীসহ জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। তারপর, স্বপ্ন কিনা, এই ধাঁধা সৃষ্টি করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেছে উত্তর দিকে।

এই মুহূর্তে, এখনও, ওদের সামনে আছে ওটা। তারার আলোয় ছুটে চলেছে নিজের গন্তব্য অভিমুখে। ডারবির মোহ আর নেশাটা কেন, এখন বুঝতে পারছে রানা। এ যেন একটা ইউনিকর্ন আবিষ্কার। রোমান আর গ্রীক লেখকরা যার বর্ণনা দিয়ে গেছেন, যার খোঁজ পাওয়া যায় শুধুই প্রাচীন গল্প-কাহিনীতে। অর্ধেক ঘোড়া, অর্ধেক মানুষ, মাথায় একটা মাত্র শিং, ভোরের কুয়াশার ভেতর লুকিয়ে থাকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে আবছা দেখায়, তবু আকৃতিটা বোঝা যায়, অনুসরণ না করে কোন উপায় থাকে না, জানতে ইচ্ছে করে কোথায় যাচ্ছে ওটা, কেন যাচ্ছে। তবে পার্থক্য হলো, কালো চিতা কিংবদন্তী নয়, ওটার ঘাড়ে সোনালী কেশর নেই, মাথায় নেই কোন শিং। ইউনিকর্ন নয়, তারচেয়ে অনেক ভয়ঙ্কর এক প্রাণী, আরও বেশি আকর্ষণীয়।

শিউরে উঠল রানা। হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে এখনও দাঁড়িয়ে

আছে।

'রানা···।'

ভেজা চোখ, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ও। ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ডারবি। লম্বা নাইটগাউন পরেছে সে, কাঁধে জড়িয়েছে শাল। আলগা চুল বাতাস লেগে ফুলে-ফেঁপে রয়েছে। মুখটা এখনও মলিন, ধুলো লেগে আছে।

'ঘুমাবে না?' জিজ্ঞেস করল সে।

একবার চোখ বুজে ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথাটা ঝাঁকাল রানা। সিদ্ধান্ত হয়েছে তিনটে পর্যন্ত বিশ্রাম নিয়ে আবার রওনা হবে ওরা, চাঁদের আলোয় ছাপ অনুসরণ করে যে ক'মাইল সম্ভব এগিয়ে থাকবে টেরোরিস্টদের কাছ থেকে।

'এসো আমার সঙ্গে,' নরম সুরে ডাকল ডারবি।

মাথা নেড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ওর হাত ধরে টানল ডারবি। টানটা মৃদু, তবে দৃঢ়। তার সঙ্গে ট্রাকের দিকে এগোল ও। ট্রাকের পিছনে ওর জন্যে স্লিপিং ব্যাগ ফেলা আছে। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল, ট্রাকের কাছে থামেনি ওরা, ওটাকে পাশ কাটিয়ে তাঁবুর দিকে হাঁটছে।

তাঁবুর ভেতর একটা টর্চ জ্বলছে। হাঁটু গেড়ে নিচু হলো ডারবি, ফ্ল্যাপ তুলল, ভেতরে ঢুকতে সাহায্য করল ওকে। হাতটা এখনও ছাড়েনি সে। ভেতরে ঢুকে অপর হাতে ফ্ল্যাপটা ফেলে চেইন টেনে দিল। এতক্ষণে ছাড়ল ওর হাত। তারপর কাঁধ ধরে নিচের দিকে চাপ দিল, বসিয়ে দিল গ্রাউণ্ড শিট-এর ওপর। ওকে পাশ কাটিয়ে নিজের স্লিপিং-ব্যাগের কাছে চলে এল সে।

স্লিপিং ব্যাগে ঢুকে বালিশে ছড়িয়ে দিল সোনালি চুল, শুয়ে আছে চিৎ হয়ে। রানার দিকে তাকাল সে, দেখল শুয়ে পড়েছে ও। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ঠাণ্ডা লাগছে না?'

কথা না বলে চারদিকে চোখ বুলাল রানা। ডারবির শালটা পড়ে থাকতে দেখে হাত বাড়িয়ে তুলে নিল। ক্ষীণ হাসল ও। 'সাফারিতে এ-

সব জিনিস অচল, তবে ঠেকায় পড়লে কি করা।'

'আমি ঠিক তা জিজ্ঞেস করিনি,' বলল ডারবি, সে-ও নিঃশব্দে হাসল। শান্ত, মিষ্টি হাসি। এমন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা, ব্যাপারটা যেন ধরতে পারেনি।

কাত হলো ডারবি, ব্যাগের এক ধারে সরে শুলো, তারপর কাভারটা উঁচু করল। 'এখানে চলে এসো, রানা।'

হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা। ভাবল, শুনতে ভুল করেছে?

'কই, এসো,' আগের মত কোমল সুরে সাদর আমন্ত্রণ নয়, এবারের সুরটা প্রায় আদেশের মত শোনাল।

তবু রানা শুধু তাকিয়েই আছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি বলছ, ডারবি?'

'বলছি আমার কাছে এসো, এখানে তুমি গরম পাবে। ওখানে সারারাত ঠাণ্ডায় হি হি করবে, আমার ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু···,' ইতস্তত করছে রানা।

'কথা নয়, কোন কথা নয়!' ডারবির কথায় কৃত্রিম শাসন। 'যা বলছি শোনো। জলদি!'

অনিশ্চিত ভঙ্গিতে ক্রল করে এগোল রানা।

চাপা গলায় হেসে উঠল ডারবি। 'প্রথমে পায়ের বুটজোড়া খোলো। স্লিপিং-ব্যাগের ভেতর ওগুলোর কোন দরকার নেই।'

বসল রানা, বুটের ফিতে খুলল, তারপর স্লিপিং-ব্যাগের ভেতর ঢুকে ডারবির পাশে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে শুলো।

কয়েক মিনিট কেউ ওরা নড়ল না। কেউ কোন কথাও বলল না। শুধু পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে ও অনুভব করতে পারছে। আরও এক মিনিট পেরিয়ে গেল। রানার শরীরটা কাঁপতে শুরু করল, নিঃশ্বাস পতনের শব্দও কাঁপা কাঁপা। ডারবি বুঝতে পারল, আবার কাঁদছে ও।

'তোমার হাত দুটো কোথায়?' জিজ্ঞেস করল সে, মৃদু স্বরে। 'জড়িয়ে ধরো আমাকে।'

কাত হয়ে ডারবির দিকে পিছন ফিরতে চাইল রানা, ব্যর্থ হয়ে হাঁটু জোড়া বুকের কাছে তুলে আনতে চেষ্টা করল। ভয় নয়, অপরাধবোধ নয়, দিশেহারা একটা ভাব অস্থির করে রেখেছে ওকে। এর আগেও প্রিয় অনেক মানুষ মারা গেছে ওর চোখের সামনে, তাদের জন্যে যদি কান্না পেয়ে থাকেও, এক-আধবার চোখের পানি ফেলে নিজেকে সামলে নিতে পেরেছে ও। কিন্তু পুনমকে হারানোর শোক ভুলতে পারছে না। মেয়েটার এভাবে চলে যাওয়া নিষ্ঠুর অপচয় বলে মনে হচ্ছে। কষ্ট হচ্ছে মেনে নিতে। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না।

এর আগে কোন মৃত্যুই রানার ভেতর এ রকম গভীর অসহায় বোধ জাগাতে পারেনি। ব্যাগের ভেতরটা বড় বেশি আঁটসাঁট, কাত হওয়া তো গেলই না, বুকের কাছে হাঁটু দুটোও তুলতে পারল না। তবে দুটো শরীর পরস্পরের সঙ্গে সেঁটে থাকায় এখন আর শীত করছে না। উষ্ণ ভাবটা ধীরে ধীরে আরাম দিচ্ছে ওকে, অস্পষ্ট করে তুলছে সমস্ত ব্যথা, থামিয়ে দিচ্ছে অদম্য কাঁপুনি।

ওকে জড়িয়ে থাকা ডারবির হাত দুটো অনুভব করতে পারছে রানা। ওর গলায় সেঁটে রয়েছে তার মুখের একটা পাশ। হঠাৎই হাত তুলে তাকে জড়িয়ে ধরল ও। প্রথমে খুব জোরে, ডারবির কাঁধে ডুবিয়ে দিল মাথাটা, তার পিঠ পেঁচিয়ে থাকা হাত দুটো দিয়ে আরও কাছে টানল তাকে। তারপর, কাঁপুনি আর চোখের পানি বন্ধ হতে, ঢিল পড়ল আলিঙ্গনে, স্থির হয়ে শুয়ে থাকল অনেকক্ষণ। মাথাটা হালকা আর খালি খালি লাগছে, উষ্ণ ভাবটা উপভোগ করছে। আলো জ্বলছে তাঁবুর ভেতর, শুধু আভাটুকু দেখতে পাচ্ছে ও।

এভাবে অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেল। তারপর তাপ ও আলোর আভা ছাড়াও ধীরে ধীরে অন্য একটা ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠল রানা। অদ্ভুত, পরিস্থিতির সঙ্গে বেমানান। ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে কয়েক মিনিট সময় লাগল। উপভোগের আকাঙ্ক্ষা জাগছে মনে।

সামান্য একটু নড়ল রানা। ওর শরীরের সঙ্গে পুরোপুরি সেঁটে আছে

ডারবি। একটা হাত তুলে তার কাঁধে রাখল, তারপর বুকে। পরমুহূর্তে ঝট করে সরিয়ে নিল হাতটা, যেন ছ্যাঁকা খেয়েছে। নিরেট অথচ কোমল স্পর্শটুকু ইলেকট্রিক শক-এর মত ধাক্কা দিয়েছে ওকে। চোখে সংশয় আর দ্বিধা, ডারবির চোখের দিকে তাকাল ও। তাকাতেই দেখল, হাসছে ডারবি।

'ইচ্ছে হলে ছোঁও,' বলল সে। 'যদি বলো তো চোখ বুজে মরার মত পড়ে থাকি।'

ইতস্তত করছে রানা। তারপর দেখল, চোখ বুজে অপেক্ষা করছে ডারবি। আবার, ধীরে ধীরে, তাকে স্পর্শ করল ও। হাসি হাসি মুখ, তবে কথা বলছে না সে, চোখও খুলছে না। তার সারা শরীরে ঘুরে বেড়াচ্ছে রানার একটা হাত।

'ইচ্ছে করছে তোমাকে দেখি। যদি বলো তো চোখ খুলি।'

ডারবিকে দেখে রানার ধারণা হয়েছিল, চৌকো আকৃতির হবে, শরীরে শুধু হাড়। না, ভুল বুঝেছিল ও। ওর আঙুলের ডগায় পেশীগুলো নিরেট ও মাংসল। কোমল ত্বক। ওর হাতের স্পর্শে শিউরে শিউরে ওঠা শরীরটায় বাঁধ ভাঙা যৌবন।

আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। দু'জনেই হাঁপিয়ে উঠেছিল, ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসছে শ্বাস-প্রশ্বাস।

'এখন আর শীত করছে?'

মুখটা বালিশের ওপর, মাথা নাড়ল রানা। ডারবির পাশে শুয়ে রয়েছে ও, দু'জোড়া হাত পরস্পরকে জড়িয়ে রেখেছে। 'সেন্ট্রাল হিটিং সিস্টেমও হার মানবে,' মৃদু হেসে বলল ও।

হেসে উঠল ডারবি। 'আমি খুশি।'

কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো রানা, তাকাল ডারবির দিকে। বিস্ময়বোধটা ফিরে আসছে।

এক পর্যায়ে মনে হয়েছিল ওদের মিলিত হতে বা সুখী হতে চাওয়াটা অত্যন্ত স্বাভাবিক; শুধু স্বাভাবিক নয়, অবধারিতও ছিল বটে। আবার এক

সময় এ-ও মনে হয়েছে, এর কোন ব্যাখ্যা নেই, ঘটনাটা কোন কারণ ছাড়াই ঘটছে। কোথাও কোন মিল নেই দু'জনের মধ্যে, পরস্পরকে ওরা কোনভাবে বাঁধতে চায়নি, পরস্পরের প্রতি যদি কোন আকর্ষণ থাকেও, সেখানে দাবি বা প্রাপ্তির কোন যোগ নেই। তবে এক হপ্তা আগে ডারবিকে ক্যাম্প-ফায়ারের সামনে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে রানার কেন যেন মনে হয়েছিল, ওকে নিয়ে তার মনে একটা প্ল্যান তৈরি হচ্ছে। মনে হয়েছিল, ওর কাছ থেকে কিছু আদায় করার কথা ভাবছে সে।

এই মুহূর্তে তৃপ্ত সে, পরিপূর্ণ ও সন্তুষ্ট। হাসছে ডারবি। 'তোমার ভাল লাগেনি?' জিজ্ঞেস করল। 'ভুরু কুঁচকে কি ভাবছ তাহলে?'

'ভাবছি···কেন, ডারবি?'

'কেন আবার, আমি বঞ্চিত হতে চাইনি, তাই,' হেসে উঠে এমন সহজ সুরে জবাব দিল ডারবি, যেন আর কোন ব্যাখ্যা থাকতে পারে না।

রানার মনে প্রশ্ন জাগছে, তাহলে কি ব্যাপারটা শুধুই শারীরিক?

'হঠাৎ করেই আমার মনে একটা ভয় জাগে, রানা,' বলল ডারবি, গলার স্বর বদলে গেছে। 'ভয়টা জাগে,' ফিসফিস করে, বিষণ্ন সুরে কথা বলছে সে, 'পুনমের পরিণতি দেখে। সত্যি বলতে কি, পুনম আমার চোখ খুলে দিয়ে গেছে।'

বুঝল না রানা, চোখে প্রশ্ন।

'তুমি বোধহয় টেরও পাওনি, ও তোমাকে ভালবাসত, রানা,' বলে চলেছে ডারবি। 'বোকা মেয়েটা সাহস করে কোনদিন তোমাকে বলেনি কিছু···।'

প্রতিবাদ করে কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, ওকে বাধা দিল ডারবি। 'এক সেকেণ্ড,' বলে বালিশের তলায় হাত গলিয়ে বের করে আনল পুনমের নেকলেসটা। 'এটা কার তুমি জানো?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

রানার নগ্ন বুকের ওপর নেকলেসটা ফেলল ডারবি, 'নেড়েচেড়ে

দেখো।'

স্লিপিং ব্যাগের ভেতর আধশোয়া ভঙ্গিতে রয়েছে রানা, বুক থেকে সোনার চেইনটা তুলে নিয়ে টর্চের আলোয় ভাল করে দেখল। লকেটটা ছোট্ট, হৃৎপিণ্ড আকৃতির। কি যেন খোদাই করা রয়েছে গায়ে। ভাল করে তাকাতে হিম হয়ে গেল ওর শরীর। ইংরেজিতে লেখা কয়েকটা শব্দ—'আই লাভ ইউ, রানা'।

'তোমরা চলে যাবার পর পুনমের জ্ঞান ফিরে এসেছিল, রানা,' বিড়বিড় করে বলল ডারবি। 'তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

উঠে বসল রানা, স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল। চোখে পলক পড়ছে না, তাকিয়ে আছে ডারবির দিকে। 'কি বলল?'

'বলল—আমি যে ভালবাসি, মাসুদ ভাই কোনদিন তা বুঝতেই চাইলেন না। বলল—আমি যে বলব, সে ভাষাও আমার ছিল না। তারপর ইঙ্গিতে এই চেইন আর লকেটটা দেখাল আমাকে। বলল—এটা ওকে দেবেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন উনি। আর ওকে বলবেন, ওর কাছে এসে মরতে পেরে আমি সুখী।'

ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর কপাল ঠেকিয়ে বসে থাকল রানা। স্লিপিং ব্যাগ থেকে ডারবিও বেরিয়ে এল, হাত রাখল রানার কাঁধে। মুখ তুলল রানা।

'কথাগুলো বলার পর মারা গেল পুনম। তার ঠোঁটে হাসি ছিল, রানা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডারবি। 'সেই থেকে আমার মনে একটা ভয় জেগেছে। যে বিপদের মধ্যে আছি, পুনমের মত আমিও তো হঠাৎ মারা যেতে পারি। ভাবলাম, পুনম নাহয় বোকামি করেছে, সে তার ভালবাসার কথা সংকোচে হোক বা হীনম্মন্যতার কারণে হোক বলতে পারেনি। কিন্তু আমি কেন বোকামি করছি? আমার ভেতর তো ও-সব দুর্বলতা নেই···।'

'তুমি?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল রানা।

হেসে উঠল ডারবি। 'আমি। তা না হলে আমরা দু'জন আজ

এখানে কেন?'

মৃদু শ্রাগ করল রানা। 'আমি ধরে নিয়েছিলাম, আমার ঠাণ্ডা লাগছে, আমার করুণ অবস্থা দেখে তোমার···।'

বাধা দিল ডারবি। 'তোমার করুণ অবস্থা দেখে আমি··· কি? কাউকে উত্তাপ দিতে চাইলে তার সঙ্গে প্রেম করতে হবে, এরকম কোন নিয়ম আছে কোথাও?'

এখনও হাসছে ডারবি। কি বুঝবে বা কি ভাববে, ঠিক বুঝতে পারছে না রানা। তারপর কালো চিতার কথা মনে পড়ল ওর। 'তুমি আমাকে ওটা দেখাতে চাইলে কেন?'

ইতস্তত একটা ভাব এসে গেল ডারবির চেহারায়, কপালে চিন্তার ক্ষীণ রেখা ফুটল, মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকাল—এড়িয়ে যাচ্ছে না, বলার কথাগুলো মনে মনে গুছিয়ে নিতে চাইছে। যখন শুরু করল, গলার স্বর আগের চেয়ে শান্ত আর নরম লাগল রানার কানে। 'তুমি জানো, রানা, ওটাকে আমি আজ প্রায় চার মাস ধরে অনুসরণ করছি। সত্যি কথা বলতে কি, ইতিমধ্যে আমি প্রায় বিশ্বাস করতে শুরু করেছি যে ওটা একা শুধু আমার, আর কারও নয়। আমি কোন যুক্তি খাড়া করার চেষ্টা করছি না, তবে বলতে চাই যে কারও ভাগ্য যদি এতটা সুপ্রসন্ন হয়, কেউ যদি এরকম বিরল আর অসাধারণ, এরকম দামী আর অদ্ভুত সুন্দর কোন জিনিস আবিষ্কার করে বসে, তার মনে এ-ধরনের চিন্তা আসতেই পারে।

'কিন্তু না, আমার ভুল হয়েছে। কালো চিতা আমার নয়। প্রথমে সে তারই, সে নিজেই তার মালিক; তারপর তার প্রজাতির; সবশেষে সমান হারে আমাদের সবার। আমার, তোমার, নিকেলের, পুনমের, ডেকানের···সবার। আজই এটা আমি উপলব্ধি করেছি, ফলে আরেকটা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে···।'

রানার দিকে ফিরল সে, ঠোঁট টিপে হাসল। তার একটা হাত এখনও রানার কাঁধে।

'দামী ওটা, কিন্তু কত দামী, রানা? আমার কাছে···হ্যাঁ, আমার

ওটা সব। আমার কাছে ওটা অমূল্য। কিন্তু আমি তো একা, নিঃসঙ্গ, বেছে নিয়েছি প্রায় সন্ন্যাসিনীর জীবন। কিন্তু তুমি তো তা নও। আমার সঙ্গে প্রথমে তুমি এলে প্রয়োজনের খাতিরে, তারপর স্বেচ্ছায়—এমনকি কাঁধের ক্ষত নিয়েও তুমি আর ডেকান কোন না কোন ভাবে নিরাপদে ফিরে যাবার পথ করে নিতে পারতে। তা তুমি যাওনি, থেকে গেলে। শুধু এই একটা মাত্র কারণে, যে সাহায্য আর সমর্থন আমাকে তুমি দিয়েছ, তোমাকে আমি ভালবাসতে পারতাম। কিন্তু সিদ্ধান্তটা এমন কি যদি তোমারও হয়ে থাকে, তবু প্রশ্নটার উত্তর পাওয়া যায় না। কারণ তুমি ছাড়াও নিকেল আর পুনম রয়েছে। কালো চিতার কারণে মারা গেছে ওরা। ওটার অস্তিত্ব না থাকলে আজ ওরা দু'জনেই বেঁচে থাকত।'

একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে রানা।

'প্রাণীটা কি এতই দামী, রানা? তার পিছনে ছোটার জন্যে ভাল আর প্রিয় মানুষগুলোকে মরতে দেয়া যায়? আমি জানি না···কিভাবে কারও পক্ষে জানা সম্ভব! এ-সব প্রশ্নের কখনও কোন উত্তর হয় না, শুধু প্রশ্নই তোলা যায়। মানুষ তো মরেই, বিবেচনার বিষয় হলো কিভাবে মরে সে, কিসের জন্যে মরে? কেউ মরে তুচ্ছ, অর্থহীন কারণে; আবার কেউ মরে মূল্যবান কিছুর জন্যে। তুমি অবশ্য বলতে পারো, মৃত্যু মৃত্যুই, মারা যাবার পর দু'দলে আর কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু আমি তা বলি না। আমি মনে করি, বিরাট একটা পার্থক্য আছে। তবে এটা আমার নেহাতই ব্যক্তিগত বিশ্বাস। তোমার বিশ্বাস কি, এ প্রশ্ন করার জন্যে কালো চিতাটাকে তোমাকে দেখানোর দরকার ছিল···।

দম নিচ্ছে ডারবি, রানা অপেক্ষা করছে। বিস্ময় ও দিশেহারা ভাবটুকু এখনও ওর মধ্যে রয়েছে, তা সত্ত্বেও ডারবি যা করেছে তার তাৎপর্য ও মাত্রা অবশেষে উপলব্ধি করতে পারছে ও।

ডারবি ওকে শুধু কালো চিতাই দেখায়নি, পুনমের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছে ওকে। পুনমের মৃত্যু বিফলে যায়নি, এ-কথা প্রমাণ করার

জন্যে নয়, এমনকি মৃত্যুটাকে ব্যাখ্যা করার জন্যেও নয়। ওকে দেখাতে চেয়েছে কিসের জন্যে মারা গেছে পুনম, ও যাতে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারে—কালো চিতা কি এতটাই মূল্যবান যে ওটার জন্যে রক্তপাত ঘটতে দেয়া যায়, ঝুঁকি নেয়া যায় মৃত্যুর?

'ওটাকে তুমি দেখার পর কি ঘটবে,' বলল ডারবি, 'নির্ভর করে তোমার ওপর। আমি শুধু গত এক হপ্তা আগে থেকে যা করতে চেয়েছি আজ তাই করেছি। নিজের বুকে আশ্রয় দিয়েছি তোমাকে, দু'হাত দিয়ে জড়িয়েছি, ভালবেসেছি। জানি, ব্যাপারটা তোমাকে ভয়ানক নাড়া দিয়েছে। ওহ্, রানা, এখনও তোমাকে অনেক কিছু শিখতে হবে! তুমি মনে করো দৈহিক মিলন ঘটে শুধু লালসা পূরণ করার জন্যে, নয়তো কেউ যদি কাউকে প্রচণ্ড ভালবাসে? তুমি মনে করো, এ দুয়ের মাঝখানে আর কিছুই নেই? ভুল, রানা। মাঝখানে আরও বহুকিছু আছে। মানুষ প্রেম করতে পারে শুধু ধন্যবাদ জানাবার জন্যে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্যে, দায়িত্ব নেয়ার জন্যে, যা তারা নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে তাতে সীল মারার জন্যে, এরকম আরও বহু কারণে। সবগুলোই সত্যি, সিদ্ধ, আর সঙ্গত। এ-সবই ভালবাসার অংশবিশেষ। ব্যাপারটা এমনকি মরুভূমির মাঝখানে একটা স্লীপিং-ব্যাগের ভেতরও ঘটতে পারে। আর যদি কিছু না-ও হয়, অন্তত এটা আমি তোমার কাছে প্রমাণ করতে পেরেছি।'

আবার হাসল ডারবি, সহজ হাসি, এক হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাল।

হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিল রানা। দাঁড়াল, লাইটার জ্বালল, ধোঁয়া গিলে খুক করে কাশল একবার, হেঁটে এসে ফ্ল্যাপ তুলল তাঁবুর।

তাঁবুর ঠিক বাইরে এসে দাঁড়াল ও। শরীরে কাপড় নেই, ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছে, শিশিরে ভিজে আছে বালি। দেড় দু'ঘণ্টা আগে ফাঁকা জায়গাটার কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকার সময় অবশ আর অসাড়

লাগছিল ওর, ঠাণ্ডায় হি হি করে কাঁপছিল শরীর। এখন সে-ধরনের কিছু অনুভব করছে না। হিম বাতাস বরং যেন পানির মত বয়ে যাচ্ছে ওর ওপর দিয়ে, পরিষ্কার ও তাজা হয়ে উঠছে শরীরটা, অথচ ভেতরের উত্তাপ তাতে এতটুকু কমছে না। হৃদয়ের ওই উষ্ণতাটুকু এখন আর কোন কিছুতেই নষ্ট হবে না। তারাগুলো থেকে মাথার ওপর কোমল, নীলচে আর ঠাণ্ডা আলো নেমে আসছে, পরম একটা শান্তির অনুভূতি এনে দিচ্ছে ওর শরীর আর মনে। তিক্ত যত অনুভূতি, শোক, বেদনা আর ব্যর্থতা ছেড়ে যাচ্ছে ওকে।

পুনমের কথা ভেবে এখন আর আগের মত দিশেহারা বোধ করছে না রানা। অবশেষে মেনে নিতে পারছে, সে বেঁচে নেই। তবে তার মৃত্যুটাকে অপচয় বলে মনে হচ্ছে না। পুনমের মৃত্যুর ফলে প্রকৃতির মহৎ একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। পুনম এখানে অপ্রত্যাশিতভাবে এসে না পৌঁছুলে কালো চিতা বেঁচে থাকত না, বেঁচে থাকত না সে বা ডেকান বা সম্ভবত ডারবিও। এক অর্থে ওদের কারুরই কোন গুরুত্ব নেই, গুরুত্ব আছে শুধু বিরল প্রাণীটির। এর আগের সমস্ত ঘটনা তুচ্ছ বলে মনে করতে পারছে রানা, ওর রাগ আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাবটার শুরু হচ্ছে এখান থেকে।

রানা জানে, মরুভূমি খুব টানত পুনমকে। ডারবির মতই মরুভূমিকে ভালবাসত সে। আর কালো চিতাও মরুভূমির প্রাণী—মরুভূমির একটা দুর্লভ রত্ন। ওটার জন্যে, পুনমের জন্যে, কালো চিতার পিছু নেবে ও, পিছু নেবে বালির বিশাল বিস্তৃতির শেষ মাথা পর্যন্ত। নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হলেও ওটাকে রক্ষা করবে রানা।

নয়

ঠিক তিনটের সময় রওনা হলো ওরা। রওনা হবার আগে তাঁবুর ভেতর পনেরো মিনিট ধরে ম্যাপটা পরীক্ষা করেছে রানা।

ট্রাকের স্পীডোমিটারের রিডিং দেখে নিজেদের অবস্থান প্রায় নির্ভুল জেনে নিয়েছে ও। সেন্ট্রাল কালাহারির উত্তর প্রান্তে রয়েছে ওরা, ওদের সামনে ষাট মাইল দূরে মাউন। কালো চিতা সরল একটা পথ ধরে যাচ্ছে, পথটা এঁকেবেঁকে না গেলে ছোট শহরটার সামান্য পশ্চিমে পৌঁছুবে ওরা। তারপরই ঢুকবে মাতসেবি কনসেশন এরিয়ায়—কাঁটা-ঝোপ, গাছপালা, পাথর আর বালির আরেকটা বিশাল বিস্তৃতি। এই প্রান্তরের শেষ মাথায় ডেল্টা, নিরাপদ আশ্রয়।

তবে ওই নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছুতে হলে এখনও একশো ষাট মাইল পাড়ি দিতে হবে ওদেরকে। প্রতি রাতে বিশ মাইল করে ধরলে, এক হপ্তার কিছু বেশি সময় লাগবে। প্রতি রাতে বিশ মাইল ঠিক আছে, কারণ গতি বেড়ে ওঠার পর থেকে কালো চিতার এগোবার গড় হিসাব এরকমই।

পরবর্তী দু'রাত তেমন সমস্যা হবে না। ভোরের মধ্যে মাউন ওদের কাছ থেকে আর মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে থাকবে, পৌঁছে যাবে শহরটাকে ঘিরে থাকা ফার্মল্যাণ্ডে। সব কিছু বদলে যাবে মাতসেবিতে পৌঁছুনোর পর। হান্টিং পার্টিগুলোকেই বেশি ভয়। তাছাড়া আবার দুর্গম মরুভূমিতে ঢুকতে হবে ওদেরকে। মুশকিল হলো, ইচ্ছে মত দিক বা পথ বদলানো যাবে না, এগোতে হবে কালো চিতার পথ ধরে। ওখানে পৌঁছুনোর পর

যে-কোন ভোর বা সন্ধ্যায় আক্রমণ আসবে টেরোরিস্টদের।

ম্যাপ ভাঁজ করে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল রানা, ডেকানকে ডেকে তাঁবু গুটিয়ে ফেলতে বলল। তারপর পানি আর গ্যাসোলিন চেক করল ও। পানির জন্যে কোন চিন্তা নেই। আর মাত্র কয়েক পাইন্ট থাকলেও, সকালে নগামি নদী থেকে জেরিক্যান ভরে নেয়া যাবে। ডেল্টা থেকে রওনা হয়ে মাউনকে পাশ কাটিয়ে দক্ষিণ দিকে চলে গেছে নদীটা। সমস্যা হয়ে দেখা দেবে গ্যাসোলিন। যে-টুকু আছে, তাতে বড় জোর মাউন পর্যন্ত পৌঁছুতে পারা যাবে।

কিভাবে কি করা হবে তার একটা প্ল্যান আগেই তৈরি হয়ে আছে রানার মাথায়। মাউনকে পাশ কাটিয়ে খানিকটা সামনে এগিয়ে থামবে ওরা, একটা জেরিক্যান দিয়ে শহরে পাঠাবে ডেকানকে, তারপর ছাপগুলো যেখানে ছেড়ে এসেছে আবার সেখানে ফিরে যাবে ট্রাক নিয়ে।

আইডিয়াটা যখন ডারবিকে শোনায়, নিখুঁত আর নিরাপদ বলে মনে হয়েছিল রানার। এখন তা মনে হচ্ছে না। এখন থেকে প্রতিটি মাইল, প্রতিটি মুহূর্ত বিপজ্জনক। কোনদিক থেকে কি বিপদ আসবে কেউ বলতে পারে না।

ট্রাকের কেবিনে উঠল ও। আগেই হুইলের পিছনে বসে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল ডারবি।

'দেখো,' বলে ম্যাপটা আবার খুলল রানা, হাঁটুর ওপর রেখে। ডারবি কেবিনের আলো জ্বালল। 'আলো ফোটার সময় এখানে থাকব আমরা,' ম্যাপের গায়ে আঙুল রেখে তাকে দেখাল ও। 'অবশ্য তোমার চিতা যদি এখন যেভাবে যাচ্ছে সেভাবেই যেতে থাকে···।'

'আমার? আমি ভেবেছিলাম মালিকানা বদল হয়েছে।'

'রাইট।' নিঃশব্দে হাসল রানা। 'ভুল হয়ে গেছে। শোনো, তাকাও এদিকে···,' ম্যাপের গায়ে আঙুল রাখল। আবার, সরে এসে থামল নীল একটা চওড়া রেখার ওপর। '···এটা লেক নগামি। চেনো এটা, এর সম্পর্কে জানো তুমি?'

মাথা নাড়ল ডারবি। 'নাম শুনেছি, ব্যস।'

'দুনিয়ার সবচেয়ে বড় লেকগুলোর একটা,' বলল রানা। 'না, একটু ভুল হলো। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় লেকগুলোর একটা হতে পারে এটা, এভাবে বলা উচিত। বসন্তের সময় ডেল্টা উপচে বৃষ্টির পানি ছুটে এলে ভরে যায়। মাত্র কয়েক ফুট গভীর, তবে বৃষ্টি যথেষ্ট ভারি হলে এক হাজার বর্গমাইল ভাসিয়ে দিতে পারে। এই সময়টায় পানি খুব বেশি থাকার কথা। আমার ধারণা লেকের কিনারায় কোন একটা গাছে চড়ে বসে আছে আমাদের চিতা। প্রথমে জায়গাটা চিহ্নিত করব আমরা। তারপর উত্তর দিকে এগোব···।'

ম্যাপের গায়ে আরেকটা রেখা দেখাল রানা। 'এখানে একটা রিজ, ঝোপে ঢাকা। এটা ধরে গেলে প্রায় মাউন পর্যন্ত পৌঁছে যাব। ওখানে আমাদের দুপুরের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত। সন্ধে পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করব, তারপর ডেকানকে পাঠাব গ্যাসোলিন আনার জন্যে। সে ফিরে এলে আবার ট্রাক নিয়ে রওনা হব ছাপের খোঁজে। মানে, সব যদি ভালয় ভালয় ঘটে আর কি।'

'চিন্তা কোরো না, সব সমস্যা কাটিয়ে উঠব আমরা,' বলে মিষ্টি হাসল ডারবি, আদর করে মুহূর্তের জন্যে রানার মুখের একটা পাশ আলতোভাবে স্পর্শ করল। এই সময় ওদের পিছন থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে ডেকানকে দেখতে পেল রানা, টেইলগেটের ওপর দিয়ে ভাঁজ করা তাঁবুটা টেনে তুলছে সে। কাজটা শেষ করে ট্রাকের ছাদে উঠে বসল, তালি দিল দু'বার।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'চলো তাহলে।'

এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে টয়োটা ছেড়ে দিল ডারবি।

ওদের পিছনে কোথাও থেকে, রানা আন্দাজ করল, আওয়াজটা শুনতে পাবে টেরোরিস্টরা। নিস্তব্ধ রাতের বাতাস এঞ্জিনের শব্দ বহু দূর পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে।

টেরোরিস্টরা বুঝতে পারবে, আবার রওনা হয়েছে ওরা। যদিও পিছু নেয়ার জন্যে অস্থির হবার কোন প্রয়োজন নেই তাদের। কারণ

তারা জানে যে ওদেরকে এগোতে হবে কালো চিতার পথ ধরে, তার গতির সঙ্গে তাল রেখে। বালির ওপর দিয়ে যত দূরেই যাক ওরা, পিছনে রেখে যাচ্ছে চাকার দাগ। সকাল হলে, ধীরে-সুস্থে, সেই চাকার দাগ অনুসরণ করবে তারা। তাদের সঙ্গে এখন একজন ট্র্যাকার আছে বটে, তবে না থাকলেও ক্ষতি ছিল না।

ভয়টা চেপে রাখল রানা, ডারবিকে কিছু বলল না। সামনের দিকে একটু ঝুঁকল ও, বালির একটা করিডর দেখা যাচ্ছে, এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে যত দূর দৃষ্টি চলে।

চাঁদ এখনও অনেক নিচে, তবে তারার আলো যথেষ্ট উজ্জ্বল, কালো চিতার পায়ের ছাপ কাঁচের ভেতর দিয়ে পরিষ্কারই দেখা যাচ্ছে। কেবিনের ছাদ থেকে আরও ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে ডেকান, সন্দেহ নেই। পরবর্তী তিন ঘণ্টায় মাত্র দু'বার ছাদে টোকা দিয়ে ডারবিকে ট্রাক থামাবার সঙ্কেত দিল সে। দু'বারই শুকনো ঘাসের ওপর দিয়ে যাচ্ছিল ওরা। ট্রাক থামার পর ছাদ থেকে নামল সে, খুঁজে বের করল খোলা বালির ঠিক কোথায় আবার বেরিয়ে এসেছে ছাপগুলো। থামলেও সময় নষ্ট করেনি, ছাপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ট্রাক ছেড়ে দিয়েছে ডারবি।

ছ'টার দিকে আবার সঙ্কেত দিল ডেকান। ট্রাক থামাল ডারবি। নিচে নামল রানা। ইতিমধ্যে ছাদ থেকে নেমে অদৃশ্য হয়ে গেছে ডেকান। কয়েক মিনিট পর ফিরল সে। ফিরল ঝোপের ভেতর দিয়ে লাফাতে লাফাতে, কাঁধের ওপর একটা চাদর জড়ানো। 'বড় একটা বেওব্যাব, স্যার।' অন্ধকারের দিকে হাত লম্বা করল সে। 'মাত্র একশো গজ দূরে।'

'ঠিক জানো, ওই গাছের ওপর আছে ওটা?'

ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল ডেকান। 'ঠিক জানি, স্যার। গুঁড়ির চারধারে পায়ের ছাপ রয়েছে, অন্য কোন দিকে চলে যায়নি। তাছাড়া, স্যার, গত বিশ মিনিটে ওটাকে আমি দু'তিনবার দেখেওছি। ধীরে ধীরে হাঁটছিল, বাতাস শুঁকতে শুঁকতে। লুকোবার জন্যে একটা জায়গা খুঁজছিল, স্যার। বেওব্যাব গাছটা তার মনে ধরেছে···।'

রানা কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ডেকান থামছে না। 'এত বড় বিড়াল জীবনে আমি দেখিনি, স্যার।' মৃদু শিস দিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। 'কারও পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয় যে একটা চিতা এত বড় হতে পারে।'

'কিন্তু এখুনি ওটা থামল কেন, ডেকান?' জানতে চাইল রানা। সাধারণত আকাশে আলোর আভাস না ফুটলে থামে না চিতা। ভোর হতে এখনও প্রায় এক ঘণ্টা বাকি, চারদিকে গাঢ় অন্ধক ।

মাথা তুলে বাতাস শুঁকল ডেকান। 'ক্যাটল, স্যার। গন্ধটা পশ্চিম দিক থেকে আসছে।'

রানাও বাতাস শুঁকল, কোন গন্ধ পেল না। তবে ডেকানের ঘ্রাণশক্তি ওর চেয়ে ভাল, তার কথা বিশ্বাস করা যায়। রানা অন্য কথা ভাবছে। শুধু গরু-ছাগল কালো চিতার জন্যে কোন বিপদ সঙ্কেত নয়। তবে ওগুলোর সঙ্গে আরও অনেক কিছুর গন্ধ পাচ্ছে সে—মানুষ, মেশিন, আগুন, ঘোড়া আর মশলার। দিনের আলো ফুটতে আর বেশি দেরি নেই, এ-গন্ধ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছে তাকে, সেজন্যেই নিরাপদ একটা আশ্রয় খুঁজে নিয়েছে। 'গাছটা তুমি আবার খুঁজে পাবে তো?' জানতে চাইল রানা।

'পাব, স্যার।'

'সেক্ষেত্রে যতক্ষণ অন্ধকার পাচ্ছি, মাউনের দিকে এগোব আমরা। ছাদে উঠে পড়ো, ডেকান।'

পরবর্তী এক ঘণ্টা তারার আলোয় পথ দেখে ট্রাক চালাল ডারবি। এক সময় নিচু একটা রিজ-এর ঢাল বেয়ে উঠল ওরা। এই রিজটাই ম্যাপে তাকে দেখিয়েছিল রানা। ওটার ওপর দিয়ে উত্তরে এগোচ্ছে ওরা, মাউনের দিকে। পুরোটা পথই লেক নগামির পাশ ঘেঁষে এগোল, যদিও আলো ফোটার আগে লেকটাকে দেখতে পেল না। তারপর এক সময় ঝোপের ভেতর, ওদের বাঁ দিকে, চকচকে একটা ভাব দেখা গেল। সেদিকে তাকিয়ে ট্রাক থামাল ডারবি, নেমে পড়ল নিচে। রানাও নামল, হুডের কাছে মিলিত হলো দু'জন।

ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস শুঁকছে ডারবি। ভেজা ভেজা, তাজা বাতাস। কাছাকাছি থেকে ঝাঁক ঝাঁক হাঁসের পানিতে ডানা ঝাপ্টানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। কয়েক মিনিট কেটে গেল, অন্য কোন শব্দ নেই। তারপর পুবদিকে ভোরের ক্ষীণ আলো ফুটতে শুরু করল। সেই সঙ্গে লেকের পানি ছেড়ে ডানা ঝাপটে আকাশে উঠল হাঁসগুলো। সংখ্যায় এত বেশি, মাথার ওপরটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেল।

ধীর পায়ে সামনে এগোল ডারবি, দাঁড়াল রিজ-এর কিনারায়। কুয়াশার ঢেউ পাক খাচ্ছে নিচে, আলো আরও উজ্জ্বল হতে শুরু করায় ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে লেক। মাইলের পর মাইল উন্মোচিত হচ্ছে চোখের সামনে। তীরগুলো নল-খাগড়ায় ঢাকা। অসংখ্য চ্যানেল, প্রতিটি দৃষ্টিসীমার বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হাজার হাজার নয়, বোধহয় লাখ লাখ হবে পাখি আর হাঁস। বিভিন্ন আকৃতি, বিভিন্ন রঙ; চেনা ও অচেনা।

ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল ডারবি, অপার আনন্দে হাসছে। 'তুমি তো আমাকে বলোনি যে এরকম একটা দৃশ্য দেখতে পাব। জানলে হয়তো চিতার কথা প্রায় ভুলেই যেতাম আমি।'

হেসে উঠে রানা জিজ্ঞেস করল, 'প্রায়? পুরোপুরি নয়?'

আবার হেসে উঠল ডারবি। 'না, পুরোপুরি নয়। তবে…' কথাটা কিভাবে বলবে, আদৌ বলবে কিনা ভেবে এক সেকেণ্ড ইতস্তত করল সে। '…তবে, ইতিমধ্যে আমি এমন একটা জিনিসের সন্ধান পেয়েছি, সেটাকে চিরকালের জন্যে আপন করে পেলে কালো চিতার কথা ভুলে যেতে পারি। যদিও, ভুলে যাবার দরকারই হবে না, রানা। কারণ, সেই জিনিসটা একজন পুরুষমানুষের ভালবাসা, আর সেই ভালবাসা পেলে চিতাটাকেও আমার পাওয়া হবে। আমাদের দু'জনেরই পাওয়া হবে।'

কথা না বলে ম্লান হাসল রানা, একটা হাত দিয়ে ডারবির কাঁধ জড়াল। লেকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দু'জন।

এই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ বিস্ময়ে লেকটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন লিভিংস্টোন, তাঁর ধারণা হয়েছিল মরুভূমির মাঝখানে একটা সাগর আবিষ্কার করেছেন তিনি। একা শুধু তিনি নন, গত শতাব্দীর

আরও অনেক শিকার অভিযানের নায়ক—ওয়াটসন, টার্নভিল, ডি জং—এই একই কথা ভেবেছিলেন। সবাই তাঁরা ন্গামির সৌন্দর্য বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন, এবং ব্যর্থ হয়েছেন। রানা কোনদিন চেষ্টাই করেনি। এখানে আগেও কয়েকবার এসেছে ও, পানির ওপর অনেক ভোর হতে দেখেছে, এর আগে প্রতিবারই ওর কাছে কালাহারির একটা অংশ বলে মনে হয়েছে ন্গামিকে।

আজ তা মনে হচ্ছে না। আজ হঠাৎ ডারবি ওর পাশে থাকায়, হিম বাতাসে তার গাল রাঙা হয়ে ওঠায়, মুখটা উত্তেজনায় জীবন্ত হয়ে থাকায়, সোনালি চুল বাতাসে উড়ে এলোমেলো হয়ে যাওয়ায়, এই প্রথম অন্য এক দৃষ্টিতে দেখছে ন্গামিকে। আজ রানা ডারবির দৃষ্টিতে দেখছে লেকটাকে। ওদের সামনে প্রতিটি জিনিস যেন এক সুতোয় গাঁথা, একই ছন্দে আন্দোলিত। লাখ লাখ পাখি আর হাঁস বিভিন্ন সুরে যেন একই গান গাইছে, পরস্পরের ওপর নির্ভর করছে, পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে। আর শুধু ওগুলোই নয়, পানির প্রতিটি বিস্তৃতি, সে-সবে যে-সব মাছ রয়েছে, নল-খাগড়ার প্রতিটি বন, প্রতিটি দ্বীপ, প্রতিটি ঘাসের ডগা, পরস্পরের সঙ্গে যেন নিবিড় একটা সখ্য গড়ে তুলেছে।

এমন কি জলার কিছুটা ঘাসও যদি নষ্ট করো তুমি, প্রাণীকুলের গোটা একটা সমাজকে ধ্বংস করার চেয়ে বেশি ক্ষতি করা হবে সেটা, কারণ ওই ঘাসের চাপড়ার ওপর নির্ভরশীল সমস্ত কিছুর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করবে যোগাযোগের সুতোটা, যে সুতো হয়তো লেক ছাড়িয়ে মরুভূমির গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এভাবে, এখানে যদি একটা লেগুন থেকে পানি তুলে নেয়া হয়, একটা দ্বীপ পরিষ্কার করে যদি চাষবাস করা হয়, যদি সৃষ্টি করা হয় কৃত্রিম একটা চ্যানেল, তাহলে হয়তো গোটা লেকে এমন সব পরিবর্তন ঘটে যাবে যার ফলে কয়েকশো মাইল দক্ষিণে হাতির একটা পাল বা পুবে এক দল সিংহের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়বে।

এ-সব রানা আগে থেকেই জানে। যে-কোন ভাল একজন শিকারী ইকোলজি আর কনজারভেশন-এর মৌলিক নিয়ম-নীতি সম্পর্কে

সচেতন। কিন্তু জানা মানে এই নয় যে বাস্তবে ওগুলো কিসের প্রতিনিধিত্ব করে তা বোঝা। এখানে প্রাণীকুলের জন্ম হচ্ছে, রক্তপাত ঘটছে, টিকে থাকার সংগ্রাম চলছে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে, ভঙ্গুর একটা ভারসাম্য সমস্ত কিছুকে এক করে বেঁধে রেখেছে। আজই প্রথম ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারল রানা, সেই সঙ্গে বুঝল কত কম জানে সে।

কালাহারিকে চেনে বলে একটা গর্ব ছিল মনে। এখানে অনেক বার এসেছে, অভিজ্ঞতা হয়েছে, অর্জন করেছে টিকে থাকার দক্ষতা। ওর মত দক্ষতা বা অভিজ্ঞতা ডারবির নেই। সে মাত্র মাস ছয়েক হলো আছে এখানে। অথচ এখানকার প্রাণ আর তাৎপর্য সম্পর্কে সারা জীবনের চেষ্টায় ও যতটুকু জানতে পারবে তারচেয়ে অনেক বেশি জানে সে। কারণটাও পরিষ্কার। ডারবি মনের চোখ দিয়ে দেখে, ট্রেনিং পাওয়া একজন নেচারালিস্ট-এর দৃষ্টি সেই চোখে। তবে ট্রেনিং বা অন্তর্দৃষ্টি ছাড়াও অন্য একটা কিছু আছে। সেটা হলো ভালবাসা। মরুভূমির প্রতি অদৃশ্য একটা প্রেম।

ডারবির দিকে ঘাড় ফিরিয়ে আবার তাকাল রানা। সে ওর একটা হাত ধরে আছে, ধরে আছে শক্ত করেই, কিন্তু হারিয়ে গেছে আরেক জগতে। বিস্ময় ভরা এমন মুগ্ধ দৃষ্টিতে লেকটার দিকে তাকিয়ে আছে সে, পরম পুলকে এমন শিউরে শিউরে উঠছে, নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে সরে আসার কথা ভাবতে বাধ্য হলো রানা। তার কাঁধ থেকে হাত নামাল ও, তারপর চেষ্টা করল কব্জিটা ছাড়াতে।

সেটা আরও জোরে চেপে ধরল ডারবি, ফিরল ওর দিকে। 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া কি জানো, রানা?' বিড়বিড় করে জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'কালো চিতা।'

মাথা নাড়ল ডারবি। 'না। মাটির বুকে এই যে প্রকৃতি একটা স্বর্গ তৈরি করে রেখেছে, এখানে তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমার জীবনে এটাই সবচেয়ে বড় পাওয়া। আর কিছুর দরকার নেই আমার।'

রানাকে কাছে টানল সে, টেনে নিজের সামনে আনল, জড়িয়ে ধরে রাখল নিজের বুকে। দু'জনেই লেকের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ডারবি তাকিয়ে আছে রানার কাঁধের ওপর দিয়ে।

আরও কিছুক্ষণ পর আলিঙ্গনে ঢিল দিল ডারবি। 'রানা?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'চলো। মাউনে পৌঁছুতে হবে আমাদের।'

ট্রাকের দিকে ফিরে আসছে ওরা।

ছোট্ট শহরটা প্রথম দেখতে পেল ওরা দুপুরের দিকে। নগামি নদীর দুই তীরে বাড়ি ও কুঁড়েঘর, মাঝখানে একটা ব্রিজ, মাইল কয়েক পাকা রাস্তা, ঘাস মোড়া কয়েকটা মাঠ।

'এখানেই থামো,' বলল রানা।

ব্রেক করে ফুয়েল রেজিস্টারের দিকে তাকাল ডারবি। শূন্যের ঘরে কাঁপছে কাঁটা, মানে হলো আর মাত্র আধ গ্যালনের মত অবশিষ্ট আছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রাক, সামনের দিকে ঝুঁকে নিচের দৃশ্যটার ওপর চোখ বুলাল রানা। এখনও ওরা রিজটার ওপর রয়েছে, গাছপালার একটা পাঁচিল আড়াল করে রেখেছে ওদেরকে। শহরটা শুরু হয়েছে আধ মাইল দূরে, পনেরো ফুট উঁচু রিজটা যেখানে ঢালু হয়ে মিশে গেছে নদীতে। মাউন শহরটার কেন্দ্রবিন্দু বলতে কোনকালেই কিছু ছিল না, তবে ডানকান'স হোটেলকে ঘিরে প্রাণস্পন্দনের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। প্রধান সড়ক থেকে খানিকটা দূরে সেটা, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে রানা। সকালের রোদে কার পার্কটা খালি পড়ে আছে। আরও সামনে আধুনিক ফ্যাশনের কয়েকটা বাড়ি, পোস্ট অফিস, জাতিসংঘ মিশনের হেডকোয়ার্টার দেখা যাচ্ছে। সব শেষে গ্যাস স্টেশন।

রাস্তায় কোন গাড়ি নেই, চারদিকে কোথাও কোনরকম ব্যস্ততাও দেখা যাচ্ছে না। গাছের ছায়ার ভেতর মাঝে মধ্যে দু'একজন কালো লোককে হাঁটাচলা করতে দেখা গেল, বোঝা গেল শহরটা পরিত্যক্ত নয়। তবে রাত নামার সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাবে এর চেহারা। তখন মানুষজনের কথা ও হাসির শব্দ পাওয়া যাবে, স্থানীয় লোকদের

কুঁড়েঘরে চুলোর আগুন দেখা যাবে, শোনা যাবে সঙ্গীত আর ঘোড়া আওয়াজ। তখন কিছু সময়ের জন্যে জ্যান্ত হয়ে উঠবে মাউন, শহরটার একটা চরিত্র ফুটে উঠবে। আবার দিনের বেলা নিঝুম আর নিস্তব্ধ হয়ে পড়বে।

দরজা খুলে ট্রাক কেবিন থেকে নিচে নামল রানা। ডেকানকে ডাকল ও, সকাল থেকে ছাদেই রয়েছে সে।

'এদিকে কাউকে চেনো তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

মাথা চুলকাল ডেকান। 'মাউনে তো কাউকে চিনি না, স্যার। তবে মেমসাহেব আমাকে বহুবার ঘাঞ্জি র‍্যাঞ্চে পাঠিয়েছেন। ওখানকার বহু লোক আমাকে চেনে। এমন হতে পারে, সেখানকার কোন লোক এখানে হয়তো কোন কাজে এসেছে, এরকম প্রায়ই আসে—সেরকম কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তবে, স্যার···।'

'তবে কি, ডেকান?'

'স্যার, আমার মনে হয় সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভাল।'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল রানা। ও কি ভাবছে ধরতে পেরেছে ডেকান। দিনে হোক বা রাতে, ওর বা ডারবির শহরে ঢোকার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে শহরটা প্রায় খালি দেখে এখুনি একবার ডেকানকে পাঠানো যায় কিনা ভাবছিল ও। কোনরকমে খানিকটা গ্যাসোলিন যোগাড় করতে পারলেই আবার লেকের ধারে ফিরে যেতে পারবে।

ডেকানের কথাই ঠিক। দিনের বেলা দু'একজন হলেও তাকে দেখবে। দেখেই বুঝবে, শহরের বাসিন্দা নয় সে, অচেনা আগন্তুক। তার হাতে বড় একটা জেরি ক্যান দেখলে অবাক হবে তারা। জিজ্ঞেস করতে পারে, ওটায় গ্যাসোলিন ভরে হাতে করে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে সে। আর যদি আদভানি পরিবারের কোন আফ্রিকান শ্রমিক তাকে দেখে ফেলে, সর্বনাশের কিছু বাকি থাকবে না।

রাত হলে অন্য কথা। রাতে মাউনের লোকজন নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ছায়ার ভেতর দিয়ে যাবে সে, কারও কোন মন্তব্য বা প্রশ্নের সম্মুখীন না হয়ে গ্যাসোলিন নিয়ে ফিরে আসার সুযোগ পাবে। 'ঠিক

আছে, ডেকান,' বলল রানা। 'সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক। রাতটা যেহেতু জেগেই কাটাতে হবে, পালা করে ডিউটি দিই এসো। প্রথমে তুমি, তারপর আমি, সবশেষে ডারবি।'

ঘাড় কাত করল ডেকান, তারপর আবার ট্রাকের ছাদে উঠে পড়ল।

'শোনো, কি ভেবেছি বলি,' কেবিনে ফিরে এসে বলল রানা। ওর প্ল্যানটা ডারবিকে ব্যাখ্যা করে শোনাল। অন্ধকার গাঢ় হলে দশ গ্যালনের দুটো ক্যান নিয়ে শহরে ঢুকবে ডেকান। গ্যাস স্টেশন থেকে ওগুলো ভরে নিয়ে ফিরতি পথ ধরবে সে, তাকে সাহায্য করার জন্যে খানিকটা সামনে এগিয়ে থাকবে রানা, অপেক্ষা করবে শহরের ঠিক বাইরে। এভাবে অন্তত দু'বার যাবে ডেকান, সব ভালভাবে ঘটলে আরও একবার যাবে।

'ডেকান যদি দু'বারের বেশি যেতে না পারে, তবু চারশো মাইল যাবার মত গ্যাস পেয়ে যাব আমরা,' সবশেষে বলল রানা। 'চিতাটা যেখানেই নিয়ে যাক আমাদের, চারশো মাইলের ভেতরই কোথাও হবে সেটা, অন্তত আমার তাই ধারণা। তবে একটা শর্ত আছে।'

'শর্ত?' অবাক হয়ে রানার দিকে তাকাল ডারবি।

'চল্লিশ গ্যালন গ্যাসোলিন যথেষ্ট নয়, যদি টেরোরিস্টরা আমাদেরকে ধাওয়া করে। শর্তটা হলো, ওদেরকে আমাদের খসাতে হবে।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল ডারবি, তারপর বলল, 'দুঃখিত, রানা। এই ব্যাপারটায় তোমাকে আমি ডুবিয়েছি।'

'মানে?'

'বারগামের কথা বলছি আমি।'

'চিন্তা করো না।' শ্রাগ করল রানা। 'এ-ধরনের লোককে আমি চিনি। নিষ্ঠুর, বর্বর, খুনী। তার সম্পর্কে তুমি যা বলেছিলে আমি তা বিশ্বাস করিনি।'

'কিন্তু আমি তাকে বিশ্বাস করেছিলাম। ভেবেছিলাম, আফ্রিকাকে ভালবাসে সে, কালো মানুষদের স্বাধীনতার জন্যে কাজ করছে। এখন বুঝতে পারি, আমার ভুল হয়েছিল। সে যে শুধু নিরীহ লোকজনকে খুন

করছে তা নয়, আফ্রিকার পশুদের জন্যেও সে একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'আসলে কোন কোন ব্যাপারে তুমি একদম আনাড়ি,' বলল রানা। 'খবর রাখলে ঠিকই জানতে পারতে যে বারগাম স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা নয়, সে একজন ডাকাত। আন্দোলনের অজুহাতে শহরগুলোয় দাঙ্গা বাধায় সে, তারপর তার লোকেরা লুঠপাট শুরু করে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডারবি।

'তার কথা এখন বাদ দাও,' বলল রানা। 'সে যদি কোন সমস্যা হয়ে দেখা দেয়, আমি সামলাব। এই মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো···।'

'অসময়ে ঘুমানো!' হেসে উঠল ডারবি। 'ইতিমধ্যে যাতে আমরা প্রায় অভ্যস্ত হয়ে গেছি।'

ট্রাক থেকে স্লীপিং-ব্যাগ নামিয়ে আনল রানা, সন্ধের আগে পর্যন্ত ট্রাকের ছায়ায় পালা করে বিশ্রাম নিল ওরা।

অন্ধকার একটু গাঢ় হতে ডেকানকে নিয়ে রওনা হয়ে গেল ও। সন্ধের পরপরই প্রাণ ফিরে পেয়েছে মাউন, তবে আলো, কোলাহল আর তৎপরতা শুধু রিজের নিচের এলাকা জুড়ে। গাছপালার ভেতর দিয়ে দ্রুত এগোল ওরা, নদী পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পৌঁছে গেল, কারও সঙ্গে দেখা হলো না।

'এরপর আমার আর এগোনো উচিত হবে না, ডেকান।'

রিজ থেকে নেমে নদীর তীরে, নল-খাগড়ার ভেতর গুঁড়ি মেরে বসে রয়েছে ওরা। ওদের পঞ্চাশ গজ ডানে ব্রিজ, প্রধান সড়কের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করছে। শহরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে রাস্তাটা। পানির ওপর দিয়ে ভেসে আসছে শহরের কোলাহল।

'আন্দাজ করো ফিরতে তোমার কতক্ষণ লাগতে পারে।'

হাতঘড়ি দেখল ডেকান। 'এখন সাতটা বাজে, স্যার। কতক্ষণ লাগবে, এক ঘণ্টা?'

'বোধহয়। ব্রিজ থেকে গ্যাস স্টেশনে পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগবে তোমার। তোমাকে হয়তো লাইন দিতে হবে, তবে লাইনটা লম্বা না

হবারই কথা। তবু ধরো আরও বিশ মিনিট। ব্রিজে ফিরতে লাগবে আরও দশ মিনিট। যাওয়া-আসার পথে যদি কিছু ঘটে, সেজন্যে অতিরিক্ত সময় ধরো বিশ মিনিট—বিদ্যুৎ চলে যেতে পারে, কেউ তোমাকে দাঁড় করাতে পারে। তবে যাই ঘটুক না কেন, এখানে তুমি আটটার মধ্যে ফিরে আসবে। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে জেরি-ক্যানগুলো তুলে নিল ডেকান। 'গেলাম, স্যার। দোয়া করবেন।'

নদীর পাড় ধরে এগোল ডেকান, একটু পরই নল-খাগড়ার আড়ালে হারিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর তার কাঠামোটা ব্রিজের ওপর দেখতে পেল রানা। শহরের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল কালো ছায়ামূর্তি। শুরু হলো রানার অপেক্ষার পালা।

আটটা বাজল। ফিরল না ডেকান। আরও অনেক আগে থেকে নল-খাগড়ার বনে ছটফট করছে রানা, দুশ্চিন্তায় কুঁচকে উঠেছে ভুরু। ডেকানকে এক ঘণ্টা সময় দিলেও, কাজ সেরে আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসতে পারা উচিত তার। মাউনে গাড়ি বা ট্রাক আছেই মাত্র অল্প ক'টা, এ বিশ্বাস্য নয় যে একই সময়ে সবগুলো গ্যাস স্টেশনে লাইন দিয়েছে। মাঝেমধ্যে কালো আফ্রিকানদের ছোটখাট দল ব্রিজ পেরুচ্ছে গল্প করতে করতে, দু'একটা গাড়িও দেখা গেল। দু'বার দু'জন ঘোড়সওয়ারকে দেখল রানা। এক রাখাল পার হলো এক পাল ছাগল নিয়ে। মাথা উঁচু করে তাকিয়ে আছে তো আছেই, কিন্তু তারার আলোয় সামনের দিকে ঝুঁকে থাকা দীর্ঘ মূর্তিটাকে দেখতে পেল না।

আটটা পনেরো। সাড়ে আটটা।

ঢাল বেয়ে রিজে উঠে এল রানা। কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারছে না ও। ডেকান বিশ্বস্ত, এ-ব্যাপারে ওর মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। নিকেল আর ডেকান, দু'জন সম্পর্কেই পুনম বলেছিল, ওদের মত বিশ্বস্ত আর সৎ লোক হয় না। চোখের সামনে পুনমকে মরতে দেখেছে ডেকান, সে জানে রানাকে সাহায্য করতে এসে মারা গেছে তার ম্যাডাম। পরে ডেকানকে জানানো হলো, কালো চিতাকে অনুসরণ

করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, পুনম বেঁচে থাকলে সে-ও এই সিদ্ধান্ত নিত। শুনে কোন দ্বিধা করেনি সে, ওদের সঙ্গে থাকতে রাজি হয়েছে। কাজেই এ-কথা মনে করার কোন কারণ নেই যে মাউনে এসে ওদেরকে পরিত্যাগ করবে সে।

তারমানে ডেকান কোন বিপদে পড়েছে। ঘাঞ্জি র‍্যাঞ্চের কোন লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেলে বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট দেরি হতে পারে, তারপরও আটটার মধ্যে পৌঁছুতে পারার কথা তার। রিজের ওপর উঠে গাছপালার ভেতর দিয়ে ছুটল রানা, ফিরে আসছে ট্রাকের কাছে।

'বিপদ, ডারবি। সিরিয়াস বিপদ!'

টেইলগেটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে ডারবি, হাতে গ্যাসোলিন ট্যাংকের ক্যাপ। 'কি বলছ?'

'ডেকান ফেরেনি।'

ডেকানের সঙ্গে কি কথা হয়েছে, নল-খাগড়ার বনে কতক্ষণ অপেক্ষা করেছে ও, সব বলল রানা। অস্থির আর উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে ওকে। 'তাকে…,' মাথার চুলে আঙুল চালাল ও। '…আমি কিছু ভাবতে পারছি না, ডারবি। তাকে ওরা… ।'

রানার কাঁধে একটা হাত রাখল ডারবি। 'শান্ত হও। এমনও তো হতে পারে, গ্যাস স্টেশনে দেরি হচ্ছে তার… ।'

মাথা নাড়ল রানা। 'ডেকান একজন ট্র্যাকার, ডারবি। শিডিউল সম্পর্কে জানে সে, সারাজীবন শিডিউল ধরে কাজ করতে অভ্যস্ত। সে জানে, সময়ের সামান্য হের-ফের হয়ে গেলে কেউ মারাও যেতে পারে। কাজেই এ-ধরনের ভুল বা গাফিলতি তার দ্বারা হতে পারে না। ঠিক হয়েছে আটটা, যাই ঘটুক না কেন অবশ্যই আটটার সময় ফিরে আসবে সে। যদি না আসে, ধরে নিতে হবে…ধরে নিতে হবে তাকে আটকানো হয়েছে।'

'মানে তুমি বলতে চাইছ… ।'

নিচে, শহরের দিকে তাকাল রানা। অন্ধকারে ঝলমল করছে

আলো, অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে সঙ্গীতের আওয়াজ। আগে ডেল্টার প্রবেশপথে রোমান্টিক একটা শহর বলে মনে হয়েছিল মাউনকে, এখন মনে হচ্ছে ভীতিকর একটা হুমকি আর ফাঁদ। তবে হুমকি আর ফাঁদকে গ্রাহ্য করার পাত্র মাসুদ রানা নয়, বিশেষ করে ওর একজন লোক যেখানে বিপদে পড়েছে। 'আমাকে যেতে হবে,' শান্ত গলায় বলল ও।

'যেতে হবে···কোথায়···কি বলছ!' আঁতকে উঠল ডারবি।

'আমাকে জানতে হবে কি হয়েছে ডেকানের,' বলল রানা। 'তোমার কোন ভয় নেই, কেউ জানে না ট্রাকটা এখানে আছে। বেশি দেরি করব না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। ভাল কথা, তোমার ক্যাম্প থেকে আরেকটা ক্যান ট্রাকে তোলা হয়েছিল, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি। 'ওটাও দশ গ্যালনের ক্যান।'

'বের করো ওটা, ডারবি,' বলল রানা। 'শটগানটাও দরকার।' হাত নাড়াচড়া করলেই কাঁধটা ব্যথা করছে ওর। ট্রাকে উঠল ডারবি, খানিক পর ক্যান আর শটগান নিয়ে নেমে এল।

প্রথমে ক্যানটা চেক করল রানা, উল্টো করে ধরে মুখটা বার কয়েক জমিনে ঠুকল। সামান্য যে-টুকু পানি ছিল সব বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে, ভেতরটা শুকনো খটখটে। এরপর শটগানে দুটো কার্টিজ ভরে ফিরিয়ে দিল ডারবিকে। বলল, 'নিচে নামব আমরা, নদীর কাছে যাব।'

'কি করবে বলে ভাবছ, রানা?'

'সেটা ঠিক করব ওপারে যাবার পর।' আবার শহরটার দিকে ফিরল রানা, আলোগুলো দেখল। 'ডেকানকে আমরা এভাবে ফেলে যেতে পারি না। তাছাড়া, গ্যাসোলিন না পেলে কোথাও যাবার উপায়ও নেই। যেভাবে হোক এই ক্যান আমাকে ভরতেই হবে, অন্তত একবার হলেও। তা না হলে লেক বা চিতার কাছেও ফেরা সম্ভব নয়।'

'মাউন ছাড়া আর কোথাও থেকে গ্যাসোলিন পাবার কোনই সম্ভাবনা নেই?' জিজ্ঞেস করল ডারবি।

'নগামিতে আরেকটা পাম্প আছে, সেখানে আরেকবার ক্যান ভরার সুযোগ পেতে পারি, আবার না-ও পেতে পারি। পরিস্থিতি দেখে মনে

হচ্ছে, অচল হয়ে পড়েছি আমরা।' ঘুরে হাঁটা ধরল রানা, ওর পিছু নিল ডারবি।

রিজের ঢাল বেয়ে নেমে এল ওরা নদীর কিনারায়। কান পেতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল রানা। এখনও শহরের কোলাহল ভেসে আসছে। মাঝেমধ্যে দু'একটা গাড়ির হেডলাইট অন্ধকার আকাশের দিকে আলো ফেলছে। তবে ব্রিজের ওপর এখন আর কোন যানবাহন চলাচল করছে না। ব্রিজের খিলানগুলো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল রানা। পেরুবার সময় যদি প্রয়োজন পড়ে গা ঢাকা দেয়ার কোন সুযোগ নেই। ব্রিজের ওপারে কেউ যদি অপেক্ষায় থাকে, এ-মাথায় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের গায়ে দেখে ফেলবে ওকে। এরকম ঝুঁকি নেয়া যায় না। ব্রিজ বাদ, পানিতে নামতে হবে ওকে।

আরও এক প্যাঁচ ঘুরিয়ে ক্যানের ক্যাপটা শক্ত করে আটকাল রানা, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকাল। ন'টা পাঁচ। 'আমার জন্যে তুমি মাঝরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করবে,' ডারবিকে বলল ও। 'যদি না ফিরি, আমার কথা বা ডেকানের কথা ভুলে যাবে। রাস্তা ধরে একা রওনা হবে, চেষ্টা করবে কোথাও থেকে যদি কোন সাহায্য পাও। যদি তোমাকে থামানো হয়, বলবে আমাকে তুমি চেনো না, এমনকি আমার নাম পর্যন্ত শোনোনি।'

এক সেকেণ্ড চিন্তা করল রানা। তারপর আবার বলল, 'তোমাকে ওরা শুধু আটকে রাখতে পারে। চিতা আবার রওনা হবার আগে যেভাবে হোক ওদের হাত থেকে নিজেকে তোমার মুক্ত করতে হবে। একবার ওটা লেক ছাড়িয়ে যেতে পারলে, খুঁজে বের করতে পারবে না। জলার পানিতে হারিয়ে যেতে পারে ওটা, কনসেশন হান্টারদের চোখে পড়ে যেতে পারে। পিছনে টেরোরিস্টরা রয়েছে, তারাও ওটার নাগাল পেয়ে যেতে পারে। সার কথা হলো, ওটাকে তোমার হারাতেই হবে। খুঁজে পাবার সম্ভাবনা শতকরা এক ভাগেরও কম, তবু আমি চাই তুমি হাল ছাড়বে না···।'

'আর এটা?' শটগানটা উঁচু করে দেখাল ডারবি।

'পিছনে লেজুড় নিয়ে ফিরে আসতে পারি আমি, মানে কেউ আমাকে ধাওয়া করতে পারে,' বলল রানা। 'যদি আমাকে ছুটে আসতে দেখো বা আমার পিছনে কেউ যদি থাকে, ফাঁকা গুলি করবে। অন্ধকারে টার্গেট প্র্যাকটিস করার দরকার নেই, পেয়েও হারিয়ে ফেলতে পারো আমাকে। শুধু ফাঁকা আওয়াজ করলেই হবে, তোমাকে গোটা একটা সেনাবাহিনী বলে মনে করবে ওরা।'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি, সম্পূর্ণ শান্ত সে। 'গুড লাক, রানা। তুমি যদি আটকা পড়ো, চিন্তা কোরো না। তোমার কথা মত সব ভুলে যাব আমি। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে মিথ্যে কথা বলে পার পেয়ে যাব, নিশ্চিত থাকতে পারো। প্রতিটি মিথ্যেই বিশ্বাসযোগ্য হবে, বিশেষ করে একসঙ্গে এতগুলো বলতে হবে যেখানে।'

ঘুরল রানা, পানিতে নেমে সাবধানে এগোল। রোদ লেগে সেই যে গরম হয়েছে পানি, এখনও ঠাণ্ডা হয়নি। ব্যাঙ আর ঝিঁঝি পোকা ডাকছে চারদিক থেকে। আঁকাবাঁকা গতিপথ দেখে বোঝা গেল, ওর সামনে দিয়ে একটা সাপ চলে যাচ্ছে। পানির ওপর প্রচুর আগাছা, পোকা-মাকড় ধরার আশায় মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে পেঁচারা। ছল-ছলাৎ আওয়াজ পাচ্ছে রানা, নদীর তীরে ছোট ছোট ঢেউ ভাঙছে। ও জানে, এই নদীতে জলহস্তী আর কুমীর আছে। চোয়ালের একটা মাত্র চাপে একজন মানুষকে দু'টুকরো করে ফেলতে পারে জলহস্তী, একটা পা কামড়ে ধরে পানির তলায় নামিয়ে নিয়ে যেতে পারে কুমীর।

পায়ের তলায় মাটি নেই, সাঁতরাতে শুরু করল রানা। বিপদ সম্পর্কে সচেতন, তবে গ্রাহ্য করছে না। একটুও ভয় করছে না ওর, তবে রাগ হচ্ছে। নিকেল খুন হয়েছে, খুন হয়েছে পুনম। এখন আবার ডেকানকে আটকে রাখা হয়েছে। তাদের পরিচয় যা-ই হোক, এবার ওকে ধরার জন্যে ফাঁদ পেতে রেখেছে, কোন সন্দেহ নেই।

রানা উপলব্ধি করল, তাদের ফাঁদে ধরাও পড়ে গেছে ও। গ্যাসোলিন না থাকায় পালাবার সবগুলো রাস্তাই তো বন্ধ। কিন্তু তবু হাল ছাড়তে রাজি নয় ও। এই ফাঁদ থেকে যেভাবেই হোক বেরুতে

হবে ওকে। ডারবিকে বাঁচাতে হবে, বাঁচাতে হবে কালো চিতাকে, নিকেল আর পুনম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে হবে, আর তাই নিজেকেও বাঁচতে হবে ওর। আর বাঁচতে হলে এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে হবে ওকে।

দ্রুত সাঁতার কেটে অপর পারে পৌঁছুল রানা, পায়ের তলায় বালি ঠেকল। ক্যানটা ঠেলে নল-খাগড়ার বনে ঢুকিয়ে দিল, তারপর সাবধানে ক্রল করে উঠে পড়ল নদীর কিনারায়। মাটিতে শুয়ে কান পেতে থাকল কিছুক্ষণ। ব্রিজে এখনও কোন যানবাহন বা পথিক নেই, শহরের কল-গুঞ্জনও স্তিমিত হয়ে আসছে। আধ ঘণ্টা পর ডানকান'স হোটেল ছাড়া আর মাত্র দু'একটা বার খোলা থাকবে। মাউনের লোকজন বেশি রাত জাগে না। শার্টের কিনারা নিঙড়ে পানি ঝরাল রানা। তারপর শরীরটা কোমরের কাছে ভাঁজ করে, মাথা নামিয়ে রাস্তার দিকে এগোল।

প্রথমে মনে হলো রাস্তাটা সম্পূর্ণ নির্জন। দু'পাশে সারি সারি গাছ, মাঝখানে ধুলো ঢাকা পথ, ধনুকের মত বাঁকা হয়ে এক জায়গায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা বাড়ি-ঘরগুলোর দিকে এগিয়ে গেছে। ঢাল বেয়ে উঠে এসেছে, রাস্তায় পা ফেলতে যাবে, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল ও।

সেই মুহূর্তে লোকটা যদি না নড়ত, তাকে দেখতে পেত না রানা। নড়লও সামান্য, এক পা থেকে শরীরের ভার আরেক পায়ে চাপাবার জন্যে যে-টুকু দরকার। চাঁদের আলো লেগে সামান্য ঝিক করে উঠল তার কোমরের বেল্ট-বাকল। নিঃশব্দে পিছিয়ে এসে আবার ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা, ধীরে ধীরে বসল, তাকিয়ে থাকল চকচকে ভাবটা যেখানে দেখা গেছে।

বিশ গজ দূরে রয়েছে লোকটা, একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। পরিষ্কার কোন ছায়ামূর্তি নয়, পিছনে অন্ধকার ঝোপ থাকায় আবছা আর ভাঙাচোরা দেখাচ্ছে কাঠামোটা। তার মুখ, কাপড়চোপড়, হাত দুটোর অবস্থান, পা রাখার ভঙ্গি, কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না তবে নিঃসন্দেহে জানে লোকটা কে, কি করছে ওখানে।

টেরোরিস্টদের কেউ হতে পারে না, কারণ তারা এখনও মাউনে

পৌঁছুতে পারেনি। লোকটা অবশ্যই দক্ষিণ আফ্রিকান ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস বস-এর একজন এজেন্ট।

রাস্তার বাঁকে একজোড়া হেডলাইটের আলো দেখা গেল। ঝোপের আরও গভীরে সরে এল রানা, গাড়িটা চলে যাবার পর আবার বেরিয়ে এল কিনারায়। ব্রিজের ওপর চোখ রেখে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, আগের মত গাছের গায়ে হেলান দিয়ে। এইমাত্র তাকে পাশ কাটিয়ে গেছে প্রাইভেট কারটা, তার পায়ের চারপাশে পাক খাচ্ছে ধুলো। খুক করে কেশে ওঠার শব্দ পেল রানা। গুড়ি মেরে বসে থেকে মাথাটাকে খাটাবার চেষ্টা করল ও।

একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে ডারবি। বস্ কি ভাবছে আন্দাজ করা যায়। তারা ধরে নেবে ডারবিকে নিয়ে সীমান্তের দিকে যাচ্ছে ও। কিংবা ভাবছে, ডারবিকে ফেলে রেখে নিজের জান নিয়ে একা পালাচ্ছে। যাই ঘটুক না কেন, তারা জানে যে আগে হোক পরে হোক গ্যাসোলিনের জন্যে আড়াল থেকে বেরুতেই হবে ওকে। আর গ্যাসোলিন পেতে হলে মাউন বা ঘাঞ্জিতে না এসে উপায় নেই ওর। তাই ঘাঞ্জিতেও লোক রেখেছে তারা, মাউনেও রেখেছে। বসের এজেন্টরা বতসোয়ানার কোন শহরে ওত্ পেতে আছে, এটা অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার। কারণ ধরা পড়লে স্রেফ মারা পড়বে সব ক'টা। রাজনৈতিক গণ্ডগোল যেটা শুরু হবে সেটার কথা নাহয় বাদই দেয়া গেল। তারমানে ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিয়েছে বস্। কেন?

কারণটা পরিষ্কার। ডোরা ডারবিকে তাদের দরকার। একমাত্র ডারবিই তাদেরকে বারগাম সম্পর্কে তথ্য দিতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় প্রতিটি বড় শহরে দাঙ্গা বাঁধিয়ে লুঠপাট করছে বারগামের দল, শত চেষ্টা করেও নাটের গুরুকে ধরতে পারছে না বস্। ধরবে কি করে, তার সম্পর্কে নিরেট কোন তথ্যই তো তাদের কাছে নেই। তথ্য আছে ডারবির কাছে, কাজেই ডারবি এখন তাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান।

লোক ওই একটাই নয়, জানে রানা। চারদিকে আরও অনেক ছড়িয়ে আছে। শহরের প্রবেশপথ, গ্যারেজ, ট্রেডিং স্টোর, এমন কি

হয়তো ডানকান'স হোটেলেও পাহারা দিচ্ছে। সব মিলিয়ে পনেরো-বিশজন হতে পারে। শহরে ঢোকামাত্র খপ্ করে ধরবে ওকে। যেমন ডেকানকে ধরেছে।

রাগে শক্ত হয়ে গেল রানার শরীর। এই সময় আরেক জোড়া হেডলাইট দেখা গেল দূরে, পিছিয়ে আবার ঝোপের ভেতর ঢুকে পড়ল ও। এটাও একটা প্রাইভেট কার। রাস্তা দিয়ে ছুটে গেল। আলোর আভায় এবার একটা ট্রাক দেখতে পেল ও, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা যে গাছে হেলান দিয়ে রয়েছে, তার ঠিক বাঁ দিকে। গলা লম্বা করে সেদিকে তাকিয়ে থাকল রানা, শুনতে পেল আরেকটা গাড়ি আসছে।

কি করবে ঠিক করে ফেলল ও। গ্যাস স্টেশনে যাবার কোন উপায় নেই, আবার গ্যাসোলিন ছাড়া ওদের চলবেও না। বোঝাই যায়, ট্রাকটা দক্ষিণ আফ্রিকান লোকটার বাহন। মাউনের প্রতিটি ট্রাকে স্ট্যাণ্ডার্ড ডেজার্ট ইকুইপমেন্ট থাকে, ধরে নেয়া যায় এটাতেও আছে। অর্থাৎ ট্রাকটার চেসিসের সঙ্গে শক্তভাবে আটকানো আছে একটা ফুয়েল ভর্তি রিজার্ভ ট্যাংক।

ক্যানটা শক্ত করে ধরল রানা, অপেক্ষা করল যতক্ষণ না কারটা ওর লেভেলে পৌঁছুল, তারপর ছুটল ওটার পিছনে ট্রাকটাকে লক্ষ্য করে—ধোঁয়া আর এঞ্জিনের আওয়াজ সাহায্য করছে ওকে। পনেরো গজ ছুটল ও, ঝোপের ভেতর ঢুকে বসে পড়ল। সামনে ঝোপ-ঝাড় থাকায় লোকটাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না, তবে ঠিক কোথায় আছে জানে ও। লোকটার কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিছু টের পেলে নড়ত বা চিৎকার করত। ধীরে ধীরে ক্যানটা নামিয়ে রাখল ও, অন্ধকারে হাতড়ে তুলে নিল আধ সের ওজনের একটা পাথর। নিঃশব্দে দাঁড়াল, একটু একটু করে সামনে বাড়ছে।

অন্ধকার ঝোপে কিভাবে নিঃশব্দে হাঁটতে হয় জানে রানা। এ রকম পরিস্থিতিতে ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর হয়ে ওঠে, অতিরিক্ত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ও বোধহয় সাহায্য করে। না দেখেও বুঝতে পারে কোথায় পড়ে রয়েছে

শুকনো ডাল বা পাতা, কিংবা ছোট একটা নুড়ি পাথর, পা ফেলতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে ফেলে না, ওগুলোকে টপকে যায় নয়তো পাশে কোথাও পা ফেলে। রাগটা এখনও আছে, তবে তা শুধু মনোযোগে গভীরতা আনতে সাহায্য করল। শিকারী বিড়ালের মত সতর্ক রানা।

সামনের শেষ আড়াল ছোট একটা ঝোপ। নিঃশব্দে সেটা ফাঁক করল ও। সেই আগের জায়গায়, একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে লোকটা, ব্রিজের দিকে মুখ করে। হাতের পাথরটা ভাল করে ধরল ও, নিঃশ্বাস আটকাল, তারপর তৈরি হলো ছোঁড়ার জন্যে। হাই তুলল লোকটা, এক পা থেকে আরেক পায়ে ভর দিল, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকাল। অন্ধকারের ভেতর আলোকিত সবুজ ডায়ালটা দেখতে পেল রানা। সেই সঙ্গে সাবান, তামাক আর সেন্টের গন্ধ পেল ও। পরমুহূর্তে লাফ দিল সামনে, লোকটার ঘাড়ের পিছনে সজোরে ঘা মারল পাথরটা দিয়ে। শেষ কয়েক গজ ছুটে এসেছে রানা, কোন শব্দ হয়নি। ভোঁতা একটা আওয়াজ উঠল, ফোঁস করে ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলল লোকটা, তারপর নিঃশব্দে ঢলে পড়ল মাটিতে।

স্থির হয়ে গেছে রানা, কান পেতে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের একটা বার থেকে মিউজিকের আওয়াজ ভেসে আসছে, নদীর ওপারে কোথাও হেঁড়ে গলায় গান গাইছে মাতাল এক লোক, আর ঝোপ থেকে বেরিয়ে আসছে পোকা-মাকড়ের বিরতিহীন শব্দ। লোকটা বেঁচে আছে কিনা দেখার প্রয়োজন বোধ করল না, ফিরে এসে ক্যানটা তুলে নিল মাটি থেকে, তারপর ট্রাকের দিকে এগোল।

সময় নিয়ে, সাবধানে এল রানা। প্রথমে দূর থেকে ওটাকে ঘিরে চক্কর দিল একবার, শুরু করল পিছন থেকে। কেবিনটা খালি, আশপাশেও আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। কাছে চলে এল এবার, মাটিতে হাঁটু গাড়ল, তারপর হাত বাড়িয়ে চেসিসের তলাটা স্পর্শ করল। ওর ধারণা মিথ্যে নয়। পিছনের চাকা দুটোর মাঝখানে একটা ফুয়েল ট্যাংক আটকানো রয়েছে। রাবার টিউবের একটা কুণ্ডলীও রয়েছে, ট্যাংকের সঙ্গে মেটাল স্প্রীং-ক্লিপ দিয়ে জোড়া লাগানো।

টিউব নামাল রানা, প্যাঁচ ঘুরিয়ে ফিলার ক্যাপ খুলল, তারপর হঠাৎ স্থির হয়ে গেল। একেবারেই অস্পষ্ট, কোন রকম শুনতে পাচ্ছে। নরম, খসখসে একটা আওয়াজ। রাতের অন্যান্য শব্দের সঙ্গে মিলছে না। ঘাড় ফেরাতে শুরু করল ও। কিন্তু ইতিমধ্যে দেরি করে ফেলেছে।

একটা টর্চ জ্বলে উঠে ধাঁধিয়ে দিল ওর চোখ। সেই সঙ্গে টর্চের পিছন থেকে একটা লোক চিৎকার করে উঠল। 'অ্যাই, কি করছ তুমি?' কর্কশ, নাকি সুর। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রায় সব শ্বেতাঙ্গই এই সুরে কথা বলে।

গাছের পাশে দাঁড়ানো লোকটা একা ছিল না। তার সঙ্গী রাস্তার ওপর টহল দিচ্ছিল। খসখস শব্দটা হয়েছে বালির ওপর বুট ঘষা খাওয়ায়।

'জেসাস, তুমি···!' প্রথমবার কথা বলার সময় লোকটার গলায় রাগ আর ঝাঁঝ ছিল, রানাকে সম্ভবত ছিঁচকে চোর মনে করেছিল। এখন বুঝতে পেরেছে রানা কে। তার কথা শেষ হয়নি, বিদ্যুৎবেগে সামনের দিকে লাফ দিল রানা।

এটাই একমাত্র সুযোগ ওর, শেষ উপায়। এরই মধ্যে লোকটা যদি অস্ত্র বের করে না থাকে, এই মুহূর্তে হাত বাড়াচ্ছে সেটার দিকে। মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রানাকে গুলি করে ফেলে দিতে পারবে সে। দু'জনের মাঝখানে দূরত্ব ছিল তিন গজ। লাফ দিয়ে সে-টুকু পার হয়ে আসছে রানা, আরেকবার চিৎকার শুনতে পেল। উন্মত্তের মত ছোঁ দিল টর্চ লক্ষ্য করে, হ্যাঁচকা টানে কেড়ে নিল, প্রায় একই সঙ্গে লাথি মারল তলপেটে।

চিৎকার করার আগে অস্ত্রটা বের করেনি লোকটা। হিপ হোলস্টার থেকে বের করছে সেটা, এই সময় তার নাগাল পেয়ে গেল রানা। ওর লাথিটা ব্যর্থ হলো, লাগল না তলপেটে, তবে তার হাতটা ধরে ফেলল। হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল অস্ত্রটা, পরমুহূর্তে পরস্পরের সঙ্গে বাড়ি খেল দু'জন, শুরু হলো ধস্তাধস্তি, দু'জনেই পড়ে গেল মাটিতে।

লোকটা বিশাল, গায়ে অসুরের শক্তি, পেশীগুলো যেন ইস্পাত।

হিংস্র, দয়ামায়াহীন পশুর মত লড়ছে সে। গড়িয়ে দিচ্ছে শরীর, ঘুরে যাচ্ছে, ঠেকিয়ে দিচ্ছে রানার আঘাতগুলো, তারই ফাঁকে কনুই দিয়ে পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে থেঁতলে দিচ্ছে রানার পাঁজর আর পেট। তার চেয়ে রানা ত্রিশ পাউণ্ড হালকা হলেও, আন আর্মড কমব্যাটে ওরও ট্রেনিং নেয়া আছে। আঘাতগুলো কোন ব্যথাই দিচ্ছে না, এমনকি কাঁধের ক্ষতটার কথাও ভুলে গেছে ও। দেখেশুনে আঘাতগুলো ঠেকাচ্ছে, যেগুলো হালকা অর্থাৎ মারাত্মক নয় সেগুলো লাগতে দিচ্ছে গায়ে, আর সেই ফাঁকে পাল্টা আঘাত করছে বেছে বেছে লোকটার দুর্বল জায়গায়। হালকা বলেই ওর ক্ষিপ্রতা বেশি, সুযোগ পেলেই কাজে লাগাল। বারবার লোকটার নাগালের মধ্যে চলে এল ও, কঠিন মারগুলো ঠেকাল, বাকিগুলো গ্রাহ্য না করে পাল্টা আঘাত করল, তারপর সরে গেল চোখের পলকে।

ওর কৌশলটা ধরে ফেলল লোকটা। রাগে হোক বা আতঙ্কে, ভুলে গেল তার ট্রেনিং। হিংস্র পশুর মত মাথা, দাঁত, নখ ব্যবহার করল এবার। গলায় আর হাতে আঁচড় খাচ্ছে রানা, রক্ত বেরিয়ে আসছে, যদিও সেদিকে ওর তেমন খেয়াল নেই। সুযোগ পেলেই প্রতিপক্ষের নাক-মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি মারছে ও, লাথি মারছে পাঁজরে আর পেটে। হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসে লোকটা, বাঘের ভঙ্গিতে থাবা মারতে চায়, লাথি মেরে তাকে দূরে সরিয়ে দেয় রানা। এভাবে কিছুক্ষণ চলার পর দুর্বল হয়ে পড়ল লোকটা, তবে রানা এখনও ক্লান্ত হয়নি। শেষ লাথিটা পড়তে ট্রাকের গায়ে ধাক্কা খেল সে, মাথাটা ঠুকে গেল শক্ত চাকার সঙ্গে। দম নেয়ার জন্যে স্থির পড়ে থাকল এক সেকেণ্ড। এর আগে প্রতিবার সে-ই রানার দিকে এগিয়েছে, এবার রানা তার ওপর চড়াও হলো। ডাইভ দিল ও, উড়ে এসে পড়ল প্রতিপক্ষের বুকের ওপর। দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল মোটা গলাটা। ওর নিচে থেকে হাঁটু চালাল লোকটা, ইচ্ছে ওর তলপেটের নিচেটা থেঁতলে দেবে। সতর্ক ছিল রানা, হাঁটুর আঘাতটা ঠেকাল উরু দিয়ে। ইতিমধ্যে ওর হাত দুটো তার গলায় শক্তভাবে চেপে বসেছে। দম আটকে মারা যাবার অবস্থা হয়েছে

লোকটার। আর মাত্র পাঁচ সেকেণ্ড ধস্তাধস্তি করল সে, তারপর নিস্তেজ হয়ে গেল শরীর।

তাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটুর ওপর সিধে হলো রানা, তারপর ধীরে ধীরে দাঁড়াল, সরে এল এক পা। লোকটা নড়ছে না দেখে ঘুরল ও, ট্রাকের পিছনে চলে এসে রাবার টিউবটা ঢোকাল ট্যাংকে। টিউবের অপর প্রান্তটা মুখে পুরে চুষল, ফুয়েল চলে আসতে সেধিয়ে দিল ক্যানের ভেতর, থুথু ফেলল মাটিতে।

গ্যাসোলিনের আওয়াজ পাচ্ছে ও, ধীরে ধীরে ভরে উঠছে ক্যানটা। চার ভাগের তিন ভাগ ভরে গেছে, এই সময় আরও একটা গাড়ির শব্দ ঢুকল কানে। রাস্তার বাঁকে জোড়া হেডলাইট। মাথা তুলল রানা। গিয়ার বদল করল ড্রাইভার, এঞ্জিনের আওয়াজ আরও কাছে চলে এল, ঝোপ-ঝাড়ে উজ্জ্বল নকশা তৈরি করল আলো। হঠাৎ করেই বুঝতে পারল, গাড়িটা ব্রিজ পেরুবে না। রাস্তা ছেড়ে এসেছে ওটা, এগিয়ে আসছে ট্রাকের দিকে।

ডানে-বামে দ্রুত তাকাল রানা, অন্ধকারকে হটিয়ে দিয়ে জায়গা দখল করে নিচ্ছে হেডলাইটের আলো। অন্য কিছু হতে পারে না, এ নিশ্চয়ই বস্-এর একটা কমাণ্ড ভেহিকেল, এজেন্টদের অবস্থান চেক করতে বেরিয়েছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল রানা, দরদর করে ঘামছে, কি করবে বুঝতে পারছে না। তারপর টান দিয়ে টিউবটা খুলে ফেলল, ক্যাপ বন্ধ করে ক্যানটা তুলে নিল, ঝোপের ভেতর দিয়ে ছুটল এঁকেবেঁকে।

সঙ্গে ক্যানটা না থাকলে পালাতে কোন সমস্যা হত না। কিন্তু বড় বেশি ভারি ক্যানটা, ঘন ঘন দোল খেয়ে বাড়ি মারছে ওর পায়ে, ফলে ছোটার গতি বাড়ানো যাচ্ছে না। ব্রিজের সামনে পৌঁছুল ও, সেই সঙ্গে আলোয় ভেসে গেল চারদিক, দু'জন লোক একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, বাতাসে শিস কেটে মাথার পাশ ঘেঁষে বেরিয়ে গেল একটা বুলেট।

ব্রিজে না উঠে রাস্তা পেরুল রানা, জানে একমাত্র অন্ধকার নদীই এখন বাঁচাতে পারে ওকে। ব্রিজের খিলানগুলো এমনভাবে তৈরি, কোন

আড়াল পাওয়া যাবে না। হেডলাইটের আলোয় প্রতিপক্ষ ওকে আদর্শ টার্গেট হিসেবে দেখতে পাচ্ছে। নদী আর ডারবিই এখন একমাত্র ভরসা, সে যদি এখনও শটগান নিয়ে অপেক্ষায় থাকে ওখানে। রাস্তা থেকে হড়কে নিচে নামল ও, টান দিয়ে পানিতে ফেলল ক্যানটা, ডাইভ দিল ওটার পিছনে। দ্রুত সাঁতরানোর চেষ্টা করছে, এক হাতে ঠেলছে ক্যানটা। ক্যানের ভেতর বাতাস থাকায় ডুবছে না সেটা।

নিজের জায়গায় এখনও দাঁড়িয়ে আছে ডারবি। নদীটা অর্ধেক পেরিয়েছে রানা, দু'বার গর্জে উঠল শটগান। একটু পর আরও দু'বার। কাঁচ ভাঙার শব্দ ভেসে এল, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল কেউ, পরমুহূর্তে চোখ-ধাঁধানো আলো নিভে গেল।

বালি স্পর্শ করল রানার পা, ক্যানটা দু'হাতে ধরে মাথার ওপর তুলে নিল ও, উঠে এল কিনারায়।

'আমাকে দাও ওটা···,' বলে এক হাতে রানার কোমর জড়িয়ে ধরল ডারবি, অপর হাতটা বাড়াল ক্যানের হাতল ধরার জন্যে। ঢাল বেয়ে পাশাপাশি ছুটল দু'জন, ক্যানটা মাঝখানে, দু'জনেই ধরে রেখেছে। ব্রিজের পিছনে এখনও অন্ধকার, আর কোন গুলি হচ্ছে না।

'কারা ওরা, রানা?' ছুটতে ছুটতেই জিজ্ঞেস করল ডারবি।

'দক্ষিণ আফ্রিকান···, হাঁপাচ্ছে রানা, কর্কশ গলায় বলল, '···বাস্টার্ড। শহরের চারদিকে ছড়িয়ে আছে, পালাতে আরেকটু দেরি করলে···।'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি, চুলে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে তার মুখ। 'ওদেরকে গাড়ি নিয়ে ব্রিজে উঠতে দেখে গুলি করি আমি। তারপর দেখলাম ব্রিজ থেকে ওরা নদীতে, মানে তোমাকে গুলি করতে যাচ্ছে। তাই আবার গুলি করলাম হেডলাইটের দিকে।'

'ধন্যবাদ, ডারবি।'

রিজ-এর ওপর উঠে এসেছে ওরা। ডারবিও হাঁপাচ্ছে। টয়োটার কাছে না পৌঁছানো পর্যন্ত আর কেউ কথা বলল না। ট্রাকের গায়ে হেলান দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড বিশ্রাম নিল রানা, ক্লান্তিতে নুয়ে আছে

মাথা। গলা আর হাত জ্বালা করছে, নদীর পানিতে রক্ত ধুয়ে যাওয়ায় আঁচড়ের দাগগুলো সাদাটে লাগছে। নিঃশ্বাস ফেলার সময় পাঁজর আর পেটে ব্যথা অনুভব করছে ও। দম একটু ফিরে পেতেই ক্যানটা তুলে নিল, টয়োটার ট্যাংকে ফুয়েল ভরল। মাত্র আট গ্যালন। আগের ছিল এক, তারমানে নয় গ্যালন। লেক ও চিতার কাছে ফিরে যাবার জন্যে যথেষ্ট। কিন্তু তারপর আর কোথাও যাওয়া যাবে না। এখন আর নগামি পাম্প থেকে ফুয়েল সংগ্রহ করারও প্রশ্ন ওঠে না। মাউন আর ঘাঞ্জির মত ওখানেও কড়া নজর রাখা হয়েছে।

টয়োটার সামনে চলে এল রানা। চাঁদের আলোয় একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ডারবি, শটগানটা এখনও তার হাতে। রানাকে দেখতে পেয়ে মুখ তুলল সে, কথাটা বলার জন্যে হাঁ করল, কিন্তু বলতে না পেরে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

এত কিছু করার পর, সব ভেস্তে গেছে। পাথর, বালি আর কাঁটা-ঝোপের ভেতর দিয়ে শত শত মাইল পেরিয়ে এসেছে ওরা, কালাহারির অত্যাচারী রোদে সেদ্ধ হয়েছে দিনের পর দিন, মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করেছে, হারিয়েছে নিকেল আর পুনমকে। সবই বৃথা, এত ত্যাগ স্বীকারের পরও হেরে গেছে ওরা।

'কি হয়েছে, ডারবি?'

'বুঝতে পারছ না কি হয়েছে? আমরা অচল হয়ে পড়েছি! ফুয়েল যা আছে নগামি পর্যন্ত যাওয়া সম্ভব, তার বেশি না।' এক সেকেণ্ড থামল ডারবি, তারপর আবার বলল, 'সত্যি কথা বলতে কি, ফুয়েল থাকলেও কোন লাভ হত না।'

'এ-কথা বলছ কেন?'

'প্রথমে আমাদের পিছনে ছিল শুধু একদল কালো টেরোরিস্ট। এখন দক্ষিণ আফ্রিকান এই শ্বেতাঙ্গরাও পিছু নেবে। টয়োটার চাকার দাগ কাল সকালে ঠিকই খুঁজে নেবে ওরা। একটা দল হলে হয়তো ফাঁকি দেয়া বা সামলানো সম্ভব হত, একই সঙ্গে দুটো দলকে তুমি কিভাবে ঠেকাবে?' দীর্ঘশ্বাস ফেলল ডারবি। 'পারলাম না, রানা, হেরে গেলাম

আমরা। কি জানো, মরতে আমি ভয় পাই না—কিন্তু দুঃখ হচ্ছে এই জন্যে যে তোমাকেও আমি এর মধ্যে টেনে এনেছি···।'

কয়েক সেকেণ্ড নড়ল না রানা। তারপর বলল, 'আজ রাতে হাল্টিং এরিয়া মাতসেবি-তে চলে যাবে চিতাটা, ঠিক?'

'যাবে···এতক্ষণে হয়তো চলেও গেছে।'

'মাতসেবিতে আমরা কি পাচ্ছি?' জানতে চাইল রানা, উত্তরটাও নিজে দিল। 'পানি। ঠিক?'

'হ্যাঁ। মাতসেবি ডেল্টারই একটা অংশ। ওখান থেকে সেই অ্যাঙ্গোলান সীমান্ত পর্যন্ত পানি পাওয়া যাবে। কেন, কি ভাবছ তুমি? এ-সব ভেবে এখন আর লাভই বা কি?'

'এখান থেকে কত দূরে অ্যাঙ্গোলান সীমান্ত, তুমি জানো?' প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সোজা?' মনে মনে একটা হিসাব করল ডারবি। 'সম্ভবত তিন শো মাইল। কিন্তু, রানা, চিতাটা সোজা পথ ধরে যাচ্ছে না। যাচ্ছে উত্তর দিকে। ষাট মাইল পেরুলেই মাতসেবি থেকে বেরিয়ে যাবে ওটা, বেরিয়ে যাবে ডেল্টা থেকে, আবার ঢুকবে মরুভূমিতে। কালাহারির ওই অংশটা অন্যরকম, রানা। সাংঘাতিক দুর্গম। আমার চেয়ে তোমারই তা ভাল জানার কথা। জেসাস, বুশম্যানরা ছাড়া আর কেউ ওদিকে যেতে সাহসই পায় না···।'

রানার ভুরু এখন আর কুঁচকে নেই। ডারবিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমরা হারিনি, ডারবি। এখনও নয়।'

ব্যাকুল দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল ডারবি। 'হারিনি?'

'না। ছাপ ধরে চিতাটার কাছে ফিরে যেতে পারব আমরা। এখন থেকে পানি কোন সমস্যা হবে না। যে গতিতে ওটা এগোচ্ছে, ষাট মাইল পেরুতে মাত্র তিন দিন লাগবে। এই তিন দিন ওদেরকে আমরা ফাঁকি দিতে পারব বলে আশা রাখি। তারপর, তোমারই ভাষায়, একবার ডেল্টায় পৌঁছুলে কাউকে অনুসরণ করা অত্যন্ত কঠিন। কঠিন আমাদের জন্যে, হ্যাঁ, তবে যারা আমাদের পিছনে থাকবে তাদের জন্যেও···।'

যুক্তিটা ডারবির মাথায় ঢুকতে শুরু করল। কিছু বলতে চাইল্ সে, রানা তাকে সুযোগ দিল না।

'অন্তত চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাদের, ডারবি। এর কোন বিকল্প নেই। যদি চেষ্টা না করি, তার মানে হবে চিতাটার মৃত্যু নিশ্চিত করা।' ডারবিকে রানা মনে করিয়ে দিল, বারগামের লোকদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে দেখামাত্র চিতাটাকে যেন মেরে ফেলা হয়। তারা যদি ওটাকে মারতে ব্যর্থ হয়, সুযোগ নেবে কনসেশনের শিকারীরা। এই পরিস্থিতিতে ওরা যদি শুধু ওটাকে মাতসেবির বাইরে পৌঁছে দিতে পারে, তাহলে আবার মরুভূমির নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যাবে। ওদিকের মরুতে একটা পাহাড়ী এলাকা আছে, সোডিলো। বুশম্যানদের পবিত্র পাহাড় ওটা, এলাকাটা দুর্গম বলে শুধু ওরাই ওদিকে যায়। কে জানে, চিতাটা হয়তো সোডিলো পাহাড়ের দিকেই যাচ্ছে, যাচ্ছে হয়তো পুরুষ সঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে, গর্ভধারণের উদ্দেশ্যে। সবশেষে রানা বলল, 'যে-কারণেই হোক, ওটাকে আমি নিরাপদ অবস্থায় দেখতে চাই। দেখতে চাই তার এই কঠিন যাত্রা সফল হয়েছে। কেউ যদি বাধা দেয় আমাকে, তার কপালে খারাবি আছে···।'

শান্তভাবে এগিয়ে এসে রানাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরল ডারবি। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে। কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'কথা দিয়েও রাখোনি তুমি, রানা। ভেবেছ আমি ভুলে গেছি, না? বলেছিলাম আমি যদি তোমাকে চিতাটা দেখাতে পারি, তুমি নিজের সম্পর্কে সব কথা বলবে আমাকে। কে তুমি, রানা? এভাবে কোত্থেকে এলে আমার জীবনে?' কথা বলছে, কাঁদছে, আবার অস্থিরভাবে চুমো খাচ্ছে রানাকে।

'এভাবে যদি বারবার ভিজতে হয় আমাকে, সর্দি লেগে যাবে না?'

কাঁদতে কাঁদতে হেসে ফেলল ডারবি। রানাকে শেষ একটা চুমো খেয়ে হাতের শটগানটা ছুঁড়ে দিল সীটের ওপর, তারপর উঠে বসল হুইলের পিছনে, স্টার্ট দিল এঞ্জিন।

অন্ধকারে আরও কয়েক সেকেণ্ড একা দাঁড়িয়ে থাকল রানা। ডেকানের কথা ভাবছে ও। তার কপালে কি ঘটেছে আন্দাজ করা যায়,

নিশ্চিত হবার এখন আর কোন উপায় নেই। বসের হাতে বন্দী হয়েছে সে, কিংবা হয়তো মেরে ফেলা হয়েছে তাকে। প্রতিশোধ নেয়ার কোন উপায় নেই, এখন জান বাঁচানোটাই ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে তার কথা, নিকেলের কথা বা পুনমের কথা ভুলবে না ও। প্রতিশোধ অবশ্যই নেবে, সময় ও সুযোগ মত।

চোখের সামনে ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠল একটা দৃশ্য। ওরা দু'জন, ও আর ডারবি, ডেল্টা ধরে হাঁটছে—ওদের সামনে কালো চিতা, পিছনে টেরোরিস্ট আর দক্ষিণ আফ্রিকানরা, দু'পাশে অনেকগুলো হান্টিং পার্টি। ব্যাপারটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়, তবে ডারবির দেখা পাবার পর থেকে যা কিছু ঘটেছে সবই তো পাগলামির ফসল। এত দূর এসে, ডারবিকে ভাল লাগার পর, চিতার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিজের কাঁধে স্বেচ্ছায় তুলে নেয়ায়, এখন আর হেরে যেতে রাজি নয় ও।

'কি হলো?' ট্রাকের কেবিন থেকে চিৎকার করল ডারবি। 'তুমি আসছ, নাকি আমি একাই রওনা হব?'

কেবিনে উঠে ডারবির পাশে বসল রানা, রিজ ধরে এগোল টয়োটা।

এখন আর নিঃশব্দে বা সাবধানে যাবার কোন দরকার নেই, যত জোরে সম্ভব ট্রাক চালাল ডারবি। ঝোপের ভেতর বালি ঢাকা জমিন উঁচু-নিচু, সারাক্ষণ ঝাঁকি খাচ্ছে টয়োটা। এই পথ দিয়েই এসেছিল ওরা, তখনকার চাকার দাগগুলো চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

ডারবির পাশে চুপচাপ বসে আছে রানা, একটা হাত সেফটি বারে, গভীর চিন্তায় মগ্ন। এগারোটা বাজে। লেক থেকে মাউনে পৌঁছুতে সারাটা সকাল লেগে যায় ওদের, তবে সময়টা ছিল দিন, ধীর গতিতে এগিয়েছে ওরা, ডেকান কোথাও একটা ফার্ম দেখলেই থামতে বলেছে ডারবিকে। এখন ওরা দূরত্বটুকু পেরিয়ে যেতে পারবে ঘন্টা তিনেকের মধ্যে, গাছটার কাছে পৌঁছুবে রাত দুটোয়।

ততক্ষণে তিন ভাগের এক ভাগ রাত পেরিয়ে যাবে, দুটোর আরও অনেক আগে গাছ থেকে নেমে রওনা হয়ে যাবে চিতা। বিশ মাইল পেরিয়ে লেকের উত্তর প্রান্তে পৌঁছুবে ওটা, যে রাস্তাটা আড়াআড়িভাবে

পার হবে সেটা বতসোয়ানার দক্ষিণ অঞ্চলের সঙ্গে মাউনের যোগাযোগ রক্ষা করছে। তারপর মাতসেবিতে পৌঁছুবে চিতা, সকালের মধ্যে কনসেশন এরিয়ার কিনারায় কোথাও আবার একটা গাছে চড়বে।

ছাপ অনুসরণ করা তেমন কঠিন হবে না। এখানেও খোলা মরুভূমি ধরে ছড়ানো-ছিটানো ঝোপের ভেতর দিয়ে এগোবে চিতা। কিন্তু তারপর মাতসেবি, ডেল্টার শুরু, যেখানে সমস্যার কোন শেষ নেই। এলাকাটায় অসংখ্য চ্যানেল আর লেগুন রয়েছে। তারই মাঝে নিচু দ্বীপের মত পানির ওপর মাথাচাড়া দিয়ে আছে ঝোপ ঢাকা বালি। শুকনো জমিনের ওপর চিতার পায়ের ছাপ আগের মতই পরিষ্কার দেখা যাবে। কিন্তু ওগুলোর কাছে পৌঁছুতে হলে মাঝে মধ্যে পানিতে সাঁতার কাটতে হবে। তখন ওটার পিছনে নিশ্চিতভাবে থাকার জন্যে অনুসরণ করতে হবে দৃষ্টি দিয়ে।

অন্ধকার রাতে, পানির ওপর, দৃষ্টি দিয়ে? হাস্যকর একটা ব্যাপার, কোন শিকারী এ-ধরনের কাজ করতে যাবে না। তবু রানা জানে, এটাই ওদের একমাত্র সুযোগ। সুযোগ বলতে হবে এই জন্যে যে চিতা যে আচরণ করছে তা অন্য কোন প্রাণী করে না, সে সরল একটা রেখা ধরে যাচ্ছে কোথাও। সে-কথা মনে রেখেই ডারবিকে আশার কথা শুনিয়েছে রানা। ওদের সফল হবার সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও আছে, যদি ওরা দু'পাশের আর পিছনের দলগুলোকে ফাঁকি দিতে পারে।

হান্টিং পার্টিগুলো ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারে। চিতাটাকে দেখলে লোভ সামলাতে পারবে না, গুলি করে ফেলে দেবে। তবে সময় ও সুযোগ পেলে যুক্তি দেখিয়ে তাদেরকে হয়তো ক্ষান্ত করা সম্ভব। কিন্তু বারগামের টেরোরিস্ট আর দক্ষিণ আফ্রিকানরা শুধু ঝামেলা নয়, মূর্তিমান ত্রাস। টেরোরিস্টরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার একটা হামলা করবে, সম্ভবত কাল সন্ধ্যায়। সুযোগ পেলে দক্ষিণ আফ্রিকানরাও তাই করবে। ভয়ংকর ঝুঁকি নিয়ে মাউনে যারা পাহারা বসায়, সেখানেই তারা থেমে থাকবে না, পথের শেষ মাথা পর্যন্ত ধাওয়া করবে।

এই পরিস্থিতিতে ওদের দু'জনকে সারাক্ষণ চলার মধ্যে থাকতে

হবে। সুযোগ পেলেই ছোটো, প্রয়োজন হলেই লুকাও। আর আশায় বুক বাঁধো, প্রার্থনা করো—তাপ, পানি, কাঁটা-ঝোপ, বালি ও নল-খাগড়ার ভেতর দিয়ে কালো চিতাকে যেন অনুসরণ করা যায়, বাকি সবাই যেন পিছিয়ে পড়ে।

তিন দিন। তিনটে দিন মশা, সেতসি মাছি, জলহস্তী, কুমীর আর হাতির সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকতে হবে ওদেরকে। দিনের বেলা রোদের ছ্যাঁকা খেতে হবে, রাতে হি হি করতে হবে শীতে। যে কোন মুহূর্তে যে-কোন দিক থেকে হামলা আসতে পারে। শরীরে থাকবে ব্যথা আর ক্লান্তি। এত কষ্ট, এত ঝুঁকি, শুধু একটা কালো চিতার জন্যে। বিরল প্রজাতির একটা প্রাণী, ওরা চাইছে না কেউ ওটাকে মেরে ফেলুক। সমস্ত বাধা আর বিপদ পেরিয়ে ওটা যদি আবার নিরাপদ মরুভূমিতে পৌঁছুতে পারে, তাহলেই ওদের এই অভিযান সার্থক হবে। রানা জানে, প্রাণীটাকে এমন কি কাছ থেকে একবার ভাল করে দেখার সুযোগও হবে না ওদের। দেখতে যদি পায়ও, এক পলকের জন্যে কালো একটা ছায়াই শুধু দেখতে পাবে, দূর থেকে আবছা, হারিয়ে যাচ্ছে সামনের মরুভূমিতে।

ডারবির দিকে তাকাল একবার। হুইলের ওপর ঝুঁকে আছে সে, সামনের দিকে গভীর মনোযোগ, বাতাস পেয়ে পিছন দিকে পতাকার মত উড়ছে সোনালি চুল, উজ্জ্বল চোখে নিষ্পলক দৃষ্টি, চেহারায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ভাব। আপন মনে মাথা নাড়ল রানা।

এদিক-ওদিক কাত হতে শুরু করল ট্রাক। 'স্পীড কমাও, সাবধানে এগোও···।'

রিজ থেকে নামতে শুরু করেছে ওরা, গাছটা এখান থেকে আর মাত্র কয়েক মাইল সামনে। গিয়ার বদল করল ডারবি, টয়োটার গতি কমে গেল। ফুয়েল গজের দিকে তাকাল রানা। যা আন্দাজ করেছিল তাই, কাঁটাটা শূন্যের ঘরে কাঁপছে। আর মাত্র এক গ্যালন ফুয়েল অবশিষ্ট আছে।

'যতক্ষণ চলে চলুক,' বলল ও। 'যখন আর চলবে না, ফেলে রেখে

যাব। এখন থেকে সতর্ক থাকতে হবে আমাদের, যে—কোন মুহূর্তে হামলা হতে পারে। মাউনের দক্ষিণ আফ্রিকানরা সকালের আগে আমাদের ছাপ খুঁজে পাবে না, কাজেই আপতত তাদের তরফ থেকে কোন ভয় নেই। ভয় বারগামের লোকগুলোকে। আজ পুরোটা দিন এগিয়েছে তারা। এর মানে হলো; তারা আমাদের সামনের দিকে কোথাও ওত্ পেতে বসে আছে।'

'সর্বনাশ! আগে তো এ-কথা বলোনি!'

'এখন বলছি।' রানা গম্ভীর। 'রাতের অন্ধকারে তারা সিরিয়াস কিছু ঘটাতে চাইবে বলে মনে হয় না, তবে চারদিকে পাহারা বসাবে। হেডলাইট নেভাও, আমি না বললে স্পীড আর বাড়িয়ো না।'

মাথা ঝাঁকিয়ে হেডলাইট নেভাল ডারবি, ওদের সামনেটা অন্ধকার হয়ে গেল। ইতিমধ্যে শটগান আর স্মাইজার দুটো লোড করেছে রানা। রিপিটারগুলো দুই সীটের মাঝখানে ঠেক দিয়ে রাখল, তুলে নিল শটগানটা। ওটার ব্যারেল জানালা দিয়ে সামান্য বের করে দিল বাইরে।

ওর ধারণাই ঠিক। পাহারা বসিয়েছে টেরোরিস্টরা। অন্তত একজনকে দেখতে পাওয়া গেল।

চাঁদের আলোয় বালির ওপর দিয়ে অত্যন্ত ধীরগতিতে এগোচ্ছে টয়োটা; এই সময় ওদের সামনে, বাঁ দিকে ঝোপের ভেতর একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পেল রানা। মূর্তিটা মাথা নিচু করে ছুটছে, হঠাৎ চোখের পলকে কাঁটা-ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেল। একটু পর আবার বেরিয়ে এল ঝোপটার আরেক মাথা থেকে, এখনও ছুটছে। তারপর আবার হারিয়ে গেল।

সেফটি ক্যাচ অফ করল রানা। লোকটা ট্রাকের আগে আগে ছুটছে কেন? উত্তরটা সহজ। তাকে বলা হয়েছে যে-কোন ট্রাক দেখতে পেলেই হবে না, রিপোর্ট করার আগে তাকে নিঃসন্দেহ হতে হবে যে ওটাকেই খুঁজছে তারা। এই পথে ফার্মের ট্রাক আসা-যাওয়া করে, কাজেই ভুল হবার সম্ভাবনা আছে। তারমানে নিঃসন্দেহ হবার জন্যে ট্রাকটাকে খুব কাছ থেকে দেখার ইচ্ছে তার।

'একটা লোক দেখতে পাচ্ছি,' ডারবিকে বলল রানা। 'সামনে, বাঁ দিকে। ঘাবড়াবার কিছু নেই, যেমন যাচ্ছ যেতে থাকো। গুলির শব্দ হতে পারে।'

অন্ধকারে চোখ বোলাল রানা। ছায়ার ভেতর দিয়ে ছুটছে লোকটা, দেখা যাচ্ছে না। তারপর ছায়া থেকে বেরুতেই দেখা গেল, আড়াআড়ি লাফ দিয়ে টয়োটার চাকার কাছাকাছি থাকার জন্যে একটা ঝোপে ঢুকল। অপেক্ষা করছে রানা, কিন্তু লোকটা আর বেরুচ্ছে না।

ঝোপটার সঙ্গে ট্রাকের দূরত্ব কমে আসছে। শটগান কাঁধে তুলল রানা। ঝোপটা পাশে চলে এল। সেটার মাঝখানে একটা ব্যারেল থেকে গুলি করল ও। ঝলসে উঠল গোলাপি আগুন, বিস্ফোরণের শব্দ হলো, ঝোপটার ভেতর আর্তনাদ করে উঠল লোকটা। ক্যাবের ভেতরটা ধোঁয়া আর করডাইটের গন্ধে ভরে গেল।

'আলো জ্বালো, স্পীড বাড়াও।' নির্দেশ দিল রানা।

আলোয় ভেসে গেল সামনেটা, একটা ঝাঁকি খেয়ে দ্রুত হলো টয়োটার গতি।

'ঠিক আছে।' শটগানে আরেকটা কার্টিজ ভরল রানা। 'ব্যাটাদের বুঝিয়ে দেয়া হলো, আমরাও তৈরি হয়ে আছি। গুলির বেশিরভাগ ধাক্কা খেয়েছে ঝোপের ডালপালা, তবে দু'পেয়ে কুকুরটারও মনে রাখার মত তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছে। সম্ভব হলে স্পীড আরও বাড়াও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গাছটার কাছে পৌঁছুতে চাই।'

আগে যেখানে থেমেছিল সেই জায়গায় পৌঁছুল ট্রাক। বালির ওপর ডেকানের পায়ের ছাপ এখনও স্পষ্ট। কয়েক মুহূর্ত পর বেওব্যাব গাছটার তলায় চলে এল ওরা। দু'জনেই নিচে নামল, হেঁটে গুঁড়িটার উল্টোদিকে এসে থামল।

চিতার পায়ের ছাপগুলো এখান থেকে বালির ওপর দিয়ে নাক বরাবর সোজা চলে গেছে। নিখুঁত ছাপ, নিরেট, যেন মাটি কেটে খুদে গামলার আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। এমন কি নখরের প্রান্তগুলোও

পরিষ্কার।

হাঁটু ভাঁজ করে বসল ডারবি, হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে স্পর্শ করল একটা ছাপ—আলতোভাবে। তারপর সিধে হলো সে, মাথা নাড়ল। 'জানো, রানা, প্রথম এক মাস মাঝেমধ্যেই আমার ঘুম ভেঙে যেত রাতে, নিজের সঙ্গে কথা বলতাম, বলতাম আমি ভুল দেখেছি। সন্দেহের দোলায় দুলত মনটা। সত্যি কিছু দেখেছি, নাকি আলোর কারসাজি? মনে হত, ওটা আমার কল্পনা, কালো চিতার অস্তিত্ব নেই। আবার ওটাকে না দেখা পর্যন্ত যে কী কষ্ট হত আমার। কিন্তু আবার দেখার পরও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারতাম না, জেগে আছি কিনা বোঝার জন্যে নিজের গায়ে চিমটি কাটতে হত।'

'একটা ব্যাপারে তোমাকে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি,' বলল রানা, নিঃশব্দে হাসছে। 'ওটা কোন ট্র্যাক্টরের দাগ নয়।'

'কিন্তু আবার কি আমরা ওটাকে দেখতে পাব?' ডারবির গলায় সন্দেহ, রানার দিকে অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, যেন অভয় পেতে চাইছে সে।

রানা দেখল, আশায় ও আশঙ্কায় একটু একটু কাঁপছে ডারবি। হঠাৎ করেই তার বোঝাটা অনুভব করতে পারল ও। প্রায় অসহ্য একটা বোঝা, তিন মাস ধরে কাঁধে করে বয়ে বেড়াচ্ছে। প্রবল মানসিক উত্তেজনা আর কঠোর কায়িক পরিশ্রম তো ছিলই, তারপর প্রথমে গেরিলাদের এবং পরে ওকে বোঝাতে হয়েছে যে, এই কালো চিতা ছাড়া দুনিয়ার আর কোন কিছুর গুরুত্ব নেই তার কাছে। এরপর উত্তেজনা আরও বরং বেড়েছে, বন্ধু হয়ে উঠেছে প্রাণের শত্রু, বারবার জড়িয়ে পড়তে হয়েছে সংঘর্ষে। শেষদিকে এসে হতাশা গ্রাস করে তাকে। রানা আশার বাণী শোনায়। এখন আবার তার মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। তবে রানা জানে, এ মেয়ে ভাঙবে তবু মচকাবে না। এই যে তার মধ্যে সন্দেহ জেগেছে, এটাও থাকবে না। সাময়িক এই সন্দেহ আর দ্বিধা আছে বলেই তাকে আরও বাস্তব ও জ্যান্ত লাগছে। শুধুই রহস্যময়ী এক নারী নয়, রক্ত-মাংসে তৈরি দুর্বল একটা মেয়ে।

একটা হাত দিয়ে তার কাঁধ জড়ালো রানা। 'কেন দেখতে পাব না? তোমার সঙ্গে আমি আছি না!' কথাগুলো বলার পর রানার নিজের আত্মবিশ্বাসও ফিরে এল। ও একজন শিকারী, কালাহারি ওর পরিচিত মরুভূমি, এমন কি রাতের অন্ধকারেও ডেল্টার ওপর দিয়ে চিতার পায়ের ছাপ অনুসরণ করতে পারবে ও। এই মিশন এখন আর ডারবির একার নয়। দু'জনেই এখন জড়িয়ে পড়েছে এই অভিযানের সঙ্গে, এভাবে এমনকি বিছানাতেও তারা পরস্পরের সঙ্গে জড়ায়নি। দু'জনেরই এক লক্ষ্য—কালো চিতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

'ডারবি, এখানে সময় নষ্ট করা উচিত হবে না,' তাগাদা দিল রানা। 'ফুয়েল শেষ না হওয়া পর্যন্ত ডেকানের মত ছাদে উঠে যাচ্ছি আমি, ওখান থেকে ছাপ দেখে তোমাকে জানাব। তবে স্পীড বাড়াবে না। যা শীত আর ঠান্ডা বাতাস, পানি বেরুতে থাকলে চোখে কিছুই দেখতে পাব না। ভুলে যদি কোন শূয়রের ছাপ অনুসরণ করি, সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

হেসে উঠে রানাকে চুমো খেল ডারবি, পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে রেখে ট্রাকে উঠল আবার ওরা। তারপর ছাদে চড়ল রানা, বালির ওপর দিয়ে চলতে শুরু করল টয়োটা।

দশ

শহরে জেঁকে বসেছে শীত, সেই সঙ্গে ঘন কুয়াশা। বস্তির ভেতর দোচালার মেঝেতে পায়চারি করছে ডেকা বারগাম্ব। মাথার ওপর নগ্ন একটা বালব জ্বলছে। একবার থামল সে, ঘৃণাভরে তাকাল আব্রাহাম

গামবুটির দিকে। জিন আর বিয়ার গিলে টেবিলের ওপর নেতিয়ে পড়েছে লোকটা।

মাঝে মধ্যেই কেঁপে উঠছে বারগাম, ঘুমাতে পারছে না। ঠাণ্ডায় কাহিল হয়ে পড়েছে, তা নয়। অনেকক্ষণ হলো শীত সে অনুভবই করছে না। অতীতের কথা যতদূর তার মনে পড়ে, রাতের শহর সব সময় একইরকম দেখে আসছে সে—শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে, গ্রীষ্মকালে গরমে বন্ধ হয়ে আসে দম। এ-দুইয়ের মাঝখানে আর কিছুর কথা মনে পড়ে না। ছেলেবেলা থেকেই এই শীত আর গরমে অভ্যস্ত বারগাম। সাধারণত রাতের এই সময়টায় পার্টিশনের ওদিকে লোহার খাটে কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমায় সে। আজ তার ঘুম আসছে না, আসবেও না। উত্তর থেকে একটা রেডিও মেসেজ আসার কথা আছে।

দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে নেকটার। শেঙ্গির কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে সে। পিছু নিয়ে প্রতিপক্ষের ট্রাকটাও পেয়ে গেছে। হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এই সময় ল্যাণ্ড করল একটা প্লেন। ছোটখাট একটা যুদ্ধ হয় ওখানে, পাইলটকে গুলি করে ওরা। নেকটার তার একজন লোক হারিয়েছে, তবে সেটা কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। এখনও তার দলে সাতজন আছে, চিতাটাও যাচ্ছে সোজা একটা পথ ধরে। চিতার পিছনে রয়েছেন শ্বেতাঙ্গ মহিলা ও আহত একজন বিদেশী।

আজ রাতে ছোট কোন গ্রামের কাছাকাছি গা ঢাকা দিয়ে থাকবে ওরা। তবে কাল বা পরশু অবশ্যই হামলা চালাবে নেকটার। বিদেশী লোকটাকে মেরে ফেলা হবে, বন্দী করা হবে মহিলাকে, মেরে ফেলা হবে চিতাটাকে।

বিদেশী লোকটার ব্যাপারে বারগামের কোন আগ্রহ নেই। যতদূর জানতে পেরেছে সে, লোকটা বতসোয়ানার একজন শিকারী। কে জানে, সে হয়তো শ্বেতাঙ্গ মহিলার প্রেমে পড়েছে। সে যাই হোক, গলায় ছুরি চালিয়ে বা মাথায় একটা বুলেট ঢুকিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে ফেলা হবে। তাকে হতভম্ব করে তুলেছে মহিলা আর চিতাটা। শুধু হতভম্ব করেনি; খেপিয়েও দিয়েছে। প্রথম যখন শুনল মহিলা চিতাটাকে অনুসরণ

করছেন, ব্যাপারটা ওর কাছে অদ্ভুত লাগে। চেষ্টা করেও ভুলতে পারত না। ঘুমালে, স্বপ্নের ভেতর চলে আসেন মহিলা আর তাঁর চিতা। দিনের বেলা কাজের মধ্যে থাকলেও তাদের কথা উঁকি দেয় মনে। দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করেছে সে। যত চিন্তা করেছে ততই অবাক হয়েছে। তারপর বিস্ময় আর শুধু বিস্ময় থাকেনি। দিশেহারা বোধ করেছে সে, তারপর রাগ হয়েছে। এখনও গোটা ব্যাপারটা তার কাছে একটা ধাঁধার মত।

ডোরা ডারবির চেহারাটা ভেসে উঠল তার মনের পর্দায়। অসম্ভব লম্বা একটা কাঠামো, অপরূপ সুন্দরী—বনে, জঙ্গলে বা শহরে যেখানেই থাকুক, রহস্যময়ী দেবী মনে না হয়ে উপায় নেই। তার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, জেদ, কঠিন ব্যক্তিত্ব, কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠা, বারগামের দৃষ্টিতে এ-সবই দেবীসুলভ গুণ। সেই রহস্যময়ী নারী ওকে কালো চিতার গল্প শুনিয়েছিলেন, বলেছিলেন ওদের দু'জনের মধ্যে নাকি অচ্ছেদ্য একটা বন্ধন তৈরি হয়েছে। মাঝে-মধ্যে চিতা আর মিস্ ডারবিকে আলাদা করতে পারে না সে, মনের পর্দায় এক হয়ে মিশে যায়। এ-কথাও মনে হয়েছে, দুটো প্রাণ এক সুতোয় বাঁধা, একটা মারা গেলে অপরটি বাঁচবে না। এক রাতে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখে চিৎকার করে উঠেছিল সে। স্বপ্নের মধ্যে ভুল করে নেকটারকে নির্দেশ দেয়, মহিলাকে খুন করে চিতাটাকে আটক করতে হবে।

তারপর অবশ্য কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করেনি বারগাম। চিতাটাকে মরতে হবে, কারণ মহিলাকে তার দরকার। তার মনে হয়েছে, চিতাটা বেঁচে থাকলে মহিলাকে কাবু করা বা আটক করা প্রায় অসম্ভব। গামবুটির কথাই ঠিক। মহিলা মহামূল্যবান একটা পুরস্কার। তাঁকে আটক করতে পারলে যে অস্ত্র আর গোলাবারুদ পাওয়া যাবে তা টাকা দিয়ে কেনা সম্ভব নয়। শুধু অস্ত্র পাওয়াটা বড় কথা নয়, বড় কথা একটা শ্বেতাঙ্গ সরকারকে নতি স্বীকার করানোর কৃতিত্ব। নিজের শক্তির পরিচয় দেয়া হবে, দলে আর দলের বাইরে ছড়িয়ে পড়বে সুনাম। মহিলাকে আটক করে মুক্তিপণ আদায় করতে পারলে দক্ষিণ আফ্রিকা

সরকার রীতিমত ঘাবড়ে যাবে, সন্দেহ নেই। দলটা আরও অনেক বড় হবে, তখন এমন কি ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগও আসতে পারে।

দরজায় শব্দ হলো। ঝট করে ঘুরল বারগাম। 'কে?'

সামান্য একটু ফাঁক হলো কবাট, উঁকি দিল ছেলেটা। 'এই নিন।'

'কি ওটা?'

'মেসেজ।' কবাট পুরোপুরি খুলে ভেতরে ঢুকল ছেলেটা।

'মেসেজ? দু'ঘণ্টা আগেই তো একটা এসেছে। আবার তো কাল আসার কথা···।'

কথা না বলে ঠোঁট ওল্টাল ছেলেটা। 'এইমাত্র এসেছে।'

হাত বাড়িয়ে কাগজের টুকরোটা নিল বারগাম। দ্রুত পড়ল সে। বিশ্বাস করতে পারছে না, কাজেই দ্বিতীয়বার পড়তে হলো। তারপর আরও একবার। মুঠোর ভেতর দলা পাকিয়ে ফেলল কাগজটা। বন্ধ দরজার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। এখন আর কাঁপছে না শরীর, তবে হঠাৎ করে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগছে তার।

এটাও নেকটারের পাঠানো মেসেজ। আধ ঘণ্টা আগের ঘটনা, সকালে যেদিকে চলে গিয়েছিল ট্রাকটা সেদিক থেকে সেটা ফেরে কিনা দেখার জন্যে এক জায়গায় অপেক্ষা করছিল সে। জানা কথা, ট্রাকটা ফুয়েল আনতে গেছে। কাজটা দলের যে-কেউ করতে পারত, কিন্তু এর আগে প্রতিটি কাজে ব্যর্থ হওয়ায় নেকটার নিজেই দেখতে যায় ট্রাকটা ফিরে আসছে কিনা। আসে সেটা, ভাল করে দেখার জন্যে ওটার কাছাকাছি পৌঁছুতে চেষ্টা করে সে। এই সময় ট্রাক থেকে কেউ তাকে দেখতে পায়, শটগান দিয়ে গুলি ছোঁড়ে।

পেলেটটা নেকটারের মুখে লেগেছে। একটা চোখ পুরোই হারিয়েছে সে, অপর চোখ দিয়েও ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না। রেডিওতে খবর পাঠিয়েছে, এই অবস্থায় তার পক্ষে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়।

এখনও ওখানে রয়েছে শেঙ্গি, তবে ক্যাম্পে প্রথমবার হামলা হবার

সময়, মহিলাকে যখন কিডন্যাপ করা হয়, চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে সে। অথচ শেঙ্গি ছাড়া দলে এমন কেউ নেই যাকে লিডার বানানো যায়। শহর থেকে অন্য কাউকে এই মুহূর্তে পাঠানোও সম্ভব নয়।

মহিলাকে ফেরত পাবার এখন একটাই উপায় খোলা দেখতে পাচ্ছে বারগাম। আর কারও ওপর ভরসা করা চলে না, এবার তাকেই যেতে হবে। মরুভূমিতে গিয়ে অপারেশনের দায়িত্ব তুলে নিতে হবে নিজের কাঁধে। ছেলেটার দিকে তাকাল সে। 'এদিকের খবর কিছু জানো? রাতে পেট্রল দেয়া হবে?'

মাথা নাড়ল ছেলেটা। 'ওরা সকালে বেরুবে।'

'ঠিক আছে, মন দিয়ে শোনো। আমি নিজে যাচ্ছি ওখানে। তার আগে প্রথমে একটা মেসেজ পাঠাতে হবে। ট্রাক দরকার একটা, আরও বহু জিনিস লাগবে। সে সব পরে হবে, এখন তুমি আমাকে এক বোতল হুইস্কি এনে দাও, কেমন?'

কামরা থেকে বেরিয়ে গেল ছেলেটা।

দরজা বন্ধ করার আগে আকাশের গায়ে ঝলমলে আলোগুলোর দিকে একবার তাকাল বারগাম। শ্বেতাঙ্গদের জন্যে সংরক্ষিত জোহানেসবার্গের অংশ ওটা। কোন কারণ ছাড়াই দরজাটা দড়াম করে লাগিয়ে দিল। মদ সে খুব কমই খায়, কিন্তু আজ থেকে খেতে হবে। জঙ্গল আর মরুভূমিকে ভয় পায় সে, অথচ বাধ্য হয়ে সেখানেই যেতে হচ্ছে তাকে।

তিন মাইল দূরে, যে-সব আলোকিত ভবনগুলোর ওপর চোখ বুলাল বারগাম, তারই একটায় শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ল্যারি ব্রায়ান। রাত এখন প্রায় তিনটে, জোহানেসবার্গে আসার পর থেকে কোনদিনই দু'তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমাতে পারেন না তিনি। শরীরটা তাই খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক, এ-ধরনের যে-কোন ঘটনা চূড়ান্ত পরিণতির কাছাকাছি পৌঁছুলে উত্তেজনায় পালিয়ে যায় ঘুম। তবে তাঁর রাগটা স্বাভাবিক নয়।

ভাবাবেগে অধীর হওয়া তাঁর স্বভাব নয়। এর আগে বহু অ্যাসাইনমেন্টের দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি, তার মধ্যে কঠিন ও বিপজ্জনক অ্যাসাইনমেন্টও ছিল, নিজের যোগ্যতা ও সাধ্যমত সে-সব দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন—ধৈর্যের সঙ্গে, ছকে বাঁধা নিয়ম ধরে। জিম্মির সঙ্গে কখনোই ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে জড়াননি। এই অ্যাসাইনমেন্টটা যে অত্যন্ত কঠিন হবে, প্রথম থেকেই জানতেন তিনি, সেজন্যেই ডোরা ডারবিকে স্রেফ একটা জিম্মি হিসেবে কল্পনা করেছেন, তার বিপদ ও কষ্টের কথা ভেবে নিজের ভেতর সহানুভূতি জাগতে দেননি। অথচ তারপরও রাগ হচ্ছে তাঁর।

আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন তিনি, মাথার পিছনে হাত রেখে তাকিয়ে থাকলেন অন্ধকারে। মাসুদ রানা, হ্যাঁ, তিনিই তাঁর রাগের কারণ। একজন এশিয়ান, গায়ের রঙ তামাটে, অখ্যাত বাংলাদেশ থেকে বতসোয়ানায় এসে কনসেশন লাইসেন্স বাগিয়েছেন। তবে মার্ক সুলেভানের ফাইলে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে বুদ্ধিমান, সাহসী, দক্ষ। কিন্তু এ-সবের মাত্রা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। পরে জানা গেছে, ভদ্রলোক একাই একশো।

ব্রায়ান ভাবছেন, আতঙ্কিত মিস ডারবিকে বন্দী করেছেন রানা, মরুভূমির ওপর দিয়ে জোর করে টেনে নিয়ে গেছেন তিনশো মাইল, একটা পুতুলের মত ব্যবহার করছেন তাঁকে, ভদ্রমহিলার পিছনে আড়াল নিয়েছেন। এমনকি আজ রাতেও, সুলেভানের লোকজন মাউনে তাঁকে একটুর জন্যে ধরতে ব্যর্থ হবার পর, আসল সত্য চেপে গিয়ে মিস ডারবিকে তাঁর সঙ্গে যেতে বাধ্য করেছেন তিনি। বিস্ময়ে হতভম্ব, নিঃসঙ্গ, অসহায় মহিলা কি করবেন, অগত্যা হয়তো রাজি হয়েছেন তাঁর সঙ্গে যেতে। কেন যে ভদ্রলোক এরকম উদ্ভট আচরণ করছেন, ব্রায়ান তা বুঝতে পারছেন না। তিনি যদি একজন টেরোরিস্ট হতেন, তাহলে আলাদা কথা ছিল। কিন্তু তা তিনি নন। বিপদে পড়া একজন মানুষ, যার সাহায্য দরকার, তিনি কেন এভাবে পালাবেন? শুধু পালাচ্ছেন না, পথে লাশও রেখে যাচ্ছেন।

রানাকে মেরে ফেলা হবে, ব্রায়ান সে ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। তিনি শুধু ডারবির কথা ভাবছেন, আর ভাবছেন রানা তার না জানি কি ক্ষতি করেছে।

তবে, তাঁর সান্ত্বনা এইটুকু যে ব্যাপারটা আর বেশি দূর গড়াবে না। সুলেভান তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন, তাঁর কথা তিনি বিশ্বাসও করেছেন। রানার টয়োটায় যা ফুয়েল আছে তাতে খুব বেশি হলে আর আশি মাইল এগোনো যাবে। ভোর হলেই টায়ারের ছাপ পেয়ে যাবে সুলেভানের লোকেরা, সন্ধের আগে ধরে ফেলবে তাঁকে। ধরার পর রানাকে নিয়ে কি করা হবে, দু'জনেই তাঁরা জানেন।

কাত হয়ে ঘুমাবার চেষ্টায় চোখ বুজলেন ব্রায়ান।

এক মাইল পশ্চিম, অফিস বিল্ডিঙের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ইলোফ (ELÖFF) স্ট্রীট দেখছেন মার্ক সুলেভান। লাইটপোস্টের আলোয় ফাঁকা, নির্জন পড়ে আছে রাস্তাটা। রানার ওপর তিনি শুধু রেগে আছেন বললে কিছুই বলা হয় না, এমন খেপে আছেন যে পারলে জ্যান্ত কবর দেন ওকে।

চার ঘণ্টা আগে প্রথম যখন মেসেজ এল, সেই থেকে তাঁর এই অবস্থা চলছে। মাউনে সব মিলিয়ে বসের লোক রয়েছে চোদ্দজন, তাদের সবাইকে বোকা বানিয়ে বেরিয়ে গেছে রানা। শুধু বেরিয়ে যায়নি, যাবার পথে দু'জনকে প্রায় মেরে রেখে গেছে। এর আগে জঙ্গলের ভেতর তাঁর এজেন্টদের ওপর হামলা চালায় রানা, তবে সে-সময় তার জন্যে ওরা মাত্র পাঁচজন অপেক্ষা করছিল। চোরাগোপ্তা হামলা, তেমন কিছু করার ছিল না। কিন্তু এবার তো চোদ্দজনই সতর্ক ছিল, তারপরও পালিয়ে যেতে পেরেছে লোকটা।

সুলেভানের মাথা খারাপ হয়ে যায় দ্বিতীয় ফোনটা আসার পর। সেটা আধ ঘণ্টা আগের ঘটনা। কথা বলল ভ্যান বার্গম্যান, মাউন কন্টিনজেন-এর কমাণ্ডার। প্রথমবার ফোন করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিল সে, স্বীকার করেছিল দিশেহারা বোধ করছে, তবে বারবার আশ্বাস

দিয়ে জানায় যে, রানাকে এখনও ধরা সম্ভব। মাত্র এক জেরি-ক্যান ফুয়েল আছে তার কাছে, ভোরের আলোয় তার ট্রাকের ছাপ দেখতে পাওয়া যাবে, কাজেই ধরা তাকে পড়তেই হবে।

দ্বিতীয়বার ফোন করে আরও খারাপ খবর দেয়া হলো। রানা ওদের আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যাবার ঠিক আগে কালো লোকটাকে ধরে ফেলে ওরা। শুরুতে মুখ খোলেনি সে। পরে কথা বললেও তথ্য খুব সামান্যই দিয়েছে। এখনও রানা বা মহিলা সম্পর্কে কিছু জানাতে রাজি হচ্ছে না। ভ্যান বার্গম্যান অনেক কষ্টে যে-টুকু আদায় করেছে তার বেশিরভাগই অর্থহীন। শুধু একটা তথ্য প্রয়োজনীয়।

কালো লোকটার নাম ডেকান। সে একজন সিনিয়র ট্র্যাকার। আদভানি পরিবারের ফার্মে, সরাসরি মিস ইভা পুনম আদভানির অধীনে কাজ করে সে। তার আগের দিন ইভা পুনম নিজের প্রাইভেট প্লেন নিয়ে একটা প্যান-এর কাছে ল্যাণ্ড করে। এই প্যানটার কাছেই রানা আর মহিলার সঙ্গে অপেক্ষা করছিল ডেকান। পুনম কিভাবে ওদেরকে খুঁজে পেল বা কি কারণে একা প্লেন নিয়ে হাজির হলো মরুভূমিতে সে-সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। তবে প্লেন থেকে সে নামতেই বারগামের লোকেরা চারপাশের ঝোপ থেকে গুলি করে। যুদ্ধটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি, টেরোরিস্টরা পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়, তবে ইভা পুনম মারা যায়।

ইভা পুনম আদভানি। নামটা আরও অনেক দক্ষিণ আফ্রিকানদের মত বার্গম্যান জানে, সুলেভানও জানেন। কৃষ্ণ আদভানির একমাত্র মেয়ে সে। বতসোয়ানায় আদভানি পরিবারের বিশাল সম্পত্তি আছে। ডেকান যেমন জানে না কেন ওখানে হঠাৎ করে উদয় হলো পুনম, তেমনি সুলেভানও কারণটা আন্দাজ করতে পারছেন না। এমনকি ডেকানই বা কিভাবে রানার সঙ্গে জুটল তা-ও তিনি বুঝতে পারছেন না।

তিনি শুধু জানেন, যে-ই মাত্র রটে যাবে পুনমকে পাওয়া যাচ্ছে না, অমনি কৃষ্ণ আদভানি কালাহারির ওই অংশে তল্লাশি চালাবার জন্যে এক

ঝাঁক প্লেন পাঠাবেন। তার মানেই দাঁড়াল, বার্গম্যানের লোকদের হাতে সময় খুব বেশি নেই। বড় জোর বাহাত্তর ঘণ্টা। তারপর তারাই অন্য লোকদের চোখে ধরা পড়ে যাবে।

ঝট করে ঘুরে ওয়াল-ম্যাপের সামনে ফিরে এলেন সুলেভান। মাউনকে ঘিরে থাকা ডেল্টা আর মরুভূমির রঙ খয়েরি, সবুজাভ আর নীল। স্ক্রীনে দেখে মনে হয় এলাকাটা সমতল, মসৃণ আর অনুকূল। আসলে ঠিক তার উল্টো। খয়েরি মানে হলো পাথর আর বালিময় খাঁ খাঁ বিশাল প্রান্তর, সবুজাভ মানে হলো কাঁটাঝোপ আর নীল মানে হলো সীমাহীন জলা, পানি আর নল-খাগড়ার বন।

সুলেভানের দৃষ্টিতে শিকারী রানা শুধু যে বুদ্ধিমান তা নয়, তার ভাগ্যও তাকে সাহায্য করছে। খোদ মরুভূমি দু'দু'বার তার প্রাণ বাঁচিয়েছে। কালাহারি যেন ভাঁজ হয়ে আড়াল করে রেখেছে তাকে, লুকিয়ে রেখেছে ঠিক যেভাবে বুনো পশুগুলোকে লুকিয়ে রাখে, তাকে স্থান, সময় ও আশ্রয় দিয়েছে। তবে এরপর আর মরুভূমি তাকে সাহায্য করতে পারবে না। তার সময় শেষ হতে চলেছে, স্থান তার জন্যে একটা বোঝা হতে যাচ্ছে, হারিয়ে যাবে নিরাপদ আশ্রয়। আর মাত্র ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে ট্রাক ছাড়তে বাধ্য হবে সে। কৃষ্ণ আদভানির মেয়ের খোঁজে তল্লাশি শুরু হবার আগে বার্গম্যান অবশ্যই তাকে খুঁজে পাবে। আর পাবার সঙ্গে সঙ্গে···।

এই সময় ঝন্ ঝন্ শব্দে টেলিফোন বেজে উঠল। ডেস্কের কাছে ফিরে এসে রিসিভার তুললেন সুলেভান। অপারেটর কথা বলল, লাইন দিতে বললেন তিনি। তারপর অপেক্ষায় থাকলেন।

আবার ফোন করেছে বার্গম্যান। দূর উত্তর থেকে আসছে কলটা, শব্দজটের ভেতর অস্পষ্ট শোনাল। সুলেভান ধারণা করলেন, ডেকানের কাছ থেকে সে বোধহয় আরও কিছু তথ্য আদায় করতে পেরেছে। কিন্তু না, তাঁর ধারণা ভুল। কথা বলাবার সময় তার ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়, ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে সে। বার্গম্যান ফোন করেছে অন্য কারণে। তার জন্যে, এবং সুলেভানের জন্যেও, খবরটা যেমন

অবিশ্বাস্য তেমনি উত্তেজনাকর।

বার্গম্যানের কাছে লং-রেঞ্জ রেডিও ইকুইপমেন্ট রয়েছে। ফ্রিকোয়েন্সি স্ক্যান করার সময় তার একজন অপারেটর দশ মিনিট আগে খোলা লাইনে পাঠানো একটা সিগন্যাল শুনতে পেয়েছে। মেসেজটা হুবহু এরকম—'তাকে বলো সে যেন ওদের সঙ্গে থাকে। ব্যাপারটা সামলাবার জন্যে তিনি নিজেই আসছেন।' মেসেজটা পাঠানো হয়েছে জোহানেসবার্গের কাছাকাছি কোথাও থেকে।

ব্যস, এইটুকুই। তবু বার্গম্যানের কাছে, এখন সুলেভানের কাছেও তাৎপর্যটুকু পরিষ্কার। কোন সন্দেহ নেই, বারগাম নিজেই অপারেশনের দায়িত্ব নিতে যাচ্ছে।

প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন সুলেভান। তারপর ইন্টারকমের বোতামে চাপ দিলেন। নিচতলার অপারেশনাল কন্ট্রোল রুম ক্লার্ক সাড়া দিল, আঞ্চলিক ভাষায় তাকেও কয়েকটা নির্দেশ দিলেন তিনি।

আবার জানালার সামনে এসে দাঁড়ালেন সুলেভান। মিস ডোরা ডারবিকে উদ্ধার করার জন্যে সম্ভাব্য সব রকম ঝুঁকি নিয়েছেন তিনি। নিজের এজেন্টদের পাঠিয়েছেন, আর্মস ও ভেহিকেল হারাবার ঝুঁকি নিয়েছেন, এমনকি রানা ডেল্টা ধরে পালাবার চেষ্টা করতে পারে ভেবে বোটও পাঠিয়েছেন। এ-সবই ফাইলে লেখা হবে। ফাইলে এখন আরও একটি বিষয় স্থান পাবে। সেটা হলো, বারগামও ওখানে গিয়েছিল।

তাঁর মনে পড়ল, আজ পাঁচ বছর ধরে বারগামকে ধরার চেষ্টা করছেন তিনি। বসের অন্যান্য অফিসাররা তাঁর সম্পর্কে কি বলাবলি করে, তাঁকে কি পরিমাণ ঈর্ষা করে, সবই তিনি জানেন। বারগাম হাতের মুঠোয় এসেছিল, কিন্তু তাকে তিনি ধরতে পারেননি, ফাইলে যদি এ-কথা লেখা হয়, তার পরিণতি কি হতে পারে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের জন্যে বারগাম একটা বিরাট হুমকি, কাজেই সুযোগ পেয়েও তাকে ধরা না গেলে এরপর তাঁর ক্যারিয়ার বলে আর কিছু থাকবে না।

তিনি যে জুয়া খেলছেন তাতে জেতার একটাই উপায় আছে। নিজের ক্যারিয়ার রক্ষা করতে হলে বারগামের লাশ চাই তাঁর। লাশটা পাবার আয়োজন করার জন্যে খুব বেশি হলে দুই কি তিন দিন সময় পাবেন তিনি। এবং কারও ওপর ভরসা না করে তাঁরই যেতে হবে ওখানে।

আবার ওয়াল-ম্যাপের কাছে ফিরে এসে আলো জ্বাললেন তিনি। সকাল হবার অপেক্ষায় থাকতে হবে তাঁকে, এই সুযোগে এলাকাটা আরেকবার ভাল করে দেখে নিচ্ছেন।

এগারো

বাতাসে প্রচুর কুয়াশা, ঝাপসা লাগছে চারদিক। তবে বালি ঢাকা এলাকাটা সমতল, চাঁদের আলোয় চিতার ছাপগুলো স্পষ্ট। ঝাঁকি খেতে খেতে একটানা সামনে ছুটছে টয়োটা।

লেকের শেষ প্রান্তটা ঘুরল ওরা, মাউন থেকে দক্ষিণে প্রসারিত রোডটা পেরুল, পাশ কাটাল মাতসেবি লেখা কাঠের সাইনবোর্ড, তারপর শব্দটা শোনা গেল। কান খাড়া করাই ছিল, রানা জানত যে-কোন মুহূর্তে শুনতে পাবে।

খক খক করে কেশে উঠল এঞ্জিন, কয়েক সেকেণ্ড বিরতি দিয়ে আবার, তারপর একেবারে থেমে গেল। ধীরে ধীরে ট্রাক থামাল ডারবি। ছাদ থেকে ক্যাবে নামল রানা, মাইলোমিটারে তাকাল। গাছটার কাছ থেকে চোদ্দ মাইল দূরে চলে এসেছে ওরা, যত দূরে থামবে বলে আশা করেছিল তার প্রায় দ্বিগুণ দূরে। মন্দ নয়, তবে এখন থেকে পায়ে হেঁটে

এগোতে হবে ওদেরকে।

'জিনিস-পত্র যা আছে সব নামাও, দেখা যাক কি কি সঙ্গে নেয়া যায়।'

টেইলগেট দিয়ে ট্রাকের পিছনে উঠল ডারবি, যা কিছু আছে সব এক এক করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল। চারটে স্তূপ তৈরি করল রানা। প্রথমটায় এমন সব ইকুইপমেন্ট থাকল যেগুলো পেলেও টেরোরিস্টরা কোন কাজে লাগাতে পারবে না। কোন সন্দেহ নেই, পরিত্যক্ত টয়োটা কাল সকালেই পেয়ে যাবে তারা। দ্বিতীয় স্তূপটায় রসদ থাকল, পেলে কাজে লাগবে টেরোরিস্টদের, বেশিরভাগই টিনে ভরা শুকনো খাবার। এগুলো ঠিকমত নষ্ট করতে হলে সময় লাগবে, তাড়াহুড়োর মধ্যে দু'পাশের ঝোপের ভেতর এলোপাতাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দেয়াই ভাল মনে করল রানা।

তৃতীয় স্তূপে থাকল যে-সব ইকুইপমেন্ট ওরা নিয়ে যেতে পারবে না, আবার ফেলে রেখে যাওয়াটা বিপজ্জনক—অটোমেটিক রাইফেল, একটা স্নাইজার, বেশিরভাগ অ্যামুনিশন। এগুলো আপাতত বয়ে বেড়াতে হবে ওদের, পরে এমন জায়গায় ফেলতে বা লুকাতে হবে কেউ যাতে কোনদিন খুঁজে না পায়। সেরকম জায়গা পাওয়া যাবে প্রথম লেগুনে পৌঁছুলে। শেষ স্তূপটায় রয়েছে অতি প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট, যেগুলো ওদের কাজে লাগবে।

খুব কম জিনিসই সঙ্গে নিচ্ছে ওরা। শটগান, দ্বিতীয় স্নাইজার, কিছু অ্যামুনিশন, বিনকিউলার, কয়েক ক্যান খাবার। তবে এই সামান্য বোঝাও বারোটা বাজিয়ে দেবে পানি ও নল-খাগড়া ঠেলে এগোবার সময়।

'তোমার ভাগের জিনিসগুলো এতে ভরো···।' শেষ স্তূপটা দু'ভাগে ভাগ করেছে রানা। ডেকানের তৈরি একটা ব্যাক-প্যাক দেখিয়ে দিল ডারবিকে। তারপর আবার বলল, 'তোমার নিজের জিনিস-পত্র থেকে দু'একটা যদি নিতে চাও, নিতে পারো, তবে মনে রেখো অন্তত ষাট মাইল হাঁটতে হবে।'

যে যার নিজের প্যাকে সব ভরে নিল ওরা, তারপর কাঁধে তুলে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকাল। 'রেডি?' ডারবির দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল রানা।

ডারবির পিঠে ব্যাক-প্যাক ঝুলছে, হাতে স্মাইজার। মাথা ঝাঁকাল সে।

আকাশের দিকে তাকাল রানা। চাঁদ একটু আগেই ডুবে গেছে, আর দু'ঘণ্টার মধ্যে ভোর হতে শুরু করবে। তবে তারার আলো এখনও যথেষ্ট উজ্জ্বল, ছাপ অনুসরণ করতে অসুবিধে হবে না। সকাল সাতটার মধ্যে পানির কিনারায় পৌঁছে যাবে ওরা। জলাভূমিতে প্রবেশ করার আগে ওখানেই কোথা একটা গাছে শেষবারের মত আশ্রয় নেবে চিতা।

ট্রাকের সামনে চলে এল রানা, হুড তুলে টেনে বের করে নিল রোটর আর্ম। ভারি ফেণ্ডারের গায়ে বার কয়েক আছাড় মারতে বাঁকা হয়ে গেল সেটা, ছুঁড়ে ঝোপের ভেতর ফেলে দিল। এরপর ডারবির হাতে ধরিয়ে দিল অটোমেটিক রাইফেলটা, নিজে তুলে নিল প্রথম স্মাইজার আর বাকি অ্যামুনিশনের কার্টনগুলো। 'চলো এবার।'

বোঝার চাপে সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে রানা, তবে লম্বা লম্বা পা ফেলে দ্রুত হাঁটছে। চিতার পায়ের ছাপ সোজা এগিয়েছে। ওর চেয়ে ডারবির বোঝা কম নয়, সে-ও নুয়ে পড়েছে। তবে পা চালিয়ে রানার পাশেই থাকছে ও।

আগুন ঝরা দুপুর। জমিন ঢাকা পড়ে আছে ঝাঁক ঝাঁক গুঞ্জনরত মশায়, কুয়াশার মত পাক খাচ্ছে ঝাঁকগুলো। নল-খাগড়ার ভেতর দিয়ে উড়ে গেল একটা মাছরাঙা, তার গায়ের পান্না সবুজ আর সোনালি রঙ রোদ লেগে ঝলসে উঠল। সামনে ছলকাচ্ছে পানি, বুদ্বুদ উঠছে, কলকল শব্দ হচ্ছে।

ঘাড়ের পিছনে চাপড় মারল রানা, এইমাত্র একটা সেতসি মাছি কামড় দিয়েছে ওখানে। বিশ্রী রকম জ্বালা করছে জায়গাটা, যেন

মৌমাছি হুল বসিয়েছে। তারপর আবার লম্বা নল-খাগড়া সরিয়ে তাকাল ও। দক্ষিণ দিকে প্রসারিত খোলা প্রান্তরে এখনও কিছু দেখা যাচ্ছে না। দাঁড়াল ও, ফিরে এল কাঁটা-ঝোপের ছায়ায়। ঘুমাচ্ছে ডারবি, তার পাশে হাঁটু মুড়ে বসল, ঘাম মুছল কপাল থেকে।

ভোর থেকে এখানে রয়েছে ওরা। চিতার আচরণে কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি, অন্ধকার আকাশ ম্লান হতে শুরু করার পরপরই লম্বা কয়েকটা অ্যাকেশিয়া গাছের কাছে থামে সে, উঠে পড়ে উঁচু একটা ডালে। ছাপ অনুসরণ করে গাছটার কাছাকাছি চলে আসে ওরা, পাতার খস খস আর খেঁকিয়ে ওঠার আওয়াজ পায়, সাবধানে পিছিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকে।

এই মুহূর্তে ওরা ঠিক ডেল্টার কিনারায় অবস্থান করছে না, ভেতরে ঢুকে পড়েছে, পিছনের খোলা প্রান্তরে ফেলে এসেছে ঘাস ঢাকা জলার কিছু কিছু অংশ। প্রথম আসল চ্যানেল রয়েছে সামনে, লম্বা প্যাপিরাস আর ঘাস দিয়ে কিনারা মোড়া। চ্যানেলটা সরু আর অগভীর, তবে যত এগোবে ওরা ততই গভীর হবে পানি, খানিক পর পর দেখা যাবে গভীর লেগুন আর চওড়া স্রোত। তারপর আবার গভীরতা কমতে শুরু করবে, অবশেষে ওরা পৌঁছে যাবে খাঁ-খাঁ উত্তর মরুভূমিতে, যদি অত দূর যেতে পারে।

সিগারেটের জন্যে হাত তুলল রানা, হঠাৎ স্থির হয়ে গেল সেটা। কোন শব্দ হয়নি, তবে চোখের কোণে নিশ্চয়ই কোন নড়াচড়া ধরা পড়েছে। তারপর দেখতে পেল। হাতি। ছোট একটা পাল, পাঁচটা হাতি। খয়েরি-মেটে রঙ, বিশাল আকৃতি, দেখে মনে হচ্ছে ঘাসের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে। আসছে ওদের ডান দিকে, এখনও আশি গজ দূরে।

ডারবির হাতে চাপ দিল রানা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলল সে। ফিসফিস করল ও, 'ধীরে ধীরে, সাবধানে উঠে বসো। তারপর স্মাইজারটা দাও আমাকে।'

নির্দেশ মত বসল ডারবি, হাতিগুলোকে দেখতে পেল, রানার হাতে

ধরিয়ে দিল অস্ত্রটা।

হাঁটু গেড়ে বসে থাকল রানা, অপেক্ষা করছে। এখনও এগিয়ে আসছে হাতিগুলো। আট হাজার পাউণ্ড ওজন, অথচ কোন শব্দ করছে না। ওদের লিডার এক বুড়ো হাতি, একটা দাঁত ভাঙা, ফাটল ধরেছে সেটার গায়ে। ওদের কাছ থেকে বিশ গজ দূরে থামল সে, মাথা ঝাঁকাল, হুমকি দেয়ার ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়ল, তারপর কান উঁচু করে ডাক ছাড়ল।

'নোড়ো না!' ফিসফিস করল রানা। স্মাইজারটা কাঁধে তুলে লক্ষ্যস্থির করল ও। কপাল থেকে ঘাম গড়াচ্ছে, তবে হাতিটার গাঢ় খয়েরি রঙের চোখ দুটো দেখতে পেল পরিষ্কার, কিনারায় জমাট বেঁধে আছে পিচুটি বা কাদা। আবার ডাক ছাড়ল লিডার, মাথা ঝাঁকাল, তারপর হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে দ্রুত ছুটল, দলের বাকি সবাই অনুসরণ করল তাকে।

'বড় বাঁচা বেঁচে গেছি, বুঝলে!' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'এখন গুলি করা মানে শত্রুদের ডেকে জানিয়ে দেয়া কোথায় আমরা রয়েছি।'

'যদি এগিয়ে আসত ওটা, তুমি থামাতে পারতে?' জিজ্ঞেস করল ডারবি। এতক্ষণ সে-ও হাঁটু গেড়ে বসেছিল, এবার ঝোপের ছায়ায় কাত হলো। চেহারা ম্লান, তবে ভয় পায়নি।

'পারতাম,' বলল রানা। 'ওদেরকে থামানোই তো আমার পেশা।' ডারবির দিকে ফিরে মুচকি হাসল একটু। 'মানে পেশা ছিল আর কি। তবে শুধু লিডারকে থামালে কাজ হত না। আরও চারটে ছিল। হাতি সম্পর্কে জানো কিছু, নাকি জুলজির টেক্সট বুকই শুধু পড়া আছে?'

মাথা নাড়ল ডারবি।

'তাহলে শোনো; সাংঘাতিক পাজি ওগুলো, দেখলেই ভয়ে কাঠ হয়ে যাই। যে ভুলই করো না কেন, অন্য কোন প্রাণীর বেলায় তুমি তবু একটা সুযোগ পাবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারলে শটগান দিয়ে এমনকি একটা সিংহকেও ফেলে দিতে পারবে, যদি কয়েক ফুটের মধ্যে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। কিন্তু হাতির বেলায় তা সম্ভব নয়। শুধু আকারে

বিশাল নয়, গতিও খুব বেশি। ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে ছুটে আসতে পারে, ঘুরতে পারে ব্যালে ড্যান্সারের মত, অনায়াসে ভেঙে ফেলতে পারে একটা ট্রাক। একটা ভুলই যথেষ্ট, তোমাকে পেয়ে যাবে। লিডারকে আমি ফেলে দিতে পারতাম, কিন্তু বাকিগুলো হামলা করলে…,' কথা শেষ না করে কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'হাতির সঙ্গে তো দেখা হলো, আর কাদের সঙ্গে দেখা হবে?'

'ওরকম বিপজ্জনক? বেশি বিপদে ফেলবে কুমীর, তারপর জলহস্তী। কিছু মোষও দেখতে পাবে। হাতিকে বিপজ্জনক বলেছি, তবে মোষ সবগুলোই খুনী। সবচেয়ে বিপজ্জনক কোনটা, জিজ্ঞেস করলে হেসে উঠবে শিকারীরা, বলবে—বেবুন, দুঃসময়ে। কথাটা মিথ্যে নয়।'

'চিতা সম্পর্কেও সত্যি?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। তারপর মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হাসল। 'না, চিতা অনেক রকম হলেও, অন্য কোন প্রাণীর সঙ্গে মিলের চেয়ে ওদের অমিলই বেশি। চিতা বা চিতাবাঘ নিশাচর, এমন এক জগতে বিচরণ করে যেখানে ওদেরকে আমরা দেখতে পাই না, তবে ওরা আমাদের দেখতে পায়। দেখতে পেতে হলে ওদের এলাকায় ঢুকতে হবে আমাদের। সেজন্যেই অন্য সব প্রাণীর চেয়ে আলাদা ওগুলো। শুধু…।'

দাঁড়াল রানা, উঁচু পাঁচিলের মত লম্বা ঘাসের দিকে এগোল। এই ঘাসই খোলা প্রান্তর আর ওদেরকে আলাদা করে রেখেছে। 'এমন কি চিতাবাঘও আমাদের এখনকার সমস্যা নয়। দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে অন্য এক জাতের প্রাণী।' ঘাস ও নল-খাগড়া সরিয়ে আবার তাকাল ও।

এখনও শুধু জিরাফ আর হরিণের পাল দেখা যাচ্ছে প্রান্তর জুড়ে, মাঝে মধ্যে চোখে পড়ছে অস্ট্রিচ। আকাশে ঈগল আর শকুনও আছে। দূরে কয়েকটা শিয়াল দেখা গেল, শুকনো ঘাসের ভেতর কিছু পাওয়া যায় কিনা খুঁজছে।

না, অন্য কিছু নেই এখনও। তবে এই ছকটা আগে হোক পরে

হোক বদলে যাবে, জানে রানা। পরিত্যক্ত ট্রাকটাই বোধহয় দেরি করিয়ে দিচ্ছে টেরোরিস্ট গ্রুপটাকে। অবশ্য ওটা দেখে কি ঘটেছে আন্দাজ করে নিতে পারবে তারা। দু'একটা জিনিস কাজে লাগবে বলে মনে করলে সংগ্রহ করবে, তারপর আবার ছাপ ধরে পিছু নেবে।

মন একটু খুঁতখুঁতই করছে রানার। এতক্ষণে ওদের পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল। 'তুমি কিছুক্ষণ পাহারা দিতে পারবে?' ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল ডারবিকে।

মাথা ঝাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ডারবি।

'বেশি কিছু করতে হবে না, শুধু হরিণ আর জিরাফগুলোর ওপর নজর রাখলেই হবে,' বলল রানা। 'দু'একটা চিতা বা সিংহ আসতে পারে, যদিও শিকারে বেরুবার সময় এখনও হয়নি ওদের। যদি দেখো হরিণের পাল ছড়িয়ে পড়ছে, ধরে নেবে টেরোরিস্টরা আসছে। সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘুম ভাঙাবে, কেমন?'

ছায়ায় শুয়ে পড়ল রানা। মুখের চারধারে ঝাঁকে ঝাঁকে ভিড় করল মশা, সেতসি মাছি; পা আর হাতে কামড় বসাল, শরীরে চরতে শুরু করল পিঁপড়ে আর পোকা-মাকড়। কয়েক মিনিট হাত ঝাপটা দিয়ে ওগুলোকে তাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করল ও, তারপর ঘুমিয়ে পড়ল।

'রানা···!' ডারবি ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকাচ্ছে। চোখ মিটমিট করে উঠে বসল রানা। দিনের আলো এখনও একটু আছে, তবে আগের সেই গরম আর নেই, নল-খাগড়ার মাথার ওপর নিঃসঙ্গ জ্বলছে একটা তারা।

'মিনিট দশেক হলো হরিণের পালগুলো ছুটতে শুরু করে,' বলল ডারবি। 'আমি ভাবলাম, ওরা বোধহয় রাতের কোন শিকারীকে দেখতে পেয়েছে। কিন্তু তোমার বিনকিউলার চোখে তুলে এতক্ষণ খুঁজেও কিছু দেখতে পেলাম না। অথচ পালগুলো এখনও ছুটছে।'

ছোঁ দিয়ে বিনকিউলারটা নিয়ে ছুটল রানা, ঘাসের কিনারায় পৌঁছে হাঁটু গাড়ল। প্রথমে শুধু হরিণের পালগুলোকে ছুটতে দেখল ও, দেখে মনে হলো পিছন থেকে ওগুলোকে কেউ তাড়া করেছে। কয়েক সেকেণ্ড পর, ধুলোর মেঘের ভেতর ভাল করে তাকাতে, কালো একজন লোক

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে উঠল। সামনের দিকে ঝুঁকে আছে সে, পরনে নোংরা খাকি শার্ট। তারপর আরেকজনকে দেখা গেল, আরও কয়েকজনকে। একই লাইনে মোট সাতজন, গুণল রানা।

আধ মাইলেরও কম দূরে লোকগুলো। প্রত্যেকের হাতে হাই ভেলোসিটি রাইফেল, এগুলোর গুলি খেয়েই মারা গেছে পুনম। বিনকিউলার নামিয়ে দাঁতে দাঁত চাপল রানা। আর এক ঘণ্টা সময় পেলেই হত। গাছ থেকে নেমে রওনা হয়ে যেত কালো চিতা, তার পিছনে শুধু ওরা দু'জন থাকত। অন্তত আরও একটা রাত ওদের ঘাড়ের ওপর কোন বিপদ থাকত না। জানা কথা, অন্ধকারে ডেল্টা পেরুবার ঝুঁকি টেরোরিস্টরা নিত না।

অন্ধকার হতে এখনও এক ঘণ্টা বাকি। আলো কমে না এলে গাছ থেকে নামবে না চিতা। তার অনেক আগেই লম্বা ঘাসের ভেতর পৌঁছে যাবে লোকগুলো।

ধরা পড়ে গেছে ওরা। এখন যদি পিছিয়ে নল-খাগড়ার বনে ঢুকে পড়ে, চিতাটাকে হারাতে হবে। প্রায় নিশ্চিতভাবে ধরে নেয়া যায়, মেরে ফেলা হবে ওটাকে। পিছিয়ে না গিয়ে ওরা যদি এখানেই দাঁড়িয়ে লড়াই করে, জেতার কোন সম্ভাবনা নেই। হয়তো দু'জনকেই মরতে হবে। সেক্ষেত্রেও, রাগে বা প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছে থেকে, মেরে ফেলা হবে চিতাকে।

মাটিতে একটা ঘুসি মারল রানা। তারপর কাঁধের ওপর দিয়ে ডারবির দিকে তাকাল, ব্যাখ্যা করল পরিস্থিতি।

'আমরা থাকব,' দৃঢ়কণ্ঠে জানাল ডারবি, বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। 'ওদেরকে কিছুক্ষণ ঠেকিয়ে রাখতে পারলেও চিতাটাকে হয়তো পালাবার সুযোগ করে দেয়া হবে।'

চোখ বুলিয়ে চারদিকটা খুঁটিয়ে দেখল রানা। নিরেট আড়াল বলতে কোথাও কিছু নেই। প্রথম গুলি হবার পর পনেরো মিনিট টিকে থাকতে পারলেও নিজেদেরকে ভাগ্যবান বলে মনে করতে হবে। তবে মনে মনে ডারবির সঙ্গে একমত হলো। এ জায়গা ছেড়ে নড়বে না ওরা। 'তাহলে

এসো, তৈরি হওয়া যাক।'

ছুটে কাঁটা-ঝোপের কাছে ফিরে এল ও। স্মাইজারটা তোলার জন্যে ঝুঁকল, এই সময় চিৎকার করল ডারবি।

'ওদিকে, রানা, তাকাও!'

সিধে হয়ে ঘুরল রানা। হাত তুলে কয়েকটা অ্যাকেশিয়া দেখাচ্ছে ডারবি। মুহূর্তের জন্যে ভাবল, টেরোরিস্টরা আরেক দিক থেকে এগিয়ে এসে হামলা করতে যাচ্ছে ওদেরকে। তারপরই গুঁড়িগুলোর ছায়ায় দেখতে পেল ওটাকে। ম্লান ছায়ার ভেতর কালো আর গাঢ় একটা ছায়া, জমির সঙ্গে প্রায় সেঁটে আছে। কালো চিতা।

প্রথমে মনে হলো, ওদেরকে দেখছে ওটা, তাকিয়ে আছে ঘাসের ওপর দিয়ে। তারপর উপলব্ধি করল রানা, একা শুধু ডারবিকে দেখছে। ধীরে ধীরে চোখ ঘুরিয়ে তার দিকে তাকাল ও। দেখল, ডারবির চোখেও পলক নেই, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। তারপর, পরিষ্কার অনুভব করল রানা, ডারবি আর কালো চিতার মধ্যে কি যেন একটা বিনিময় হলো—জমাট নিস্তব্ধতার ভেতর কোন শব্দ হলো না, তবু যেন বাতাসের ভেতর বিস্ফোরিত হলো একটা বার্তা। পরমুহূর্তে চাপা গলায় গর্জে উঠল চিতা, দু'বার লেজ ঝাপটাল, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে যোগাযোগটা, নল-খাগড়ার বনে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল রানা।

'ওভাবে দাঁড়িয়ে থেকো না তো,' বলল ডারবি। 'কারণটা হয়তো পানি, কিংবা হয়তো লোকগুলো নার্ভাস করে তুলেছে ওটাকে। কিছু এসে যায় না। বড় কথা আবার ওটা রওনা হয়েছে···।' উত্তেজনায় অধীর শোনাল ওর গলা, নিজের প্যাকটা কাঁধে তুলে ফেলল। '···আরেকটা সুযোগ পেয়ে গেছি আমরা। ছোটো!'

চিতা যেদিকে অদৃশ্য হয়ে গেছে সেদিকে ঘুরে ছুটল সে।

প্যাকটা পিঠে তুলে নিল রানা, এক হাতে স্মাইজার, পিছু নিল ডারবির।

*

এলোমেলো পা ফেলে পানি থেকে উঠে এল রানা, নুয়ে পড়া নল-খাগড়া মাড়িয়ে পাড়ে উঠল। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে। কোমর থেকে নিচের দিকটা ভেজা, পানি গড়াচ্ছে। নল-খাগড়ার ধারাল পাতা লেগে ছিঁড়ে গেছে চামড়া। প্যাকটার ওপর কাঁধে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো থাকায় শটগানটা ভেজেনি। কাঁধ থেকে নামাল ওটা, তারপর নল-খাগড়ার ঘন বন ঠেলে সামনে এগোল ক্লান্ত পায়ে।

সামনে খোলা প্রান্তর, ঘাস ঢাকা। নল-খাগড়ার বন থেকে উঁকি দিয়ে তাকাল ও। প্রথমে বাঁ দিকে, তারপর ডান দিকে। তিন কি চার মিনিট পর যা খুঁজছে পেয়ে গেল। ভেজা ভেজা মাটি ও শেওলার ওপর গভীর দাগ। ঘাসগুলো ছোট হতে হতে এক পর্যায়ে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে বালিকে, সেই বালির ওপর স্পষ্ট ফুটে আছে ছাপগুলো।

পানির কিনারায় আবার ফিরে এল রানা। 'রেডি?' চ্যানেলের উল্টোদিকে তাকিয়ে জানতে চাইল।

অপর তীর থেকে জবাব দিল ডারবি। 'হ্যাঁ।'

পানির ওপর চোখ বুলাল রানা। খুব গভীর নয়, কাজেই জলহস্তীর ভয় নেই। তবে কুমীরের জন্যে যথেষ্ট গভীর। একটা কুমীর যদি এক লেগুন থেকে আরেক লেগুনে যাবার জন্যে স্রোতটাকে ব্যবহার করতে চায়, চাঁদের আলোয় তার ধোঁয়াটে-লাল চোখ দুটো দেখা যাবে। কালচে-রূপালি চকচকে ভাব ছাড়া পানির ওপর কিছু দেখা যাচ্ছে না। 'যত দ্রুত সম্ভব সাঁতরাবে,' এপার থেকে নির্দেশ দিল রানা। 'তবে পানিতে যতটা সম্ভব কম আলোড়ন তুলবে। মাঝখানটায় পানির ওপর মাথা তুলে আছে মাটি, তারপর চ্যানেলটা বেশ গভীর। কিছু দূর এলেই অবশ্য পায়ের তলায় বালি পাবে। আমি তোমাকে কাভার দিচ্ছি। স্মাইজারটা পানির ওপর তুলে রাখো। নেমে পড়ো এবার।'

অপর তীরের নল-খাগড়া থেকে পানিতে নামল ডারবি। রানার নির্দেশ মনে রাখার চেষ্টা করছে সে। বেশি পা ছুঁড়ছে না পানিতে। শটগানের মাজল দিয়ে পানির ওপরটা কাভার দিচ্ছে রানা, কোথাও

কোন আলোড়ন সৃষ্টি হলেই গুলি করার জন্যে তৈরি। কাছাকাছি চলে এল ডারবি, শুধু তার কোমর থেকে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। কিনারায় পৌঁছুল সে, পাড় বেয়ে উঠে আসছে। ঝুঁকে তার অস্ত্রটা নিল রানা, একটা হাত ধরে টেনে আনল নিজের পাশে।

'এখনও আমরা ওটার পিছনে আছি তো?' হাতের চাপ দিয়ে জিনস থেকে পানি ঝরাচ্ছে ডারবি, তবে ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে রানার দিকে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আছি। ঠিক এখানেই পানি থেকে উঠেছিল।' নল-খাগড়ার কিনারায় এসে আবার উঁকি দিল ও, ওর পাশে ডারবি। শেওলা আর বালির ওপর চিতার ছাপগুলো দেখাল তাকে। 'ওখানটায় দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিয়েছে, তারপর চলে গেছে নিজের পথে। পরিষ্কার ছাপ, পিছু নিতে কোন অসুবিধে নেই।'

'এক মিনিট সময় দাও আমাকে, প্লীজ।'

স্রোতে নামার পর ডারবি সম্ভবত হোঁচট খেয়েছিল, স্তনের ওপর সেঁটে রয়েছে ভিজে শার্ট, চুল থেকে পানি ঝরছে। নল-খাগড়ার একটু ভেতরে ঢুকে কাপড়চোপড় খুলে ফেলল সে, নিঙড়ে পানি ঝরাল, তারপর মাথা মুছল। অস্ত্রটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এল আবার, বলল, 'চলো এবার।'

ছাপ ধরে রওনা হলো রানা।

ব্যাপারটা স্রেফ পাগলামি। শুধু পাগলামি নয়, অসম্ভবও বটে। রাতের অন্ধকারে কিভাবে একটা প্রাণীকে অনুসরণ করা যায়! এমনকি ডেল্টার বুশম্যানরাও এরকম পাগলামি করবে না। অথচ জলাভূমিতে ঢোকার পর সাত ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এখন মাঝরাত। এখনও কালো চিতা হারিয়ে যায়নি। তারমানে অসম্ভবকে সম্ভব করছে ওরা।

তার অবশ্য একটা কারণও আছে। সেটা হলো, অন্য কোন চিতাবাঘের সঙ্গে এটার মিল নেই। অমিল যে শুধু রঙ আর আকৃতিতে তা নয়, আচরণেও। বিশেষ করে পথ চলার ধরনটায়—সরল একটা রেখা তৈরি করছে ওটা। এমনকি দশ দিন আগেও ব্যাপারটা স্বাভাবিক ছিল

না। গতি বাড়াবার পর থেকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে। মাঝে মধ্যে রানার মনে হয়েছে, কম্পাস ব্যবহার করে সামনের একশো মাইল পথের একটা চার্ট তৈরি করতে পারে ও, সেখানে পৌঁছে অপেক্ষা করলে চিতাটাকে এক সময় ঠিকই দেখতে পাবে।

কালো চিতা সোজা পথে এগোচ্ছে বলেই এখনও তাকে হারিয়ে ফেলেনি ওরা। ছোট বড় জলার মধ্যে প্রায়ই তার ছাপ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তখন তারার অবস্থান দেখে নিয়ে আন্দাজের ওপর নির্ভর করে এগোচ্ছে ওরা, বালির পরবর্তী বিস্তৃতিতে পৌঁছে খানিকক্ষণ এদিক সেদিক খোঁজাখুঁজি করলেই আবার পেয়ে যাচ্ছে, শেষ চ্যানেলটা পেরিয়ে আসার পর ঠিক যেভাবে খুঁজে নিয়েছিল।

দ্বীপটার শেষ মাথায় পৌঁছুল ওরা, রানার পায়ের চারপাশে হালকা হয়ে এল নল-খাগড়া, মাথার ওপর ছাতার মত ঝুঁকে আছে পাতা। থামল ওরা। নিচে আরেকটা চ্যানেল দেখা যাচ্ছে, আগেরটার চেয়ে গভীর, স্রোতও একটু বেশি। অপর পাড়টাও ঢাকা পড়ে আছে নল-খাগড়ার বনে। বনের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বালি ঢাকা মালভূমি, তারপর ঘাস মোড়া খোলা প্রান্তর। প্যাকের ওপর কাঁধে শটগানটা আটকাল রানা, ডারবির দিকে ফিরল। 'আবার পানিতে নামতে হবে,' বলল ও। 'মনে রেখো, জলহস্তী দেখলে দেরি করবে না, সঙ্গে সঙ্গে গুলি করবে।'

ঠোঁট মুড়ে হাসল ডারবি, হাতে স্মাইজার নিয়ে এগিয়ে এল। পানিতে নামল রানা, ওকে কাভার দিচ্ছে ডারবি।

পানিতে নামলেই ব্যাঙের সমবেত সঙ্গীত থেমে যায়। ডাঙায় গরম লাগে, চ্যানেলে নামলেই ঠাণ্ডায় কাঁপুনি ধরে যায় শরীরে। ভেজা কাকের মত উল্টোদিকের তীরে উঠে আসে, দ্বীপের ওপর দিয়ে ছাপ অনুসরণ করে এগোয় ওরা। কখনও চাঁদ থাকে আকাশে, কখনও শুধু তারার মেলা। কাঁটা-ঝোপ আর নল-খাগড়ার বন কালো পাঁচিলের মত দাঁড়িয়ে থাকে সামনে-পিছনে। ওদের চারদিকে পোকা-মাকড় ডাকতে থাকে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় কালো পেঁচা। সিংহের গর্জন শুনতে পায়, ধাওয়া করছে হরিণকে। কখনও বা পানিতে তুমুল আলোড়ন

দেখতে পায়, একটা কুমীর হয়তো কিনারা থেকে টেনে পানিতে নামিয়ে ফেলেছে কোন বোকা হরিণকে। ঝোপের ভেতর দিয়ে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে হেঁটে যায় জলহস্তী। দূর থেকে ভেসে আসে হায়েনা আর শিয়ালের ডাক। ছুটন্ত বুনো কুকুরের পায়ের শব্দ পাওয়া যায়।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে পড়ে দু'জনেই। রানার পেশী থরথর করে কাঁপতে থাকে। তবু থামে না, কারণ জানে, থামলেই নেতিয়ে পড়বে ডারবি, ঢলে পড়বে ঘাসের ওপর। তারপর হঠাৎ করেই আকাশে আলো ফোটে, কয়েক মিনিট পর একটা লেগুনের কিনারায় এসে দাঁড়ায় ওরা।

রাতে একবার ওদেরকে সাঁতার কাটতে হয়েছে, তবে একটা চ্যানেলের মাঝখানে মাত্র কয়েক গজ। এটা সেরকম নয়। ওদের সামনে পানির প্রবাহ দুশো গজ চওড়া। ক্লান্তিতে মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়ল রানার। পিছন থেকে এগিয়ে এসে ওর একটা কব্জি চেপে ধরল ডারবি।

মুখ তুলল রানা। ডারবির দৃষ্টি অনুসরণ করে লেগুনের দিকে তাকাল। একটা ঝাঁকি খেয়ে খাড়া হয়ে গেল শিরদাঁড়া, এক নিমেষে দূর হয়ে গেল সমস্ত ক্লান্তি।

দেড়শো গজ দূরে কালো একটা মাথা দেখা গেল, প্রকাণ্ড সাপের মত পানি কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। ফেলে যাওয়া পথের দু'পাশে, পদ্মফুলের মাঝখানে ছোট ছোট ঢেউ উঠছে, ঢেউগুলো থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে তারার আলো। সাঁতার কাটছে কালো চিতা। উল্টোদিকের তীরে পৌঁছুল ওটা, আঁচড়া-আঁচড়ি করে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠল। ভোরের আবছা আলোয় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর হারিয়ে গেল নল-খাগড়ার বনে।

কয়েক সেকেণ্ড পর আবার ওটাকে দেখতে পেল ওরা। নল-খাগড়ার পর বেশ কিছু মোপানি গাছ রয়েছে। ওরা তাকিয়ে আছে, হঠাৎ করে এক জোড়া ফিশ ঈগল ডাক ছাড়তে ছাড়তে ডানা মেলল আকাশে। কেঁপে উঠল ডালপালা, লম্বা ও কালো একটা আকৃতি মুহূর্তের জন্যে

দেখা গেল একটা গুঁড়ির সামনে, গাছটার গায়ে পা দিয়ে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। ওপার থেকে খেঁকিয়ে ওঠার চাপা আওয়াজ ভেসে এল। তারপর আবার সব স্থির ও নিস্তব্ধ।

'অবিশ্বাস্য!' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল রানা।

হাত দিয়ে মুখ ঘষল ডারবি। হাসছে সে।

কালো চিতা গাছে চড়ায় সারাদিন বিশ্রাম নিতে পারবে ওরা। পরে, সন্ধের আগে, ঘুরপথে মোপানি গাছগুলোর কাছে পৌঁছুবে। তারমানে লেগুনের পানিতে নামতে হবে না ওদেরকে।

পানির দিকে তাকাল রানা। সূর্যের আলো লাগায় সোনালি দেখাচ্ছে এখন। অন্ধকারে জলহস্তী আর কুমীরের আওয়াজ শুনেছে ওরা, মনে পড়ে যেতে শিউরে উঠল একবার।

ঘুরল রানা, পরমুহূর্তে স্থির হয়ে গেল। যখনই কোন ছোটখাট বিজয় অর্জিত হয়েছে, তারপর প্রতিবারই দেখা গেছে আরও বড় ও বিপজ্জনক বিপদ অপেক্ষা করছে ওদের সামনে। না, সারা দিন বিশ্রাম নেয়ার প্রশ্নই ওঠে না—ওদের পিছনে টেরোরিস্টরা রয়েছে।

'তোমার কি ধারণা, আমাদের কাছ থেকে কতটা পিছনে ওরা?' জানতে চাইল ডারবি, বুঝতে পেরেছে রানা কি ভাবছে। এখন আর হাসছে না সে।

শ্রাগ করল রানা। 'বলা কঠিন। কে জানে অন্ধকারে কতটা এগিয়েছে ওরা। রাতে আমরা সম্ভবত বিশ মাইল পেরিয়েছি। ওদের অত সাহস হবে বলে মনে হয় না।'

'তবু একটা আন্দাজ করতে পারো না?'

'অন্ধকারকে যদি ভয়ও পায়, থামার আগে ধরো মাইল পাঁচেক এগিয়েছে। তারমানে এখনও পনেরো মাইল পিছনে আছে ওরা।'

'এখনও পিছু নিয়ে আসতে পারবে?'

'পারবে,' গম্ভীর স্বরে বলল রানা। 'মরুভূমিতে পিছু নেয়াটা সহজ ছিল। তবে এখন ওরা অনেক কাছাকাছি রয়েছে, ওদের সঙ্গে একজন ট্র্যাকারও আছে। ছাপগুলো স্পষ্ট, দিনের আলোয় পথ দেখে হাঁটছে।

তবে···।'

'তবে কি?'

ভুরু কুঁচকে চিন্তা করছে রানা। কাল সারা দিন ও সারা রাত সম্ভাবনাটা বারবার উঁকি দিয়ে গেছে ওর মনে। দক্ষিণ আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গরা, বসের লোকজন। সংখ্যায় তারা কম নয়, সঙ্গে ট্রাক আছে, অথচ মাউনের পর থেকে তাদের কোন সাড়া-শব্দ নেই। 'ঠিক বুঝতে পারছি না,' বলল ও। 'ভাবছি, অপর দলটা টেরোরিস্ট গ্রুপটাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। তা যদি ঘটে থাকে, একটা দলের বোধহয় কোন অস্তিত্বই নেই। তবে সেরকম কিছু ঘটে থাকলে আওয়াজ পেতাম আমরা। কাজেই ধরে নিতে হবে মাইল পনেরো পিছনে শুধু বারগামের লোকজনই আছে। পনেরো মাইল মানে সাত ঘণ্টার পথ।'

হাতঘড়ি দেখল রানা। দিনের পুরো আলো ফুটেছে সাতটায়, এখন বাজে সাতটা বারো। এখন থেকে সাত ঘণ্টা মানে দুপুর দুটো। তবে ঝুঁকি নিতে রাজি নয় রানা। ডারবিকে বলল, 'ধরো আগামী পাঁচ ঘণ্টা কেউ আমাদেরকে বিরক্ত করবে না। প্রথম তিন ঘণ্টা তোমার, বাকি দু'ঘণ্টা আমার। দুপুরে আমরা ঘোরাপথে গাছগুলোর কাছে পৌঁছুব। চিতার কাছাকাছি যাবার পর আবার বিশ্রাম নেয়া যাবে। সময় নষ্ট না করে এখন তুমি কাত হও। তিন ঘণ্টা পর জাগিয়ে দেব।'

পিঠ থেকে প্যাক নামিয়ে লেগুনের উঁচু পাড়ে শুয়ে পড়ল ডারবি, নল-খাগড়ার বন ছায়া ফেলেছে মুখে। কয়েক মিনিট পরই ঘুমিয়ে পড়ল সে।

তার কাছাকাছি বসল রানা, কোলের ওপর শটগান, দু'জনের মাঝখানে স্মাইজার। যেখানে বসে আছে সেখান থেকে ফেলে আসা ঝোপ আর জলা একশো গজ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছে ও। আরও পিছনে কাঁটা-ঝোপের বেড়া। কেউ পিছু নিয়ে এদিকে আসতে চাইলে প্রথমে ওই কাঁটা-ঝোপ পেরুতে হবে, তারপর ঘাস ঢাকা মাঠ পাবে সামনে।

মাঠ আর কাঁটা-ঝোপের দিকে তাকিয়ে বসে থাকল রানা। ধীরে ধীরে ওপরে উঠল সূর্য, জলার ওপর তাপ ছড়িয়ে পড়ছে। ঝিমুচ্ছে রানা,

বারবার তিরস্কার করছে নিজেকে। একবার, দু'বার, তিনবার। শেষবার চোখ বন্ধ হবার পর আর খুলল না। ঢলে পড়ল ও ডারবির পাশে। ঘুমিয়ে গেছে।

ঘুমটা কেন ভাঙল বলতে পারবে না রানা। হয়তো কোন শব্দ শুনেছে, কিংবা হয়তো বিপদের সঙ্কেত দিয়েছে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। চোখ মেলতেই দুটো জিনিস দেখতে পেল ও। সূর্য মাথার ওপর উঠে এসেছে, তারমানে সময়টা এখন দুপুর। তারপর দেখতে পেল লোকগুলোকে।

দু'জন লোক, দু'জনেই কালো। একজন নিরস্ত্র, সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। অপরজনের হাতে একটা রাইফেল। মূল দলকে পিছনে রেখে একজন ট্র্যাকারকে নিয়ে এক লোক এগিয়ে আসছে। মাত্র পনেরো গজ দূরে তারা, তবে ডারবি ও রানাকে আড়াল করে রেখেছে নল-খাগড়ার বন। এখনও ওদেরকে দেখেনি তারা।

কোন রকম ইতস্তত না করে এক ঝটকায় হাঁটুর ওপর সিধে হলো রানা, শটগান তুলেই গুলি করল, জোড়া ব্যারেল থেকে। ট্রিগার টানার আগে, বোধহয় আধ সেকেণ্ড আগে, ওকে দেখে ফেলল ট্র্যাকার। এক পাশে ডাইভ দিল সে, লাফ দিয়ে সিধে হলো, ছুটল কাঁটা-ঝোপের দিকে। দ্বিতীয় লোকটা দেখতেই পায়নি রানাকে। এক সেকেণ্ড আগে হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল সে। পরমুহূর্তে বুকে আর পেটে গুলি খেয়ে পিছন দিকে ছিটকে পড়ল।

'পানিতে নামো!' চিৎকার করল রানা। মাত্র উঠে বসতে শুরু করেছে ডারবি, তার একটা হাত ধরে টান দিল ও, বগলের তলায় স্মাইজারটা চেপে ধরল, ছুটল লেগুনের দিকে।

রানা চিৎকার করতেই পাল্টা গুলির শব্দ হলো। তবে নল-খাগড়ার আড়াল থাকায় ওদেরকে দেখতে পাচ্ছে না টেরোরিস্টরা, দু'পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে বুলেটগুলো। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে পানিতে নেমে পড়ল ওরা, লেগুনের উঁচু পাড় ওদের মাথার ওপর।

'ধরো এটা।' শটগানে দুটো কার্টিজ ভরে ডারবির দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা। 'এখানে অপেক্ষা করো, পরিস্থিতি কতটা খারাপ দেখে

আসি।'

স্মাইজার নিয়ে আবার উঁচু পাড়ে উঠল ও। ঝোপ আর নল-খাগড়া ফাঁক করে খোলা জায়গাটার দিকে তাকাল।

বাকি পাঁচজন লোক সাবধানে, ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। এক ঝোপ থেকে আরেক ঝোপে ঢোকার সময় গুলি করে পরস্পরকে কাভার দিচ্ছে। স্মাইজারের রেগুলেটর সিঙ্গেল-শটে টেনে আনল রানা, তারপর পাল্টা গুলি করল। লক্ষ্যস্থির করল যে-সব ঝোপ থেকে ধোঁয়া উঠছে। পুরো ম্যাগাজিনটা শেষ করল ও। কেউ আহত হয়েছে কিনা বোঝা গেল না, তবে আপাতত শত্রুরা এগোচ্ছে না। লুকিয়ে আছে তারা, নড়ছে না। ঢাল বেয়ে পানির কিনারায় নেমে এল ও।

ডারবিকে জানাল, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। অ্যামুনিশন যা আছে তা দিয়ে হয়তো সন্ধে পর্যন্ত টেরোরিস্টদের ঠেকানো যাবে। এই মুহূর্তে লেগুন পেরুনো সম্ভব নয় এই কারণে যে শেলের কার্টনগুলো অসম্ভব ভারি, ওগুলো নিয়ে এতটা দূরত্ব পেরুতে পারবে না ওরা। আর যদি সন্ধে পর্যন্ত এপারে থাকতেই হয়, ওদের কাছে যে বুলেট থাকবে তা দিয়ে খুব বেশি হলে দুই কি তিনটে ম্যাগাজিন ভরা সম্ভব। ওগুলো খরচ হয়ে গেলে কিছুই আর করার থাকবে না ওদের। একটা শটগানের বিরুদ্ধে পাঁচটা রাইফেল, টিকে থাকার প্রশ্নই ওঠে না।

'সেক্ষেত্রে এখনই আমরা ওপারে যাব,' বলল ডারবি।

মাথা নাড়ল রানা। 'ওপারে পৌঁছুতে পনেরো মিনিট লাগবে আমাদের। পৌঁছুবার আগেই গুলি করে ডুবিয়ে দেবে…,' থেমে নল-খাগড়ার বনের দিকে তাকাল ও, ওদের বাঁ ও ডান দিকে বাঁকা হয়ে গেছে। 'বাঁচার উপায় হতে পারে যদি একটা চ্যানেল বা ল্যাণ্ড-লিঙ্ক পাই। পাড়ে উঠে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম ওখানে দাঁড়াও। সিঙ্গেল-শটে আছে স্মাইজার। যেখানে ধোঁয়া দেখবে শুধু সেখানে গুলি করবে। দেখে-শুনে খরচ করবে, প্রতিটি বুলেট এখন মূল্যবান। পানির কিনারা ধরে দেখে আসি আমি।' অস্ত্রটা ডারবির হাতে ধরিয়ে দিল ও। ঢাল বেয়ে ওপরে উঠে গেল সে। পানি ঠেলে এগোল রানা।

ডান দিকে গিয়ে কোন লাভ হলো না। নিচু একটা সৈকতের শেষ মাথায় রয়েছে ওরা, ওপাশে শুরু হয়েছে আরেকটা লেগুন। ফিরে এল রানা, এবার বাঁ দিকটা দেখবে। একই অবস্থা, খোলা পানি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

ফিরে আসছে রানা, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। ওর সামনে একটা খুঁটি সামান্য একটু মাথা তুলে রয়েছে পানির ওপর, পাশে ভাসছে রশির মত কি যেন একটা। পানি ঠেলে এগোল ও। রশি নয়, ফাইবার কর্ড। নল-খাগড়ার ভেতর কিছু একটার সঙ্গে বাঁধা আছে বলে মনে হলো। টান দিল ও। ঝাঁকি খেতে শুরু করল নল-খাগড়া। তারপর কাঠের একটা কাঠামো পানির ওপর খানিকটা মাথা তুলল।

দেখেই চিনে ফেলল রানা জিনিসটা। ডেল্টার বুশম্যানরা এ-ধরনের ক্যানু ব্যবহার করে। এটা বোধহয় রেখে গেছে তাদেরই কোন শিকারী দল। আরও জোরে টান দিল ও। গোটা বোট ভেসে উঠল পানির ওপর।

এক মিনিট আগে হতাশায় চোখে অন্ধকার দেখছিল রানা, হঠাৎ উত্তেজনা আর দৃঢ় মনোবল যেন উথলে উঠল সমগ্র অস্তিত্বে।

'শোনো, ওটা আমাকে দাও…,' লেগুনের পাড়ে, ডারবির পাশে চলে এসেছে রানা, হাতে সর্বশেষ ম্যাগাজিনগুলো।

ওর হাতে স্মাইজারটা ধরিয়ে দিল ডারবি। রেগুলেটর সরিয়ে 'অটোমেটিক'-এ নিয়ে এল রানা, প্রায়-খালি যে ম্যাগাজিনটা ডারবি ব্যবহার করছিল সেটার বদলে নতুন একটা ভরল, তারপর এক পশলা গুলি করল খোলা জায়গাটার দিকে। মাজল থেকে ধোঁয়া উঠল, আওয়াজ শুনে মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে।

'ছোটো এবার, দৌড়াও!' ডারবির হাত ধরে টান দিল রানা। ঢাল বেয়ে পাড় থেকে নামল ওরা, পানিতে নেমে এসে উঠে পড়ল বোটে। 'সামনে চলে যাও, বৈঠা চালাও!' বোটের মেঝেতে হাঁটু রেখে এরইমধ্যে একটা বৈঠা তুলে নিয়েছে রানা।

বোটের সামনে চলে গেল ডারবি, দ্বিতীয় বৈঠাটা তার দিকে বাড়িয়ে

ধরল রানা। তারপর খুঁটি থেকে খুলে নিল ফাইবার কর্ড। দু'জন একসাথে বৈঠা চালাতে শুরু করল।

'গুলি করায় খানিকটা সময় পাব আমরা, দুই কি তিন মিনিট। তার মধ্যেই ওপারের নল-খাগড়ায় পৌঁছুতে হবে।'

ঘামছে রানা, হাঁপাচ্ছে, ঘন ঘন বৈঠা চালাচ্ছে। ডারবিও বসে নেই। প্রতি মুহূর্তে আশঙ্কা করছে ওরা, এই বুঝি পিছন থেকে গুলি হলো। এভাবে কতক্ষণ বৈঠা চালিয়েছে বলতে পারবে না ওরা। হঠাৎ করে দেখা গেল ওদের চারপাশে নল-খাগড়ার আড়াল। তারপর বোটের বো বালিতে ঠেকল। লাফ দিয়ে নিচে নামল রানা, কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়ে তাকাল পিছন দিকে।

নল-খাগড়ার বনে পুরোপুরি আড়াল পেয়ে গেছে ওরা, তবে ফাঁক-ফোকর দিয়ে উল্টোদিকের তীর দেখা যাচ্ছে। তাকিয়ে আছে, ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক। তার পিছু নিয়ে আরও দু'জন। একজন লাফ দিয়ে পানিতে নামল, তাকাল ডানে-বাঁয়ে। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল সে, ভাব দেখে মনে হলো হতভম্ব হয়ে পড়েছে। তারপর ঢাল বেয়ে উঠে পড়ল। এই লোকটাই ট্র্যাকার, চিনতে পারল রানা। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল ওরা। লেগুনের ওপর দিয়ে অস্পষ্ট ভাবে ভেসে এল তাদের গলা। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল তিনজনই।

ফাইবার কর্ডটা এক গোছা নল-খাগড়ার সঙ্গে বাঁধল রানা, তারপর শুকনো বালির ওপর উঠে এসে ডারবির পাশে দাঁড়াল। 'সাঁতার কেটে আসবে, সে সাহস ওদের নেই। কেউ বোধহয় সাঁতার জানেও না। আমরা যা করতে যাচ্ছিলাম ওরাও তাই করবে—ঘুরপথে আসবে···।'

থেমে গেল রানা। ওর কথা শুনছে না ডারবি। তার বুক এখনও শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে ঘন ঘন ওঠা-নামা করছে, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে উল্টোদিকের তীরে। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে রানাও সেদিকে আরেকবার তাকাল। কেউ নেই। তবে ডারবি তাকিয়ে আছে ঠিক যেখানটায় একটু আগে লোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল।

'রানা,' ওর দিকে ঝট করে ফিরল ডারবি। 'লোকগুলোকে তুমি

দেখেছ?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ। কেন?'

'ওদের একজন ডেকা বারগাম।'

ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। সমস্ত মনোবল যেন কর্পূরের মত উবে গেল। এক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর বলল, 'তা কি করে হয়! ওদের সঙ্গে বারগামের থাকার কথা নয়। তুমিই বলেছ, নেই···।'

'ছিল না, রানা,' ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল ডারবি। 'তবে এখন আছে। প্রায় এক মাস তার খুব কাছাকাছি ছিলাম আমি; চিনতে ভুল করব না। নিজের দলের লোক ছাড়া আর কেউ তাকে কখনও দেখেছে বলে মনে হয় না, আমি বাদে। অপর দু'জনের ডান দিকে দাঁড়িয়ে ছিল সে, রানা। মুখে সামান্য দাড়ি আছে।'

লোকগুলোর চেহারা খেয়াল করে দেখেনি রানা। আকাশের গায়ে তিনটে মূর্তিকে এক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে শুধু, দু'জনের হাতে রাইফেল ছিল। 'তারমানে টেরোরিস্টদের নেতৃত্ব দিচ্ছে এখন বারগাম নিজেই। এর মানেটা কি?'

মাথা নাড়ল ডারবি। 'জানি না, রানা। তবে আমার ভয় করছে। বারগামকে আমি চিনি। তার মত নিষ্ঠুর আর সাহসী লোক জীবনে আমি দেখিনি। তার অনেক ভাল গুণও আছে, কিন্তু খেপে গেলে সে মানুষ থাকে না।'

রানার হতাশ হবার কারণ আছে। বোট নিয়ে এপারে চলে আসার পর ভেবেছিল, টেরোরিস্টরা হয়তো হাল ছেড়ে দেবে, ওদেরকে অনুসরণ করবে না। করলেও, অন্তত দু'ঘণ্টা পিছিয়ে থাকবে তারা। ঘোরা পথে লেগুনের এপারে আসতে হলে দু'ঘণ্টার বেশি লাগবে তো কম না। ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। অন্ধকারে ওদের পায়ের ছাপ খুঁজে বের করা সহজ কাজ হবে না। এ-সব কথা তারাও চিন্তা করবে। সঙ্গে বারগাম না থাকলে তারা হয়তো পিছু নেয়ার প্ল্যানটা বাতিল করে দিত। এখন সে প্রশ্ন ওঠে না, বারগাম ওদেরকে অমানুষিক পরিশ্রম করাবে। ওদের পায়ের ছাপ আজ রাতে পাক বা কাল সকালে, আবার তারা পিছু

নেবে।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। এখনও আমরা কনসেশন এরিয়ায় রয়েছি। এখান থেকে মরুভূমি চল্লিশ মাইল দূরে। চিতা আজ রাতের অভিযানে বেরুবে আর হয়তো এক ঘণ্টা পর। ওটা যখন নামবে, গাছগুলোর কাছাকাছি থাকতে হবে আমাদের।' শটগানটা তুলে নিল ও। স্মাইজারের অ্যামুনিশন ফুরিয়ে যাবার পর এটাই এখন ওদের একমাত্র অস্ত্র। 'এসো।' নল-খাগড়ার বন ঠেলে সামনে এগোল ও। গাছগুলো খানিক দূরেই, একটু পরই দেখতে পেল ওরা। ওগুলোরই একটার ডালে শুয়ে আছে কালো চিতা।

সন্ধে হলো, তারপর রাত। তারায় তারায় ভরে গেল আকাশ। তারপর চাঁদ উঠল। হিম বাতাস বইছে। দোল খাচ্ছে ঝোপ আর নল-খাগড়ার বন। কালো ছায়ার ভেতর কি যেন নড়াচড়া করছে। রক্ত হিম করা গর্জন শোনা গেল সিংহের। আলোড়িত হলো লেগুনের পানি, শিকারকে চোয়ালে আটকে নিয়ে গভীরে তলিয়ে গেল কুমীর। ঝোপের ভেতর দিয়ে হেঁটে গেল জলহস্তী আর বুনো মোষ। মাথার ওপর ডাকল পেঁচা। দূর থেকে ভেসে এল শিয়াল আর হায়েনার ডাক। আজকের রাতটাও অন্য সব রাতের মত।

হাঁটল ওরা, সাঁতার কাটল, বারবার খুঁজে নিল হারিয়ে যাওয়া চিতার ছাপ। এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে চলে এল, দেখা যাক বা না যাক চিতাটা সব সময় ওদের সামনে আছে।

এক সময় ভোর হলো। ক্লান্তিতে আর পা চলে না। এগোচ্ছে হোঁচট খেতে খেতে। গতি মন্থর। তারপর থামল ওরা। চিতাবাঘকে সামনে দেখতে পাচ্ছে, কালো রঙের ঢেউ খেলানো আকৃতি। ওটাও হাঁপিয়ে গেছে। আরও পঞ্চাশ গজ সামনে কিছু লাইমস্টোন পাথরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃসঙ্গ একটা অ্যাকেশিয়া।

পাথরগুলোকে ঘিরে চক্কর দিল চিতা, প্রস্রাব করল, তারপর গুঁড়ি বেয়ে উঠে পড়ল উঁচু ডালে।

'আর মাত্র এক রাত,' বলল রানা। 'তারপর মরুভূমিতে পৌঁছে যাবে ওটা।'

মাথা ঝাঁকাল ডারবি, এত ক্লান্ত যে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। টলতে টলতে ছোট একটা ঝোপের দিকে এগোল। বসে প্রথমে হেলান দিল ঝোপটার গায়ে, তারপর কাত হয়ে শুয়ে পড়ল। দেখাদেখি রানাও। বারগাম আর তার লোকজনের কপালে যাই ঘটে থাকুক, এই মুহূর্তে যত কাছেই তারা অবস্থান করুক, দু'জনের কারও পক্ষেই জেগে থাকা সম্ভব নয়। ডারবির পাশে ঘাসের ওপর কাত হলো ও। কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল দু'জনেই।

ঘুম ভাঙল একটা শব্দে। দু'জনেই শুনতে পেয়েছে, চোখ মেলল একসঙ্গে। দক্ষিণ দিক থেকে আসছে আওয়াজটা। একটা প্লেনের শব্দ। খুব কাছাকাছি চলে এসেছে। লাফ দিয়ে সিধে হলো রানা, চারদিকে চোখ বুলাল দ্রুত। গাছটার কাছে পাথর আছে, যেখানে বিশ্রাম নিচ্ছে চিতা। ওই পাথর আর গাছ ছাড়া একশো গজের মধ্যে আর কোন আড়াল নেই।

'ডালপালার ভেতর যতটা পারো ঢুকে যাও।' নিজেও তাই করল রানা, ডালপালাগুলো হাত দিয়ে ধরে টেনে আনল শরীরের ওপর।

ওটা একটা সাফারি প্লেন হতে পারে, কোন হান্টিং ক্যাম্পের জন্যে রসদ নিয়ে আসছে। তা যদি হয়, পাইলট ওদেরকে লক্ষই করবে না। কিন্তু যদি তল্লাশি চালাতে এসে থাকে, ফাঁকি দেয়া প্রায় অসম্ভব। ঝোপটা একেবারেই ছোট আর পাতলা। এদিকে চোখ পড়লেই দেখে ফেলবে।

আদভানি পরিবারের প্লেনও হতে পারে। সেক্ষেত্রে ওদের ভয়ের কোন কারণ নেই।

আওয়াজটা আরও বাড়ছে। ডাল সরিয়ে উঁকি দিল রানা। না, আদভানি পরিবারের কোন প্লেন নয়, এমনকি সাফারি প্লেনও নয়। ওর মাথার একশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা। কোন সাফারি পাইলট এত নিচ দিয়ে উড়বে না। এক এঞ্জিনের একটা সেসনা, ডানা থেকে

মার্কিং মুছে ফেলা হয়েছে, ককপিটে লোক রয়েছে দু'জন। দু'জনেই নিচের দিকে তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে।

ডারবির পিঠে মুখ গুঁজল রানা, চাপ দিয়ে জমির সঙ্গে সেঁটে ধরল তাকে। তবে জানে, এতে কোন কাজ হবে না। প্লেন হঠাৎ বাঁক ঘুরতে শুরু করায় এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল। ওদের ওপর দিয়ে আরও দু'বার উড়ে গেল পাইলট। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল দক্ষিণ দিকে।

'হেল!' ঝোপ থেকে বেরিয়ে সিধে হলো রানা। ওর পাশে ডারবিও।

'দক্ষিণ আফ্রিকানরা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'তাছাড়া আর কারা হবে। মার্কিং মুছে ফেলেছে দেখেই বুঝতে পেরেছি। মাউনে যারা লোক রাখতে পারে, এখানে তো তারা আসবেই। ওদের জন্যে মাউন ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক এলাকা। এখানে কোন বিপদ নেই। এখানে গোটা একটা সেনাবাহিনীকে লুকিয়ে রাখা যায়, কেউ জানবে না।'

'এখন ওরা কি করবে বলে মনে করো তুমি?'

হাতঘড়ি দেখল রানা। চারটে বাজে। সন্ধে হতে এখনও দু'ঘণ্টা। 'ব্যাক-আপ হিসেবে পিছনে কি আছে, কত দূরে আছে, এ-সবের ওপর নির্ভর করে। মাটিতে যারা আছে তাদের সঙ্গে পাইলটের রেডিও কনট্যাক্ট না থেকে পারে না। ব্যাক-আপের লোকেরা যদি মনে করে সন্ধের আগে এখানে পৌঁছুনো সম্ভব, তাহলে সোজা চলে আসবে। আর যদি বেশি দূরে থাকে, কাল সকালে আসবে।'

'তাতে কি আমরা আরেকটা সুযোগ পাব?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তার আগে পর্যন্ত আমরা শুধু অপেক্ষা করতে পারি।'

গতকাল যে জায়গায় ওরা থেমেছিল, এ জায়গাটা সেরকম—খোলা একটা দ্বীপ, চারদিকে লেগুন। ঘাসের ওপর বসে পড়ল ওরা, কথা বলছে না, এমনকি পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছেও না। দু'পাশে নল-খাগড়ার বন, চোখ ঘুরিয়ে দেখছে শুধু। আর কান পেতে আছে।

এক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল, দিগন্তের কাছাকাছি নেমে এল সূর্য, দীর্ঘ হলো ওদের ছায়া, তারপর আবার যান্ত্রিক গুঞ্জন শুনতে পেল ওরা। দূর থেকে ভেসে আসছে। তবে একদিক থেকে নয়, দু'দিক থেকে। ক্রমশ ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

মাথাটা একদিকে কাত করল রানা, ভুরু জোড়া কুঁচকে আছে। আরও কয়েক সেকেণ্ড পর চিনতে পারল শব্দগুলো। ডারবির দিকে তাকাল। 'মোটর লঞ্চ,' বলল ও। 'পৌঁছুতে সম্ভবত মিনিট পনেরো লাগবে। কম করেও দুটো, বেশিও হতে পারে। একটাকে ওরা আগে পাঠাবে বলে মনে হয়, একদিক বন্ধ করে দেবে; তারপর আরেক দিক থেকে আসবে দ্বিতীয়টা···।'

হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল রানা। কত দিন হলো মনে করতে পারছে না, অনেক আগে থেকেই আর গুণছে না। ও এখানে কেন, অর্থাৎ কারণটাও হঠাৎ করে অস্পষ্ট আর গুরুত্বহীন হয়ে পড়ল। শুধু জানে, একটা যুদ্ধ ছিল ব্যাপারটা। অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ একটা শক্তির যুদ্ধ। শুভ শক্তির পক্ষে একা লড়ছিল ডারবি। কাকতালীয়ভাবে সেই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে ও। প্রথমে ডারবি ওকে পছন্দ না করলেও, পরে বন্ধু হিসেবে চিনতে পারে। বিরল ও নিঃসঙ্গ একটা প্রাণীর প্রতি তার মমতার গভীরতা দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়ে ও। তারপর থেকে যুদ্ধটা দু'জন একসঙ্গে লড়ছে। গোটা উত্তর কালাহারি ছিল ওদের রণাঙ্গন। পাশ কাটিয়ে এসেছে লেক ন্গামিকে, ঢুকে পড়েছে ডেল্টার হৃৎপিণ্ডে।

প্রতিটি হামলা ঠেকিয়েছে ওরা, সাহায্য করেছে পরস্পরকে; নিজেরাও আক্রমণ করেছে, ছিনিয়ে নিয়েছে বিজয়। এখন পর্যন্ত টিকেও আছে। কিন্তু এবার, এই দ্বীপে, ওদের বাঁচার কোন আশা নেই। এখানে এসে হেরে গেছে ওরা। শেষ হয়ে গেছে যুদ্ধ।

রানার কাঁধের ওপর দিয়ে এখনও নল-খাগড়ার বনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ডারবি। কিছু বলার জন্যে মুখ খুলল সে, তারপর হঠাৎ সামনের দিকে ঝাঁকি খেলো, খপ করে ধরে ফেলল রানার একটা বাহু, টান দিয়ে ঝোপের গায়ে নামিয়ে আনল ওকে। প্রায় একই মুহূর্তে গর্জে উঠল

রাইফেল, বাতাসে শিস কেটে একটা বুলেট ছুটে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে।

'বারগামের লোক···।'

মাটিতে পড়ে আছে রানা, ওর পেটের ওপর শুয়ে পড়েছে ডারবি। 'নল-খাগড়ার ভেতর দিয়ে দু'জনকে এগিয়ে আসতে দেখলাম।'

ডারবির নিচে থেকে গড়িয়ে বেরিয়ে এল রানা, হাঁটুর ওপর সিধে হয়ে ঘাসের ওপর দিয়ে তাকাল। 'কোন দিকে?'

'বাঁয়ে।'

ডারবির কথা শেষ হওয়ামাত্র আবার গর্জে উঠল রাইফেল। এবার ওদের পায়ের কাছ থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে এসে লাগল বুলেটটা, ঝোপের শিকড় আর বালি ছড়াল চারদিকে। 'মুভ!' তাগাদা দিল রানা। 'আমাদেরকে বসে পড়তে দেখেছে ওরা, গুলি করছে আন্দাজে।' ক্রল করে ডান দিকে এগোল, পিছনে ডারবি।

বিশ গজ এগিয়ে থামল রানা, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে আর ঘামছে। ঝোপটার চারপাশে এখনও দু'একটা বুলেট এসে লাগছে, তবে ঝোপটার কাছ থেকে এখন যথেষ্ট দূরে সরে এসেছে ওরা। মাথা সামান্য উঁচু করে কান পাতল রানা। গুলির শব্দ না হলে মোটর লঞ্চের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে ও। জলা থেকে আর বেশি দূরে নেই, পাঁচ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে।

গুলির শব্দ থেমে গেল। তার বদলে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ ভেসে আসছে। পায়ের শব্দ শোনা গেল না, তবে পানিতে লাফিয়ে পড়ার আওয়াজ হলো। মোটর লঞ্চ আরও কাছে চলে আসছে।

'কি ঘটছে বলো তো?' ওর পাশে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে সিধে হয়ে রয়েছে ডারবিও।

'বোটগুলোর ওপর গুলি করার জন্যে পজিশন নিচ্ছে ওরা,' বলল রানা। 'বারগাম জানে না সশস্ত্র একটা দক্ষিণ আফ্রিকান ইউনিটের সঙ্গে লড়তে হবে তাদেরকে। সে বোধহয় ধরে নিয়েছে, বোটে করে কোন হান্টিং পার্টি আসছে। ভেবেছে ওদেরকে কাবু করে যা পাওয়া যায়

হাতিয়ে নেবে, তারপর আবার পিছু নেবে আমাদের। দক্ষিণ আফ্রিকানরাও বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছে না আসলে কি ঘটছে···।'

'কিন্তু আমাদেরকে যেমন দেখেছে তেমনি আকাশ থেকে বারগামের লোকদেরও দেখেছে ওরা···।'

'একদল কালো লোককে দেখেছে, হ্যাঁ। পাইলট ধরে নেবে, ওরা পোচার। গুলির শব্দ শুনেছে, তা-ও পোচারদের কাণ্ড বলে মনে করবে। এখন যে-কোন মুহূর্তে দু'পক্ষের ভুল ভাঙবে···।'

লঞ্চগুলো এখন দু'শো গজ দূরেও নয়, এঞ্জিনের শব্দ লেগুনের উঁচু পাড়ে লেগে প্রতিধ্বনি তুলছে।

'আমাদের কি হবে, রানা?'

ক্ষীণ, তিক্ত হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। বলতে ইচ্ছে করল, 'মরণ হবে।' তা না বলে, বলল, 'কিছুই হবে না, ডারবি। আড়াল না থাকায় আমরা নড়তে পারব না, সত্যি। এখানেই অপেক্ষা করব, দেখব দু'দলের মারামারিটা কি রকম হয়। যে-কোন একটা দল জিতবে। আমাদের বোঝাপড়া হবে তাদের সঙ্গে।'

আবার কথা বলতে গেল ডারবি, হঠাৎ গোলাগুলি শুরু হওয়ায় তার গলা চাপা পড়ে গেল। আওয়াজ আসছে দ্বীপের দু'দিক থেকেই। রানা ধারণা করল, দক্ষিণ আফ্রিকানরা নিশ্চয়ই ল্যাণ্ড করেছে। রাইফেলের সিঙ্গেল শট শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে ব্রাশ ফায়ারের আওয়াজ। শুধু গুলির আওয়াজ নয়, সেই সঙ্গে চিৎকার, আর্তনাদ, গোঙানির শব্দও ভেসে আসছে। নল-খাগড়ার বনে ভারি কিছু পতনের ভোঁতা আওয়াজও পেল ওরা। মোটর লঞ্চের এঞ্জিন গর্জন করছে ওদের ডান দিকে। লেগুনে কে বা কারা যেন এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়ছে। একটা হ্যাণ্ড-গান গর্জে উঠল, থেমে গেল পানির শব্দ।

ডারবির পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে রয়েছে রানা, ওদের ওপর দোল খাচ্ছে লম্বা ঘাস। সেফটি-ক্যাচ অফ করে শটগানটা সামনে রেখেছে ও। যদিও অস্ত্রটা এখন আর কোন কাজে লাগবে না। যাবার কোন জায়গা নেই ওদের। অসহায়ভাবে অপেক্ষা ছাড়া করারও কিছু নেই। যুদ্ধটা

হচ্ছে ওদের একশো গজ দূরে। খানিক পরই তা শেষ হবে। যারা জিতবে তাদের হাতে বন্দী হবে ওরা, ভাগ্য যদি ভাল হয়। বলা যায় না, মেরে ফেলে ঝামেলা চুকিয়ে দিতেও পারে। অন্তত রানাকে।

'রানা!' ওর কাঁধে টোকা দিল ডারবি, গোলাগুলির শব্দকে ছাপিয়ে উঠল গলা।

'বলো।'

'ওরা আরও কাছে চলে আসছে, তাই না?'

মাথাটা সামান্য তুলল রানা, মন দিয়ে শুনল, তারপর বলল, 'হ্যাঁ।'

গোলাগুলির শুরুতে টেরোরিস্টরা একটা সুবিধে পেয়েছিল, অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল বসের লোকজন। কিন্তু এখন দক্ষিণ আফ্রিকানদের ভারি অটোমেটিক পিছু হটতে বাধ্য করছে তাদের, নল-খাগড়ার বনে ঢুকে সরে আসছে দ্বীপের কিনারায়। প্রতি মুহূর্তে ওদের দু'জনের কাছাকাছি চলে আসছে গোলাগুলির আওয়াজ।

'তুমি কি চিতাকে ওখান থেকে নড়াতে পারবে?'

অবাক হয়ে ডারবির দিকে তাকাল রানা। 'কি বলতে চাইছ?'

'এতক্ষণ গাছটার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এখনও ওখানে রয়েছে ওটা। তুমি যদি শটগানের গুলি ছোঁড়ো, গাছ থেকে নেমে রওনা হবে?'

অ্যাকেশিয়ার দিকে একবার তাকাল রানা। 'বোধহয়। কিন্তু একেবারে কাছাকাছি যেতে হবে আমাকে। এখান থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে···।'

'শোনো, রানা,' গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল ডারবির গলা, চিৎকার করছে সে। 'আর কয়েক মিনিট পর এমনিতেও চিতা গাছ থেকে নেমে আসবে। তখন যদি টেরোরিস্টদের কেউ রেঞ্জের মধ্যে থাকে, মারা যাবে ওটা। গুলি করে স্রেফ উড়িয়ে দেয়া হবে। যেভাবে হোক এখুনি ওটাকে ওখান থেকে ভাগানো দরকার।'

'কিন্তু খোলা জায়গা, ডারবি!' প্রতিবাদ করল রানা। 'আমাকে কাছাকাছি দেখে যদি আক্রমণ করে···।'

'তাহলে শটগানটা আমাকে দাও।' হাত বাড়াল ডারবি।

তাড়াতাড়ি সেটা সরিয়ে নিল রানা, তাকিয়ে আছে তার দিকে। ডারবির চুলে ঘাম আর ধুলো লেগে রয়েছে, মুখ আর হাত ফুলে লালচে হয়ে আছে মশার কামড় আর কাঁটার খোঁচা খেয়ে, ছেঁড়া শার্টে লেপ্টে আছে শুকনো কাদা। শুধু চোখ দুটোয় পলক নেই, জ্বলছে দু'টুকরো কয়লার মত, দৃষ্টিতে কঠিন জেদ আর পণ।

কথা না বলে এক লাফে সিধে হলো রানা, এঁকেবেঁকে ঘাসের ওপর দিয়ে পাথরগুলোর দিকে ছুটল। অস্পষ্টভাবে খেয়াল করল, ওর পিছনেই রয়েছে ডারবি।

পাথরগুলো একটা বৃত্ত তৈরি করেছে, সেই বৃত্তের ঠিক বাইরে পৌঁছুল ও, জমিনে গড়িয়ে দিল শরীরটাকে। খোলা প্রান্তরে এখনও তুমুল গোলাগুলি চলছে, তবে ওদেরকে লক্ষ্য করে নয়।

'শোনো···।' দ্রুত ব্রীচ চেক করল রানা, বন্ধ করল আবার। 'আমি গুলি করলে দুটো ঘটনা ঘটতে পারে। হয় চিতা গাছ থেকে নেমে চলে যাবে, নয়ত আক্রমণ করবে। অন্য কোন প্রাণী হলে বেশির ভাগ সম্ভাবনা ছিল কেটে পড়ার। কিন্তু চিতাবাঘের জাতই আলাদা। ওরাই সবচেয়ে বুনো, কখন কি করবে বুঝতেও দেয় না। ওটা যদি আক্রমণ করে, আবার গুলি করতে বাধ্য হব আমি। অর্থাৎ দ্বিতীয়বার গুলি করব মারার জন্যে।'

'এর আগে অসম্ভব সব ঝুঁকি নিয়েছি আমরা, রানা,' শান্ত সুরে বলল ডারবি। 'এটাও নেব।'

অদ্ভুত ব্যাপার, ডারবি চিতাটাকে মেরে ফেলার অনুমতি দিচ্ছে। যদিও রানা অবাক হয়নি। কারণ জানে, এ আসলে ওটাকে বাঁচানোরই শেষ চেষ্টা।

ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সাবধানে, সিধে হলো রানা। তারপর পাথরগুলোর ওপর দিয়ে সামনে এগোল। গাছটার কাছ থেকে পাঁচ গজ দূরে দাঁড়াল ও। শটগান তুলল, টান দিল ট্রিগারে, লক্ষ্যস্থির করেছে গাছের গোড়ায়। বিস্ফোরণের আওয়াজ নিস্তেজ হতে শুরু করেছে, এই সময় পাতা আর ডালপালার ছায়া থেকে প্রচন্ড হুমকি দিয়ে ক্রুদ্ধ গর্জন

ছাড়ল চিতা।

অপেক্ষা করছে রানা। মটমট করে ডাল ভাঙার শব্দ হলো, কাঁপতে শুরু করল পাতা, কিন্তু কালো চিতার দেখা নেই তবু। ব্রীচে আরেকটা কার্টিজ ভরল ও, ব্যারেল সামান্য উঁচু করে আবার গুলি করল। এবার সচল হলো চিতা। লাফ দিয়ে নিচে নামল ওটা, ঝট করে ঘুরল, জমিনের ওপর ভারসাম্য ফিরে পেল, শরীরটা মাটির সঙ্গে প্রায় সাঁটিয়ে সরাসরি তাকাল ওর দিকে।

রাইফেলের ধ্বনি প্রতিধ্বনি ছাড়া আর কোন শব্দ নেই এই মুহূর্তে। চিতার চোখ জোড়া আকীক পাথরের মত জ্বলছে, চারদিকে কালো পশমের ফ্রেম। আধ খোলা মুখের ভেতর বড় আকৃতির দাঁতগুলো সাদা দেখাচ্ছে, ধারাল নখরগুলো বালির ওপর কাঁপছে, বিশাল কাঁধ লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে আড়ষ্ট হয়ে আছে।

অস্ত্রটা কাঁধে ঠেকিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আছে রানা। জীবনে শিকার কম করেনি ও, হাতি থেকে সিংহ পর্যন্ত কিছুই বাদ দেয়নি। লক্ষ্যস্থির করার পর সব সময় বুঝতে পেরেছে কোন্‌টা আক্রমণ করবে, কোন্‌টা পালাবে। ওর মনে কোন সন্দেহ নেই যে এটা আক্রমণ করতে যাচ্ছে। পেশীগুলোয় টান পড়তে দেখল ও। নিঃশ্বাস ছাড়ল চিতা, বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। লাফ দেয়ার জন্যে থাবা শক্ত করল জমিনে, খসখস শব্দ হলো বালিতে।

আবার গুলি করার জন্যে ট্রিগারে চেপে বসল রানার আঙুল। ঠিক এই সময় হঠাৎ ওর সামনে আরও কি যেন একটা উদয় হলো। বালি আর পাথরের ওপর একটা ছায়া। ডারবির ছায়া। রানা নড়ল না, ডারবিকে দেখতেও পাচ্ছে না, তবে জানে যে সামনে এগিয়ে এসেছে সে, সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর পাশে। এখন আর চিতার হলুদ চোখ ওর চোখে তাকিয়ে নেই, স্থির হয়ে আছে ওর কাঁধের পাশে।

প্রায় পুরো এক মিনিট ধরে কালো চিতা এক চুল না নড়ে ডারবির মুখে তাকিয়ে থাকল। তারপর চাপা গলায় গর্জে উঠল, হামলা করার হুমকি দিল, ঝট করে সামনে বাড়ল এক পা। ট্রিগারে আবার চাপ বাড়াল

রানা। এক পা-ই বাড়ল চিতা, তারপর স্থির হয়ে গেল। আবার একবার গর্জে উঠল।

তারপর, ধীরে ধীরে, পাথরের ওপর দিয়ে পিছু হটতে শুরু করল ওটা। গাছটার উল্টোদিকের ছায়ায় সরে যাচ্ছে।

'নিচু হও!' বিড়বিড় করে নির্দেশ দিল রানা। হাতের শটগান নিচু করল ও, ডারবিকে ধরে বসিয়ে দিল পাথরে। এই সময় নতুন করে শুরু হলো গোলাগুলি, আগের চেয়েও কাছাকাছি। ডারবির দিকে তাকাল ও। 'আল্লাহই জানে কি করেছ বা কিভাবে করেছ! শুধু এ-টুকু বুঝতে পারছি, এইমাত্র একটা বিড়ালের প্রাণ বাঁচিয়েছ তুমি।'

এক মুহূর্ত পর টান পড়ল রানার পেশীতে, শরীরটা ঘুরিয়ে পিছন দিকে তাকাল, উত্তেজনায় পাক খেতে শুরু করেছে তলপেটের ভেতরটা। শটগানের খোঁজে পাথরের ওপরটা হাতড়াচ্ছে।

ধ্বনি-প্রতিধ্বনির মাঝখানে ছোট্ট একটা শব্দ হয়েছে। অস্পষ্ট, ক্লিক করে। কিন্তু রানা ঠিকই শুনতে পেয়েছে, চিনতেও ভুল করেনি। একটা রাইফেলের ব্রীচ মেকানিজম খোলা বা বন্ধ করা হয়েছে।

ঘাসের ওপর চোখ বুলাল রানা, লোকটাকে দেখতে পেল পনেরো গজ দূরে, ছুটে আসছে ওদের দিকে। লোকটা কালো, মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, ঘামে চকচক করছে কপাল, চোখে হিংস্র উল্লাস, রাইফেলটা কোমরের কাছে বাগিয়ে ধরা।

'ওই তো বারগাম···!' ডারবিও রানার পাশে হাঁটুর ওপর ভর দিয়ে রয়েছে। আতঙ্কে নাকি বিস্ময়ে ঠিক বোঝা গেল না, হিসহিস শব্দ করল তার গলা। তবে রানা তার কথা প্রায় শুনতেই পায়নি।

'মাথা নামাও!' চিৎকার করল ও। খালি হাতটা দিয়ে ঝাপটা মারল, পাথরের ওপর ফেলে দিল ডারবিকে। এক নিমেষে শটগান তুলে গুলি করল বারগামকে লক্ষ্য করে, এইমাত্র পাথরের কিনারায় পৌঁছে গেছে সে। ভোঁতা একটা শব্দ হলো শুধু, কোন গুলি বেরোয়নি। আবছাভাবে উপলব্ধি করল রানা, কোন একটা চ্যানেল পেরুবার সময় কার্টিজে নিশ্চয়ই পানি ঢুকেছিল। ব্রীচের খোঁজে হাতড়াল ও. তবে ইতিমধ্যে

দেরি হয়ে গেছে। থামল বারগাম, স্থির করল নিজেকে, তারপর রাইফেল তুলে গুলি করল।

রানা বুঝতে পারল না গুলিটা বারগাম ওকে করেছে, নাকি চিতাকে। শব্দ হলো বিস্ফোরণের। ধোঁয়ার একটা পর্দা পাক খেতে শুরু করল, পাথরে লেগে ছিটকে গেল বুলেট, পরমুহূর্তে অকস্মাৎ ঢেউ খেলানো কালো একটা খিলান উড়ে গেল ওদের মাথার ওপর দিয়ে নিঃশব্দে—রোমহর্ষক, ভীতিকর। আবার সেই দুর্গন্ধ পেল রানা, ক্রুদ্ধ গর্জন শুনতে পেল। মাটিতে নেমে আবার লাফ দিল চিতা। পরবর্তী পতন বারগামের বুকে, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে ছিঁড়ে ফেলছে ঘাড় ও গলা।

টলমল করতে করতে সিধে হলো রানা। কালো আলখেল্লার মত বারগামকে ঢেকে ফেলেছে চিতা, বুকে দু'শো পাউণ্ড ভার নিয়ে টলছে সে। হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটল, তারপর পড়ে গেল পিছন দিকে। তার চোখ দুটো দেখতে পেল রানা, আতঙ্কে চকচক করছে। এতদিন যে দুঃস্বপ্ন তার ঘুমের ভেতর পায়চারি করেছে, মূর্তিমান বিভীষিকার মত সেটা এই মুহূর্তে লাফিয়ে পড়েছে তার ওপর। থাবা, চোয়াল আর নখর দিয়ে ছিঁড়ে যেন কুটি কুটি করে ফেলছে তাকে।

ডারবি এখন রানার পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে। লম্বা ঘাসের ভেতর তুমুল আলোড়ন দেখতে পাচ্ছে ওরা। ফাঁক-ফোকর দিয়ে মাঝে মধ্যে কালো পশম দেখা যাচ্ছে, খুদে ঝর্ণার মত লাফ দিয়ে ওপরে উঠছে রক্তের দ্রুতগতি ধারা, রোমহর্ষক গর্জন শোনা যাচ্ছে, তার সঙ্গে কানে আসছে অসহায় কাতর গোঙানির শব্দ। তারপর সব থেমে গেল। কোথাও আর কোন শব্দ নেই, ঘাসের একটা কণাও নড়ছে না। শুধু বহু দূর থেকে অস্পষ্ট একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন ভেসে আসছে, শুনতে পেল রানা।

তারপর ভারি, ধীর পায়ে ঘাস থেকে বেরিয়ে এল চিতা। চোয়াল থেকে রক্ত ঝরছে, সাবধানে ও নিখুঁতভাবে জিভ বের করে চেটে পরিষ্কার করল। দাঁড়াল ওদের কাছ থেকে ঠিক পাঁচ গজ দূরে। দিনের

আলো ফুরিয়ে এসেছে, গোধূলির ম্লান পরিবেশে আরও গাঢ়, ঘন লাগল তার রঙ, আরও বেশি ছায়া ছায়া। শুধু চোখ দুটো দামী রত্নের মত জ্বলছে। মুখ খুলে গর্জন ছাড়ল একটা, প্রলম্বিত স্বরে সমাগত রাত্রিকে হুঁশিয়ার করে দিল।

গর্জনটা প্রতিধ্বনি তুলল, তারপর হঠাৎ ঘুরল চিতা, অদৃশ্য হয়ে গেল উত্তর দিকে।

আড়ালটা পেল রানা শুধু সময় নষ্ট করেনি বলে। চিতা অদৃশ্য হতেই ডারবির হাত ধরে গাছটার পাশে চলে এল ও। দূর থেকে ভেসে আসা গুঞ্জনটা এখন আর শুনতে পাচ্ছে না, তবে শব্দটার কথা ভুলতে পারছে না।

'কি হবে এখন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল ডারবি।

রানা নয়, কথা বলল অন্য এক লোক। 'মি. মাসুদ রানা! মি. মাসুদ রানা!' চিৎকার করছে লোকটা নাকি সুরে। পাথরের ওপর ভাঁজ করা হাঁটু ঠেকাল রানা, ডারবিকেও টেনে বসাল। গোলাগুলির সব শব্দ থেমে গেছে, খোলা প্রান্তর ধরে ওদের দিকে হেঁটে আসছে লোকটা।

'তুমি জবাব দাও,' ফিসফিস করল রানা। 'ওদেরকে বুঝতে দাও আমি তোমার সঙ্গে নেই।'

'আর এগোবেন না!' চিৎকার করল ডারবি। রানার দিকে ফিরে ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'কেন, রানা? কি করতে চাও তুমি?'

পাথরগুলোর কাছ থেকে বিশ গজ দূরে লোকটা। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ম্লান আকাশের গায়ে দীর্ঘ একটা দেহ। হাত তুলে দেখাল তার কাছে কোন অস্ত্র নেই। 'আমরা চারদিক থেকে ঘিরে ফেলেছি আপনাদের,' চিৎকার করল সে। 'আপনারা যদি কালো টেরোরিস্টদের কথা ভেবে ভয় পান, নিষেধ করব। ওদের সব ক'টাকে আমরা ফেলে দিয়েছি। আপনি মি. মাসুদ রানাকে নিয়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসুন, কথা দিচ্ছি কোন বিপদ হবে না। কিন্তু আপনি যদি, মি. রানা, ঝামেলা করতে চান, তাহলে স্রেফ মারা পড়বেন।'

'যেখানে আছেন ওখানেই থাকুন,' চিৎকার করল ডারবি। 'কি

করতে চাও তুমি?' আবার ফিসফিস করল সে।

ম্লান হাসল রানা। 'শেষ লড়াইটা এখানে দাঁড়িয়ে আমি একা লড়তে চাই, ডারবি।' ডারবি প্রতিবাদ করতে যাচ্ছে দেখে একটা হাত তুলে বাধা দিল রানা। 'চিতাটাকে নিরাপদে সরিয়ে দেয়া গেছে, এতেই আমি খুশি। ওরা বসের লোক, আমাকে কোন অবস্থাতেই ছাড়বে না। বারগামকে ধরতে এসেছে, ল্যারি ব্রায়ানের অনুরোধে তোমাকেও উদ্ধার করতে চায়। অর্থাৎ তোমার কোন ক্ষতি ওরা করবে না। কাজেই, ডারবি, এখানেই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যাচ্ছে।'

'তারমানে? তুমি কি ভেবেছ এখানে তোমাকে একা রেখে··· অসম্ভব, রানা। মরতেই যদি হয়, দু'জন এক সঙ্গে মরব।'

'তুমি বুঝতে চাইছ না,' বলল রানা। 'ওরা আমাকে মারতে চায়, তোমাকে নয়। তোমার সঙ্গে আমাকে বেরুতে দেখলেই গুলি করবে। গুলিটা আমাকে লাগবে, ডারবি, তোমাকে নয়।'

'কিন্তু এখানে একা দাঁড়িয়ে কি করতে চাও তুমি?'

'লড়তে চাই,' বলল রানা। 'জানি, ওদের সঙ্গে পারব না, হেরে যাব। তবে একা থাকায় ওদের দু'একটা নিয়ে মরব। যাও এবার, ডারবি, আমাকে একটা সুযোগ দাও।'

'না,' ঘনঘন মাথা নাড়ল ডারবি। 'আমি বারণ করলে ওরা তোমাকে মারবে না।'

'ওদের তুমি চেনো না, তাই এ-কথা বলছ। নিকেলকে খুন করেছে ওরা, বোধহয় ডেকানকেও। আমাকে একবার ধরতে পারলে হয়, টুকরো টুকরো করে ফেলবে। বিশ্বাস না হয়, একা গিয়ে কথা বলো ওদের সঙ্গে, তাহলেই বুঝতে পারবে। আর যদি দেখা যায় তোমার অনুরোধ শুনছে ওরা, তাহলে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসব আমি। ঠিক আছে?'

চোখ ভরা পানি নিয়ে রানাকে চুমো খেলো ডারবি। বিড়বিড় করে বলল, 'এ হতে পারে না, রানা! ঠিক আছে, ওদের সঙ্গে কথা বলছি আমি।'

রানাকে ছেড়ে দাঁড়াল ডারবি, গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পাথরগুলোর ওপর দিয়ে ধীর, শান্ত পায়ে এগোল। ঘাসের কিনারায় গিয়ে দাঁড়াল সে, কথা না বলে অপেক্ষা করছে।

'মিস ডোরা ডারবি?'

দীর্ঘদেহী লোকটার দিকে এগোল ডারবি। স্যুট পরা একজন ভদ্রলোক, মাথায় ছোট করে ছাটা চুল। তার সামনে দাঁড়াল ডারবি, মাথা ঝাঁকাল।

'আমি কর্নেল মার্ক সুলেভান,' বললেন তিনি। 'শেষ পর্যন্ত আপনাকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করতে পারায় খুশি লাগছে। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, তবে তার আগে দুটো ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হতে চাই। প্রথমটা হলো···আপনি ডেকা বারগামকে চেনেন?'

আবার মাথা ঝাঁকাল ডারবি।

'মিনিট দুই আগে,' বলে চলেছেন মার্ক সুলেভান, 'আমার লোকেরা একটা লাশ পেয়েছে। সিংহ বা চিতা মেরে ফেলেছে তাকে। আমি জানতে চাই, আপনি তাকে চেনেন কিনা। আমরা জানি, কালো টেরোরিস্টদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল বারগাম, কিন্তু তার কোন ফটোগ্রাফ না থাকায় আমরা তাকে চিনতে পারছি না। লাশটা দেখে আপনি যদি অসুস্থবোধ না করেন···।'

'করব না,' বলল ডারবি।

'ধন্যবাদ,' বললেন মার্ক সুলেভান। ডারবিকে নিয়ে কয়েক পা এগোলেন তিনি, আঙুল দিয়ে বারগামের লাশটা দেখালেন ডারবিকে।

লাশটার দিকে কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থাকল ডারবি। 'না, কর্নেল,' অবশেষে বলল সে। 'ওটা ডেকা বারগামের লাশ নয়। সে এখন কোথায় আমার তা জানা নেই। আমি শুধু জানি, তাকে খুঁজে পাওয়া এখন খুব কঠিন হবে, প্রায় অসম্ভবই বলা যায়।' একটু থেমে সে জানতে চাইল, 'আর কি ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চান আপনি, কর্নেল সুলেভান?'

'মি. মাসুদ রানার ব্যাপারে,' কর্নেল সুলেভান গম্ভীর, প্রায় কর্কশ গলায় বললেন। 'তিনি এবং তাঁর লোকজন আমাদের অনেক ক্ষতি

করেছেন। আমরা তাঁকে ছাড়ব না। আমার ধারণা, খানিক আগেও তিনি আপনার সঙ্গে ছিলেন। এখন তিনি কোথায় বলবেন কি?'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল ডারবির। 'তিনি আপনাদের ক্ষতি করেছেন, না আপনারা তাঁর ক্ষতি করেছেন?'

'কিছুই আপনি জানেন না, মিস ডারবি,' বললেন সুলেভান। 'এখানে আমাদের পৌঁছুতে দেরি হবার কারণটা কি শুনবেন? মি. রানার লোকজন মাউনে আমাদের ওপর হামলা করেছিল।'

'মাউনে···রানার লোকজন···কি বলছেন?'

'তার আগে বলুন, মি. রানা সম্পর্কে কি জানেন আপনি? উত্তরটা আমিই দিচ্ছি—কিছুই জানেন না। শুনুন, বলি। মি. রানা একজন বাংলাদেশী। তিনি বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স-এর একজন স্পাই। তাঁর লোকজনের পরিচয়ও শুনুন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একদল অফিসার জিম্বাবুইয়ে এসেছে ওখানকার যোয়ানদের ট্রেনিং দেয়ার কাজ নিয়ে। কিভাবে বলতে পারব না, তারা জানতে পারে মি. রানা কালাহারিতে নিখোঁজ হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা সামরিক হেলিকপ্টার নিয়ে মাউনে চলে আসে তাদের কয়েকজন। সেখানে তাঁরা আমার লোকদের ওপর হামলা করে, খুন করে চারজনকে, আমাদের হাত থেকে ডেকান নামে এক বন্দীকে ছিনিয়ে নেয়। কাজেই, আশা করি বুঝতে পারছেন, প্রতিশোধ না নিয়ে আমাদের উপায় নেই।'

'কিন্তু রানার কি দোষ? অন্যের অপরাধে আপনি তাকে কেন···।'

'তিনি একজন স্পাই!' ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন সুলেভান। 'দক্ষিণ আফ্রিকার শত্রু···।'

'আপনিও বাংলাদেশের একজন শত্রু,' তাঁর পিছন থেকে বলল রানা। 'কাজেই আমারও প্রতিশোধ না নিয়ে কোন উপায় নেই, মি. সুলেভান।' কথা শুরু করার আগেই সুলেভানের পিঠে শটগানের মাজল চেপে ধরেছে ও।

বলতে হলো না, ধীরে ধীরে মাথার ওপর হাত তুললেন সুলেভান।

'আপনার লোকদের অস্ত্র ফেলে দূরে সরে যেতে বলুন,' নির্দেশ দিল

রানা। 'ডারবি, ভদ্রলোককে সার্চ করো।'

সার্চ করে একটা পিস্তল পাওয়া গেল শুধু। সেটা পকেট থেকে বের করে নিয়ে পিছু হটল ডারবি।

'বলুন!' ধমক দিল রানা, ঘুরে ডারবির পাশে চলে এসেছে।

'তোমরা যারা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা, হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে দূরে সরে যাও,' নিজের লোকদের নির্দেশ দিলেন সুলেভান। তারপর রানার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। 'কিন্তু কি লাভ, ভেবে দেখেছেন? আপনি একা আমাদের এতগুলো লোকের সঙ্গে কতক্ষণ টিকবেন, মি. রানা? তারচেয়ে আত্মসমর্পণ করুন, কথা দিচ্ছি আপনাকে আমরা গ্রেফতার করে জোহানেসবার্গে নিয়ে যাব···।'

'সে সুযোগ আপনি পাচ্ছেন না, মি. সুলেভান,' বলল রানা। 'আমি ভেবেছিলাম শব্দটা আপনি শুনতে পেয়েছেন।'

'শব্দ? কিসের শব্দ?' ভুরু কুঁচকে উঠল সুলেভানের।

রানা জবাব দেবে কি, তার আগেই নল-খাগড়ার বনে ও খোলা জায়গাটায় ছুটোছুটি আর ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল, সেই সঙ্গে বজ্রকণ্ঠে কমাণ্ড দেয়ার আওয়াজ ভেসে এল।

'কি ঘটছে···?' সুলেভানের চিৎকার চাপা পড়ে গেল কয়েকটা অটোমেটিক কারবাইন গর্জে ওঠায়। পরমুহূর্তে কয়েকটা গ্রেনেড ফাটল।

ঘাসের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল পুরোদস্তুর সামরিক পোশাক পরা কয়েকজন অফিসার। 'মি. মাসুদ রানা, স্যার?' ওদের তিনজনকে ঘিরে ফেলল তারা, রানার সামনে দাঁড়াল অফিসারদের একজন। মাথা ঝাঁকাল রানা। 'আমি মেজর মামুন, স্যার—বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। বিসিআই ডিরেক্টর মেজর জেনারেল রাহাত খান তাঁর মেসেজে বলেছেন, আপনাকে আমরা যেন 'কপ্টারে তুলে জিম্বাবুইয়ে পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করি।'

'ধন্যবাদ, মেজর মামুন,' বলে হ্যাণ্ডশেক করল রানা। 'আমার সঙ্গে মিস ডারবিও বোধহয় জিম্বাবুইয়ে যাচ্ছেন, তাই না?'

'ওহ্, অবশ্যই!' রানার একটা বাহু খামচে ধরল ডারবি। 'এতকিছুর পর তোমাকে আমি ছাড়ি কিভাবে!'

'ওদের কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সুলেভানের দিকে তাকাল মেজর মামুন। 'ওদের কথা আপনাকে ভাবতে হবে না, স্যার। কি করতে হবে আমাদেরকে বলে দেয়া হয়েছে। ক্যাপটেন শাহেদ, ওঁদেরকে এসকর্ট করে পৌঁছে দাও 'কপ্টারে।' রানার দিকে ফিরল আবার। 'বোটে করে যেতে হবে, স্যার। 'কপ্টার নিয়ে আমরা অন্য একটা দ্বীপে নেমেছি।'

ক্যাপটেন শাহেদের পিছু নিল ওরা। রানার গায়ে হেলান দিয়ে হাঁটছে ডারবি।

ধীর পায়ে হেঁটে অগভীর জলপ্রবাহটা পেরিয়ে এল চিতাবাঘ, লাফ দিয়ে নিচু পাড়ে উঠল, তারপর ভিজে পা থেকে পানি চাটল।

রাতের প্রথম দিকে বেশ কয়েকবার, আগের রাতের মতই, নদী আর লেগুন পেরুবার সময় কালো চিতার সম্পূর্ণ শরীর পানিতে ডুবে গিয়েছিল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও উত্তর দিকে চলে এসেছে সে, সেই সঙ্গে পানির গভীরতা কমে গেছে, এখন শুধু তার পা দুটোই ভিজল।

জিভ দিয়ে চেটে পা শুকিয়ে নিল চিতা, কারণ ভোরের বাতাস শুঁকে বুঝতে পারছে সামনে আর পানি নেই। যে জলপ্রবাহটা এইমাত্র পেরিয়ে এল, ওটাই ডেল্টার উত্তর প্রান্ত। সামনে এখন শুধু মরুভূমি—বালি, পাথর আর কাঁটা-ঝোপে ঢাকা বিশাল ধু-ধু প্রান্তর।

ভোরের বাতাস শুঁকল কালো চিতা। ঝোপ-জঙ্গলের গন্ধ ছাড়া অন্যান্য গন্ধও চিনতে পারে তার ব্রেন। পেট্রল,মানুষের ঘাম, ধোঁয়া, আগুনে পোড়া মাংস—আজ চার মাস ধরে এ-সব গন্ধ পাচ্ছে সে। এই মুহূর্তে ওগুলো অনুপস্থিত।

আরও একটা গন্ধ অনুপস্থিত। মেয়েলোকটার। তার উপস্থিতিও কোথাও লক্ষ করা যাচ্ছে না।

মরুভূমি থেকে ছুটে আসা বাতাসে ঝোপ-জঙ্গলের গন্ধই শুধু পাচ্ছে সে। তারপর হঠাৎ করে অন্য একটা গন্ধ ঢুকল তার নাকে।

কালো চিতার নাক কুঁচকে উঠল, কেঁপে উঠল কান, একটা থাবা তুলল সে, খেঁকিয়ে উঠল অনিশ্চিত সুরে। সামনে এগোতে গিয়ে পিছিয়ে এল, জমিতে সেঁটে গেল পেট, একদিক থেকে আরেক দিকে সাবলীল ছন্দে দুলছে লেজটা।

গন্ধটা পুরানো ও আবছা। আরেক চিতাবাঘের। কয়েক দিন আগে বা হয়তো কয়েক হপ্তা আগে এই জায়গা দিয়ে হেঁটে গেছে সে। অথচ পুরানো সেই অস্পষ্ট গন্ধ অদ্ভুত এক শিহরণ তুলল কালো চিতার শরীরে। আবার চাপা গলায় গর্জে উঠল সে, মাথা বাঁকা করে আবার চাটতে শুরু করল—পানি নয়, তলপেটের নিচে ভেজা ভেজা অংশটুকু।

একটু পরে লাফ দিয়ে দাঁড়াল কালো চিতা, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল এক মুহূর্ত। কালো, আড়ষ্ট, আকাশের গায়ে কাঁপছে। তারপর ছুটল উত্তর দিকে।

এর আগে কালো চিতা ধীর, সমান গতিতে ছুটেছে। এই মুহূর্তে, তারাগুলো নিভে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠছে যখন, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল সে, প্রতি মুহূর্তে গতি আরও বাড়ছে।

শেষ

বই পেতে হলে

আমরা চাই, ক্রেতা-পাঠক তাঁদের নিকটস্থ বুকস্টল থেকে সেবা প্রকাশনীর বই সংগ্রহ করুন। কোন কারণে তাতে ব্যর্থ হলে আমাদের ডাকযোগে খুচরো বই সরবরাহ ব্যবস্থার সাহায্য নিতে পারেন।

আজই মানি-অর্ডার যোগে ১০০·০০ টাকা পাঠিয়ে সেবা প্রকাশনীর গ্রাহক হয়ে যান। কোন্ সিরিজের গ্রাহক হতে চান দয়া করে মানি-অর্ডার ফর্মেই উল্লেখ করুন। ইচ্ছে করলে সকল সিরিজ বা যে-কোন একটি সিরিজের গ্রাহক হতে পারবেন। নতুন বই প্রকাশের সাথে সাথে পৌঁছে যেতে থাকবে আপনার ঠিকানায়। বিস্তারিত নিয়মাবলী ও বিনামূল্যে ক্যাটালগের জন্য সেলস্ ম্যানেজারের কাছে লিখুন।

নিজের ঠিকানা ও চাহিদা পরিষ্কার অক্ষরে লিখবেন। **খামে ভরে টাকা পাঠাবেন না।**

ভি. পি. পি. যোগে কোন বই পেতে চাইলে কমপক্ষে ২০·০০ টাকা অগ্রিম পাঠাবেন। কেবলমাত্র টাকা পেলেই ভি. পি. পি. যোগে বই পাঠানো হবে।

আগামী বই

২১-২-৯৫ শেষ মার (ওয়েস্টার্ন) প্রিম রিজভী তৌহিদ

বিষয়: অতির্কিত আক্রমণটাই বুঝিয়ে দিল, ঠিক জায়গায়ই এসেছে রেমিংটন ম্যাক। কিন্তু কে হতে পারে আক্রমণকারী? সোনার স্যাকে বালু কেন? ম্যাডার-ই বা গুলি খেল কিভাবে?

২১-২-৯৫ সর্পিণী-মায়াবিনী (প্রজাপতি) এ. টি. এম. শামসুদ্দীন

বিষয়: সি. এস. লিউইস-এর জগদ্বিখ্যাত কাহিনী 'দ্য ক্রনিক্‌ল্‌স্ অভ নারনিয়া' কিশোরদেরকে নিয়ে যায় অজানা এক জাদুর দেশে।···একের পর এক রহস্যময় ঘটনা কল্পনাকেও হার মানায়।

আরও আসছে

২৮-২-৯৫ রহস্যপত্রিকা (১১ বর্ষ ৫ সংখ্যা মার্চ ১৯৯৫)